اَلصَّرْفُ أُمُّ الْعُلُوْمِ وَالنَّحْوُ أَبُوْهَا

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ

سوال اور جواب میں میزان الصرف

প্রশ্নোত্তরে মিজানুস সরফ

সম্পাদনা: মুফতি কাউসার হাসান রহ.

মুহা. ইলিয়াস সালমান

দোয়া ও বাণী

আমি তখন কেরাণীগঞ্জ এক জায়গায় ছিলাম। পাণ্ডুলিপিটির ফন্নি সম্পাদনার কথা মরহুম উস্তাদজী মুফতি কাউসার হাসান রহ. এর কাছে বললে তিনি কাজটি করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এবং প্রচুর ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে খুবই কষ্ট করে উক্ত কিতাবটি সম্পাদনাও করে দিয়েছিলেন। উস্তাদজী সম্পাদনা শেষ করার পর 'আমাদের বাড়ির পাশে এক মাহফিল যেখানে হজরতের বয়ান ছিল' নিজেই নিয়ে আসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি তখন একজায়গায় সফরে থাকায় শাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। পাণ্ডুলিপিটি তিনি আব্বার কাছে দিয়ে যান। হয়তো সেদিন হজরতের সামান্য সান্নিধ্য পেলে অনেক উপকৃত হতে পারতাম। তারপরে শাইখ অসুস্থ হয়ে যান। আর কোনদিন দেখা হয়নি এই মহিরুহের সঙ্গে। ইচ্ছে ছিল, হজরতের দোয়া ও বাণী দিয়ে উক্ত কিতাবটিকে অলংকৃত করবো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ছিল ভিন্ন। তাঁর দোয়া ও বাণী নেওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এই দুনিয়া থেকে আপন সান্নিধ্যে ডেকে নেন। আল্লাহ তার কবরকে নুরে নুরান্বিত করুক। জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন। দোয়া নিলে তো অনেকের থেকেই নেওয়া সম্ভব, কিন্তু এখন আর কারো থেকে দোয়া নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সংকলকের কথা

মিজানুস সরফ কিতাবটি দরসে নেজামির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিতাব। এই কিতাব না পড়লে আরবি ভাষা বোঝা ও আত্বস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বলা হয়, মিজানে যারা দূর্বল থাকে সারা জীবন তাদের দূর্বলতা থেকে যায়। এই কিতাবটি মিজান জামাত (৬ষ্ঠ শ্রেণিতে) পড়ানো হয়। আমি ২০১৩ সালে জামিয়া গাফুরিয়া দারুস সুন্নাহ ইসলামপুর (ঈশ্বরগঞ্জ, মোমেনশাহী) মাদ্রাসায় শাইখুল হাদিস মুফতি মুহাম্মাদ কাউসার হাসান হাফি. এর কাছে এই কিতাবটি পড়েছিলাম। ওস্তাদজী কিতাবটি এতসুন্দর করে পড়িয়েছিলেন যে, ওস্তাদজীর কথাগুলো আজও কানে বাজে। তারপর বহু বছর কেটে যায়। ২০২৪ সালে এক মাদ্রাসায় খেদমতকালে এই কিতাবটি পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন ছাত্রদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শরাহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ তালাশ করেছি। কিন্তু আশানুরূপ কোনো শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাইনি। তখন নিয়ত করেছিলাম, আমি আমার মতো করে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখবো, যাতে আমারও ফায়দা হয় এবং ছাত্রদেরও ফায়দা হয়। ছাত্ররা বিষয়গুলোকে সহজে মুখস্ত ও আত্মস্ত করণে সহজতার জন্য আমি যথা সম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রতিটি বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এবং তার জন্য বিভিন্ন সরফের কিতাব ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিয়েছি। উক্ত কিতাব থেকে প্রথমে আমি এবং পরে সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন!

মুহা. ইলিয়াস সালমান
ঈশ্বরগঞ্জ, মোমেনশাহী
২৯ শাবান ১৪৪৬ হি.
০১ মার্চ ২০২৫ ঈ.

উৎসর্গ

উক্ত কিতাবের সম্পাদক মুফতি মুহাম্মাদ কাউসার হাসান রহ.

যিনি শত ব্যস্ততা উপেক্ষা করেও উক্ত কিতাবটি সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন।
আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।
আল্লাহ তাকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে নিন।
জান্নাতে যেন আল্লাহ আমাদের একত্রিত দেন। আমিন!

সূচিপত্র

মিজানুস সরফ পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের জরুরি পরামর্শ................8
মিজানুস সরফ সম্পর্কে পরামর্শ 8
গরদান সম্পর্কে পরামর্শ..9
সিগা সম্পর্কে পরামর্শ...10
অর্থ সম্পর্কে পরামর্শ 11
মুনশায়িব সম্পর্কে পরামর্শ 12
মিজান কিতাবের ইজরা পদ্ধতি..15
সিগার আলামতের ইজরা পদ্ধতি 15
বহসসমূহের আলামতের ইজরা পদ্ধতি 15
অর্থের ইজরা পদ্ধতি...15
মিজানুস সরফ ও মুনশায়িব 16
মিজানুস সরফের মুসান্নিফ পরিচিতি...16
মুনশায়িব কিতাবের মুসান্নিফ পরিচিতি 17
مقدّمة في علم الصرف...18
علم الصرف এর পরিচয় 18
علم الصرف সংকলন ও সংকলক 19
ইলমুস সরফের প্রাথমিক কিছু পরিভাষা 20
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ..22
لفظ এর পরিচয় 24
كلمه এর পরিচয়...25
فعل এর প্রকারভেদ 26

افعال متصرفه এর পরিচয় 27

فَاعِلٌ এর প্রকারভেদ 32

১৪ সিগার পরিচয় 33

ماضی এর আলোচনা 34

ضَمِيْرٌ বা সর্বনাম এর পরিচয় 36

بحث ماضی قریب 43

بحث ماضی بعید 48

بحث ماضی استمراری 52

بحث ماضی احتمالی 57

بحث ماضی تمنائی 61

مضارع এর আলোচনা 67

مضارع গঠন করার সহজ নিয়ম 67

بحث نفی تاکید بلن 78

بحث نفی جحد بلم 81

بحث لام تاکید بانون تاکید 87

بحث أمر 95

بحث نہی 106

اسم এর প্রকারভেদ 112

اسم مشتق এর প্রকারভেদ 113

بحث اسم فاعل 114

بحث اسم مفعول 117

بحث اسم ظرف 119

بحث اسم آلہ 121

بحث اسم تفضیل 123

منشعب 128

مُطَّرِد এর বাব ৫ টি 134

শায (شَاذّ) এর বাব ৩ টি 142

ثُلاثی مَزید فیہ এর বাবসমূহ.. 146

ہمزۂ وصلی এর ব্যবহারের স্থানসমূহ 147

ہمزۂ قطعی এর ব্যবহারের স্থানসমূহ.. 148

ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق برباعی باہمزۂ وصل এর বাবসমূহ 148

ثُلاثی مَزید فیہ غَیرِ مُلحَق برُباعی بے ہمزہ وصل 156

باہمزۂ وصل এর দুটি বাব রয়েছে, এই দুইটি বাবই لَازِم... 163

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی 164

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ بتدحرج /بے ہمزہ وصل 169

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ باحرنجم /باہمزہ وصل.. 175

বাব সম্পর্কিত জরুরি প্রশ্নোত্তর.. 177

شجرة منشعب مع موزون وموزون به 182

মিজানুস সরফ পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের জরুরি পরামর্শ

মিজানুস সরফ সম্পর্কে পরামর্শ

- প্রতিদিন সবক শুরু করার পূর্বে মাতৃভাষায় সবকের সারাংশ বুঝিয়ে দেওয়া।
- মূল বিষয় বুঝার জন্য যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন, ততটুকুই আলোচনা করা। অতিরিক্ত আলোচনা পরিহার করা।
- সিগা, বহস, অর্থ, বাব ও গরদান ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলনী মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে হওয়া । কেননা এগুলোই মিজান কিতাবের মূল বিষয়।
- লিখিত অনুশীলনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই স্পষ্ট, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- যে সকল তালিবে ইলম স্মৃতিশক্তি বা মেধার দিক থেকে দুর্বল তাদেরকে (সবক বুঝা ও আয়ত্ত করার জন্য) মেধাবী ছাত্রদের মুজাকারা বা তাকরারের সাথি বানিয়ে দেওয়া (যেন তারা পরস্পরে একে অপরকে সহযোগিতা করে)।
- যে ছাত্র সবক শিখে বা লিখে না আনবে, যুক্তিসঙ্গত কোনো ওজর না থাকলে তাকে উপযোক্ত পদ্ধতিতে সতর্ক করা।
- সংজ্ঞা, গঠনপ্রণালি, উদাহরণ ইত্যাদি বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দিলে ছাত্ররা সহজে বুঝতে পারে। তাই এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।
- মিজান জামাতে অনেক ছাত্র এমন থাকে, যারা পড়া-লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না। তাই কোন বিষয় কীভাবে পড়া-লেখা করতে হবে তা প্রত্যেক ছাত্রকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।
- প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্ররা পরস্পরে সিগা, বহস, অর্থ, বাব, মাসদার, মাদ্দাহ, গরদান ইত্যাদি মুজাকারা করবে। সময়টি উস্তাদ কর্তৃক নির্ধারিত হলে ভালো হয়।
- দরসে যতবেশি সংখ্যক ছাত্রদের থেকে উস্তাদ মৌখিক ও লিখিত ভাবে সবক আদায় করতে পারবেন, ছাত্ররা ততবেশি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।
- আসাতিযায়ে কেরাম আন্তরিকতার সঙ্গে উল্লেখিত পদ্ধতিতে যতবেশি মেহনত ছাত্রদের দ্বারা করাবেন ছাত্ররা ততবেশি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

গরদান সম্পর্কে পরামর্শ

- صرف শাস্ত্র পাঠের শুরুতে গরদানসমূহ মুখস্থ করানো খুবই জরুরি একটি বিষয়। মুখস্থ এমনভাবে করাতে হবে, যেন সুরা ফাতিহার মতো কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ফটাফট বলতে পারে।
- সর্বপ্রথম فعل মাদ্দাহ দ্বারা ماضی مطلق এর চারটি বহস মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে আয়ত্ত করাতে হবে। কেননা এই চারটি গরদানই হলো সমস্ত ماضی এর গরদানের ভিত্তি। এরপর ضرب ও سمع এর চারটি চারটি বহস এবং کرم এর দুটি বহস মৌখিক ও লিখিতভাবে আয়ত্ত করাতে হবে। معروف এর عین کلمہ এর প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে, فتحہ এর স্থানে کسرہ বা এর বিপরীত অথবা এ ধরণের কোনো ভুল যেন না হয়।
- ماضی مطلق ও مضارع ও کان পৃথকভাবে মুখস্ত করানোর পর দুটো গরদানকে মিলিয়ে ماضی استمراری ও ماضی بعید এর বহসের গরদান আয়ত্ত করা সহজ। পৃথকভাবে মুখস্থ না করে শুরুতেই একত্রে মুখস্থ করা কঠিন। তাই এগুলোকে প্রথমে পৃথকভাবে মুখস্ত করানো।
- ماضی এর গরদানের পর فعل মাদ্দাহ দ্বারা مضارع এর চারটি বহস মৌখিক ও লিখিতভাবে আয়ত্ত করাতে হবে। কেননা এই চারটি গরদানই হলো পরবর্তী সকল গরদানের ভিত্তি। এরপর يَسْمَعُ ويَضْرِبُ এর ৪টি বহস এবং یکرُم এর দুইটি বহস মৌখিক ও লিখিতভাবে আয়ত্ত করাতে হবে। معروف এর عین کلمہ এর প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে, যবরের স্থানে যের বা এর বিপরীত অথবা এ ধরণের কোনো ভুল যেন না হয়ে যায়।
- امر ও نہی গঠন করার নিয়মাবলী (পৃথক করে) ভালোভাবে আয়ত্ত হওয়ার পর বোর্ডে مضارع معروف مضارع مجهول এর সিগাগুলোকে مضارع এর বিন্যাসে লিখে اَمر ও نہی গঠন করার নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রদের দ্বারা (পৃথক পৃথক ভাবে) امر ও نہی এর সকল বহসের সিগা গঠন করাতে হবে।

- امر و نہی حاضر معروف، امر و نہی حاضر مجہول، امر و نہی غائب معروف، اَمر و نہی غائب مجہول এগুলো امر ও نہی এর বুনিয়াদি বহস। এই চারটি বহস ভালোভাবে বুঝে আয়ত্ত করার পর প্রত্যেক বহসের সঙ্গে نون خفیفہ ও نون ثقیلہ গুলোকে لام تاکید এর বহসের নিয়মানুযায়ী যোগ করার দ্বারা অবশিষ্ট বহসগুলোও গঠিত হয়ে যাবে- এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।
- যখন فعل মাদ্দাহ দ্বারা اَمر ও نہی এর ১২টি গরদান অর্থসহ ভালোভাবে আয়ত্ত হয়ে যাবে; তখন يَسْمَعُ يضرب দ্বারা ১২টি এবং يَكْرُمُ দ্বারা ছয়টি গরদানও অর্থসহ মুখস্থ করাতে হবে। আর উস্তাদ বিভিন্ন মাসদার দ্বারা امر ও نہی এর গরদান, সিগা, বহস ও অর্থ জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন।
- **জ্ঞাতব্য:** উল্লেখিত পদ্ধতিতে اَمر ও نہی এর ১২টি বহসের সিগাগুলোকে বুঝে মুখস্থ করা অনেক উপকারি ও আয়ত্ত করা সহজ। তাছাড়া কিতাব দেখে ১২টি বহসের গরদান আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই কঠিন।
- বিভিন্ন বহসের গঠনপ্রণালি বুঝিয়ে দেওয়ার পর গরদানগুলো বলে বা লিখে দেওয়ার পরিবর্তে তালিবে ইলমের দ্বারা গরদানগুলো গঠন করানো তাদের জন্য বেশি উপকারী হবে। তাই উস্তাদের উচিত গরদানগুলো তাদের দ্বারা বলিয়ে সূরা ফাতেহার মতো মুখস্থ করিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন মাসদার দ্বারা কমপক্ষে ضَرب سَمِعَ، كَرُمْ দ্বারা সমস্ত সিগা আয়ত্ত করানো। পাশাপাশি তাদেরকে সিগা, বহস ইত্যাদি বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকা।

সিগা সম্পর্কে পরামর্শ

- মেধাবী, দুর্বল ও মধ্যম- প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য فعل দেখামাত্রই তার সিগা বলতে পারা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য কয়েকটি কাজ করতে হবে-

১। সিগাগুলোকে শুরু থেকে তিনটি তিনটি করে মুখস্থ করানো। যেমন:

فَعَلَ، فَعَلَا، فَعَلُوا،   فَعَلَتْ، فَعَلَتَا، فَعَلْنَ   فعلت، فعَلْتُما فَعَلْتُمْ،

فعلت، فعلتُما، فعلتن   فعلتُ، فَعَلْنَا

(এই নিয়মটি সকল بحث এর সকল সিগার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। যখন এভাবে মুখস্থ হয়ে যাবে, তখন উস্তাদ কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন এভাবে যে, প্রথম তিনটি সিগা مذكّر غائب এর জন্য। প্রথমটি واحد مذكر غائب, দ্বিতীয়টি تثنيه مذكّر غائب এবং তৃতীয়টি جمع مذكّر غائب এর সিগা। এভাবে শেষ পর্যন্ত বলে দেবেন।

অতঃপর واحد এর পাঁচটি সিগা, تثنيه এর চারটি সিগা ও جمع এর পাঁচটি সিগা পৃথকভাবে মুখস্থ করাতে হবে।

২। ইজরা পদ্ধতিতে প্রতিটি সিগা, বহস ও বহস অনুযায়ী অর্থের আলামত ভালোভাবে আয়ত্ত করাতে হবে। যেন আলামত দেখেই ছাত্ররা সিগা, বহস ও অর্থ বলে দিতে পারে।

- অতঃপর মৌখিক ও লিখিতভাবে দু'ধরণের অনুশীলন করতে হবে:
  (ক) ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সিগার ব্যাপারে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, এটা কোন সিগা ও কোন বহস? যেমন : فَعَلْتُ বা ضَرَبْتُ এর সিগা ও বহস নির্ণয় করো?
  (খ) বিভিন্ন সিগা ও বহসের নাম নিয়ে তাদের দ্বারা فعل গঠন করাতে হবে। যেমন: اَلضَّرْبُ দ্বারা ماضى بعيد এর واحد مؤنث غائب এর সিগা গঠন করো ইত্যাদি। সিগা ও বহসের এই উভয় দিক আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুশীলনগুলো করতে থাকতে হবে।
- যেমনিভাবে আরবিতে فعل এর সিগা ও বহস রয়েছে, তেমনিভাবে বাংলাতেও সিগা ও বহস রয়েছে। তাই বাংলাতেও সিগা, বহস আয়ত্ত করাতে হবে। (যেমন: তারা সকল পুরুষ বের হলো- এর সিগা, বহস ও আরবি করো)।
- لام تاكيد بانون تاكيد এর সিগাগুলোর মধ্যে অধিকাংশ তালিবে ইলম ভুল করে থাকে। এ জন্য প্রত্যেকটি সিগাকে অন্য সিগা থেকে আলামতের মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে আয়ত্ত করাতে হবে।

অর্থ সম্পর্কে পরামর্শ

- بحث ও صيغة আলামতসহ আয়ত্ত করানোর পর তরজমা বা অর্থের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রথমে শুধু فعل মাদ্দাহ দ্বারা তরজমা এভাবে

শিখতে হবে যে, সিগাগুলোকে শুরু থেকে তিনটি তিনটি করে অর্থসহ মুখস্থ করতে হবে। যেমন:

فَعَلْتِ، فَعَلْتُمَا، فَعَلْتُنَّ	فَعَلْتَ، فَعَلْتُمَا، فَعَلْتُمْ	فَعَلَتْ، فَعَلَتَا، فَعَلْنَ	فَعَلَ فَعَلَا فَعَلُوْا،
			فَعَلْتُ، فَعَلْنَا

- অতঃপর واحد এর পাঁচটি সিগা, تثنیہ এর চারটি সিগা ও جمع এর পাঁচটি সিগা পৃথকভাবে অর্থসহ মুখস্থ করাতে হবে। (এটা সকল بحث এর সমস্ত সিগার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। যখন তা পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত হয়ে যাবে তখন কমপক্ষে ضرب سمع و کرم উল্লেখিত পদ্ধতিতে তরজমা শিখতে হবে।
- অতঃপর মৌখিক ও লিখিতভাবে দু'ধরণের অনুশীলন করতে হবে-
(ক) আরবি সিগা বলে ছাত্রদের থেকে তার সিগা, বহস ও অর্থ জিজ্ঞেস করতে হবে। (যেমন: ضربت এর সিগা, বহস ও অর্থ কি?)
(খ) বাংলা বলে ছাত্রদের দ্বারা তার আরবি করাতে হবে। (যেমন: তারা সকল পুরুষ মারল- এর আরবি কী?) সিগা, বহস ও অর্থের এই উভয় দিক আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুশীলনগুলো করতে থাকতে হবে ।
- বাংলাদেশী তালিবে ইলমদেরকে فعل গুলোর তরজমা বাংলায় শিখাতে হবে। যখন বাংলা তরজমা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়ে যাবে, তখন প্রয়োজন অনুযায়ী উর্দু তরজমাও শিখানো যেতে পারে। উভয়টি একসঙ্গে শিখানো বা একটি আয়ত্ত হওয়ার পূর্বেই অন্যটি আয়ত্ত করানো খুবই ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- সিগা ও অর্থের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তা সকল بحث এর সকল সিগার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মুনশায়িব সম্পর্কে পরামর্শ

- বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মুনশায়িবের প্রথম বাব। যদি এটিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করানো যায়; তাহলে অবশিষ্ট বাবগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। এ জন্য আসাতিযায়ে কেরামের উচিত; এই বাবটিকে নিম্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে মেহনত করিয়ে আয়ত্ত করানো-

- **১.** صرف صغير বিশুদ্ধ ভাবে ছাত্রদের থেকে প্রথমে দেখে দেখে, তারপর মুখস্থ শোনা ও লেখানো। এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া।
- **২.** পূর্ণ গরদান بحث، صيغه বুঝে বুঝে সূরা ফাতিহার মতো এমনভাবে মুখস্থ করাতে হবে যে, যেন এই বাবের অন্য কোন মাসদার দ্বারা মুখস্থ করা ছাড়াই গরদান দিতে পারে । তবে بحث ও صيغه না বুঝে মুখস্থ করলে এই ফায়দা হবে না
- ৩. বাবের প্রথম মাসদার ও তার সঙ্গে উল্লেখিত মাসদারগুলো দ্বারাও صرف صغير অর্থসহ মুখস্থ করাতে হবে।
- ৪. বাবের **১ম** মাসদার দ্বারা বিশেষভাবে ও তার সঙ্গে উল্লেখিত মাসদারগুলো দ্বারাও সকল বহসের صرف كبير . অর্থসহ এমনভাবে আয়ত্ত করাতে হবে, যেন ছাত্ররা প্রত্যেকটি মাসদার দ্বারা পূর্ণ গরদান অর্থসহ বলতে পারে একটি فعل শোনা মাত্রই সিগা, বহসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তরজমা করতে পারে এবং বাংলায় ক্রিয়া শোনা মাত্রই সিগা, বহসের সঙ্গে সঙ্গে আরবিতে فعل বানাতে পারে।
- ৫. বিভিন্ন فعل এর সিগা, বহস, বাব ও অর্থ এবং বাংলায় বিভিন্ন ক্রিয়ার সিগা, বহস ও আরবি জিজ্ঞাসা করতে থাকতে হবে।
- **জ্ঞাতব্য:** যদিও উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর যথাযথ অনুসরণ সময় সাপেক্ষ্য বিষয়, তবুও প্রথম বাবটিকে যদি সে অনুসারে ভালোভাবে আয়ত্ত করানো যায় তাহলে অসংখ্য গরদান নিজে নিজেই আয়ত্ত হয়ে যাবে এবং শিক্ষার্থীর জবান সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরবর্তী বাবগুলোর ক্ষেত্রে সময় অনেক কম লাগবে। পাশাপাশি যদি সর্বদা চলা-ফেরা, উঠা-বসায় গরদানগুলো পড়তে থাকে তাহলে সময়েও বরকত হবে, ইনশাআল্লাহ।
- সকল বাবের ক্ষেত্রে গরদানগুলোর তরজমা ছাত্রদের দ্বারা করানো।
- প্রথম বাবে উল্লেখিত মেহনতের পদ্ধতিগুলো অন্যান্য বাবগুলোতেও প্রয়োগ করা। যদি সেগুলোর হক আদায় করা হয় তাহলে অন্যান্য বাবগুলো অল্প মেহনত ও অল্প সময়ে সহজেই আয়ত্ত হয়ে যাবে।
- مزيد فيه এর বাবগুলোতে অতিরিক্ত হরফ থাকার কারণে مجرد এর বাবগুলোর থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়। তাই শুধু مجرد মুখস্থ করার দ্বারা مزيد فيه এর

গরদানগুলো আয়ত্ত হয় না। সুতরাং مزید فیہ এর প্রথম বাব হিসেবে باب افتعال এর ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে মেহনত করা। এই বাব যদি ভলোভাবে আয়ত্ত হয়ে হয়ে যায়; তাহলে مزید فیہ এর অন্যান্য বাবগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

- مزید فیہ এর বাবগুলোতে মূল হরফ (তথা- فاء کلمہ، عین کلمہ ও لام کلمہ এবং অতিরিক্ত হরফ চেনা এবং প্রত্যেকটি বাবকে অন্য বাব থেকে পৃথক করা একটি জরুরি কাজ। তাছাড়া সিগা, বহস, বাব, মাদ্দাহ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। এ জন্য ছাত্রদের উচিত موزون بہ তে চিন্তা করে মূল হরফ (তথা- فاء کلمہ، عین کلمہ ও لام کلمہ এবং অতিরিক্ত হরফগুলো বের করা। যদি ছাত্ররা না পারে; তাহলে পূণরায় তা ভালোভাবে বুঝাতে ও আয়ত্ত করাতে হবে।

نَصَرَ يَنْصُرُ، ضَرَبَ يَضْرِبُ، سَمِعَ يَسْمَعُ، فَتَح يَفْتَحُ، كَرُمَ يَكْرُمُ، افْتِعَالَ، اسْتِفْعَال،

إِنْفِعَال، إِفَاعَلَ، افْعُل، افعال، تَفْعِيل، تَفَعُل، مُفَاعَلَةٌ، تَفَاعُلٌ، فَعْلَلَةٌ،

এই ১৬টি বাবকে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে মুখস্থ করানোর পর বিশেষভাবে আয়ত্ত করানো। কেননা, এই বাবগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ ও আরবি কিতাবাদী এই বাবগুলোর সিগা দ্বারা ভরপুর।

- ► صحیح এর যে সিগাই সামনে আসবে প্রথমেই সেটির وزن বের করা। তাহলে সেটির সিগা, বহস, বাব, মাসদার, মাদ্দাহ বের করা সহজ হয়ে যাবে। অতঃপর 'অর্থ' বের করা।
- ► ছাত্রদের কর্তব্য হলো- কুরআনুল কারিমে ওজন মিলিয়ে মিলিয়ে সিগা বের করে বহস, বাব, মাসদার ও মাদ্দাহ মৌখিক ও লিখিত ভাবে নির্ণয় করা। উস্তাদ কর্তৃক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া ও নেগরানি করা।
- ► কিতাবের গরদানের পাশাপাশি বিভিন্ন মাসদার দ্বারা সিগা ও গরদান অর্থসহ মৌখিক ও লিখিতভাবে অনুশীলন করনো।

(আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھیں اور پڑھائیں؟ হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ সাহেব দা. বা. এর 'بیان المطالب, মুফতী আব্দুল মালেক

দা. বা. এর তালেবানে ইলম পথ ও পাথেয়, মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব দা.বা. ও মাওলানা আবু সাবির আব্দুল্লাহ দা. বা. এর 'طریق علم' এবং "আসান মীযান-মুনশায়িব" নামক কিতাব থেকে সারাংশ সংগৃহীত)

মিজান কিতাবের ইজরা পদ্ধতি

সিগার আলামতের ইজরা পদ্ধতি

ইজরা করার পদ্ধতি: একজন শিক্ষার্থী একটি করে সিগা বলবে এবং অপর শিক্ষার্থীরা তার আলামত ও উদাহরণ বলবে। প্রতিটি সিগা কমপক্ষে কয়েকবার করে বলবে। প্রথমে ماضی তারপর مضارع এদুটি শেষ হলে لام تاكيد بانون تاكيد শুরু করবে। প্রতিদিন আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে ইজরা করতে থাকবে।

বহসসমূহের আলামতের ইজরা পদ্ধতি

প্রথমে একজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে একটি করে বহসের নাম বলবে অন্য শিক্ষার্থীরা বহসের আলামত ও তার উদাহরণ বলবে। প্রত্যেকটি কমপক্ষে ৩-৪ বার করে করবে। এভাবে বহসের আলামত আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত ইজরা করতে থাকবে।

অর্থের ইজরা পদ্ধতি

একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে বহসের নাম বলবে অন্য ছাত্ররা বহসের অর্থ বলবে। এককেটিকে কয়েকবার করে করবে। এভাবে বাবের অর্থ আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত করতে থাকবে।

তেমনিভাবে সিগার অর্থের ইজরা করবে। অর্থাৎ একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে একটি সিগা বলবে তখন অন্য ছাত্ররা তার উত্তর দেবে। একেকটা কয়েকবার করে করবে। আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকবে।

মূল পাঠ

মিজানুস সরফ কিতাবের গুরুত্ব

মিজানুস সরফ কিতাবটি ইলমুস সরফ সম্পর্কিত একটি কিতাব। উপমহাদেশের প্রাথমিক ছাত্রদের সরফ শিক্ষার একটি মৌলিক কিতাব। কিতাবটিকে দরসে নেজামির একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বলে গণ্য করা হয়। এই কিতাবের গুরুত্বও অপরিসীম। আকারে ছোট হলেও তার উপকারিতা অনেক বেশি। সরফ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কিতাবকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে এমন কোনো কিতাব খোঁজে পাওয়া যায় না। শত শত বছর ধরে উপমহাদেশে এই কিতাব থেকে ছাত্ররা ইলমুস সরফের তৃষ্ণা নিবারণ করে আসছে। আল্লাহ পাক এই কিতাবকে কবুলিয়্যাত দান করেছেন। আল্লাহ পাক এই কিতাব থেকে পরিপূর্ণ ইস্তেফাদার সুযোগ দান করুন। আমিন!

মিজানুস সরফ ও মুনশায়িব

মিজানুস সরফ ও মুনশায়িব মূলত ফারসি ভাষায় রচিত ভিন্ন দুটো কিতাব। প্রসিদ্ধ মতানুসারে এদুটো কিতাবের লেখকও ভিন্ন ভিন্ন। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটি আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ও একটি আরেকটির সম্পূরক বিধায় দুটোকে একসঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষার মধ্যমে কোন একটি বিষয় সহজেই যে কারও বুঝা ও আয়ত্ত করা সহজ হয়। সেজন্যই কিতাবদ্বয়কে আমরা বাংলা ভাষায় সহজ করে সকলের জন্য উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। আল্লাহই উত্তম তৌফিক দাতা।

মিজানুস সরফের মুসান্নিফ পরিচিতি

নামঃ

এই কিতাবের আসল লেখকের নাম কী? এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতানৈক্য রয়েছে।

১। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে এই কিতাবের লেখক হলেন, শাইখ সিরাজুদ্দীন উসমান আওধী রহ.। তার উপাধী ছিল, আখি সিরাজুদ্দীন, এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জন্ম ও বংশঃ তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের থেকে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তিনি তদানিন্তন ভারতের দিনাজপুর জেলার উধ নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুর্ণ নাম হলোঃ শাইখ সিরাজুদ্দিন উসমান নেজামী আওধী চিশতী।

তার বংশ পরম্পরা রাসুল সা. এর জামাতা হযরত উসমান রা. এর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সেদিকে সম্পৃত্ব করে তাকে উসমানীও বলা হয়।

তার শাইখের নাম ছিল নেজামুদ্দিন চিশতী এদিকে সম্পৃত্ব করে তাকে নেজামী বলা হয়।

তিনি চিশতী সিলসিলার অনুসারী ছিলেন সেজন্য তাকে চিশতী বলা হয়।

আর তার জন্মস্থানের দিকে নিসবত করে তাকে আওধী বলা হয়।

ইলম অর্জনঃ শাইখ সিরাজুদ্দীন রহ. যৌবনের শুরুতে শাইখ নেজামুদ্দীন বদায়ুনী রহ. এর খানকার খাদেম ছিলেন। ইলমের প্রতি তার প্রচন্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকা সত্যেও তিনি ইলম অর্জন করার কোনো সুযোগ পাননি। একবার শাইখ নেজামুদ্দীন বদায়ুনী রহ. ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় নিজ প্রতিনিধি পাঠানোর ইচ্ছা করলে, বঙ্গ এলাকায় শাইখ সিরাজুদ্দীন রহ. কে পাঠানোর মনস্থ করেন। কিন্তু শাইখ রহ. যখন জানতে পারলেন যে, তিনি ইলমে জাহেরি অর্জন করেননি তখন শাইখ রহ. তাকে বললেন, একজন প্রতিনিধির জন্য সর্বপ্রকারের ইলম থাকা জরুরি। কেননা মুর্খ ব্যক্তি শয়তানের খেলনায় পরিণত হয়। প্রথমে

তুমি ইলমে জাহেরি অর্জন করো। তখন তিনি আল্লামা ফখরুদ্দীন রহ. এর নিকট ছয় মাসে ইলমুস সরফের সকল কিতাবাদি পড়ে নেন। তারপর আল্লামা রুকনুদ্দীন রহ. এর কাছে ইলমে ফিকহ ও ইলমে নাহু অর্জন করেন। তিনি ইলমে জাহেরি থেকে অবসর হয়ে তিন বছর পর্যন্ত শাইখ নেজামুদ্দীন রহ. এর খেদমতে থেকে ইলমে বাতেনি অর্জন করে তার থেকে খেলাফত লাভে ধন্য হন।

কর্ম জীবনঃ নেজামুদ্দিন বদায়ূনি রহ. এর থেকে খেলাফত লাভের পর পূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তাকে বঙ্গ এলাকায় নিজ প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি বঙ্গ এলাকায় এসে সকল প্রকার মানুষকে তিনি ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতে থাকেন। এবং ইসলামের আলো দ্বারা সকলকে আলোকিত করতে থাকেন।

প্রসিদ্ধ উস্তাদগণঃ আল্লামা ফখরুদ্দীন রাহ. শাইখ রুকনুদ্দীন রাহ., শাইখ নেজামুদ্দীন বদায়ূনী রহ. প্রমুখ।

তাঁর রচনাবলিঃ তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন, তন্মধ্যে প্রশিদ্ধ হলো মিজানুস সরফ, পাঞ্জেগঞ্জ, হেদায়াতুন্নাহু ইত্যাদি।

ইন্তেকালঃ তিনি ৭৫৮ হিজরীতে এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান প্রভূর দরবারে পারি জমান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

২। কতক ওলামায়ে কেরামের মতে এই কিতাবের মুসান্নিফ হলেন; আল্লামা শেখ সাদি রাহ.

৩। কতক ওলামায়ে কেরামের মতে এই কিতাবের মুসান্নিফ হলেন; শাইখ ওয়াজহুদ্দীন ইবনে উসমান রহ.

৪। কতক ওলামায়ে কেরামের মতে এই কিতাবের মুসান্নিফ হলেন; শাইখ ইবনে নাসিরুদ্দিন জৌনপুরী রহ.

৫। আব্দুল হাই লখনভী রহ. এর ‘আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ’ কিতাবে এবং হাজী খলিফা রহ. কাশফুয যুনুন কিতাবে লিখেছেন, মিজান কিতাবের মুসান্নিফ হলেন; মোল্লা মুহাম্মাদ বিন মুস্তফা রহ. তিনি ৯১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু এইসব মতের পক্ষে শক্তিশালী কোনো দলিল-প্রমাণ খোঁজে পাওয়া যায় না।

এই কিতাবের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থঃ

তিবয়ান শরহে মিজান। লেখক: আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ.

তিবয়ান শরহে মিজান । লেখক: মাওলানা আব্দুল হক রহ.

হেদায়াতুস সিবয়ান। লেখক: মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. ইত্যাদি।

মুনশায়িব কিতাবের মুসান্নিফ পরিচিতি

প্রসিদ্ধ মতানুসারে মুনশায়িব কিতাবের মুসান্নিফ হলেন মোল্লা হামজা বদায়ুনি রহ.। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তাঁর জীবনী সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা যায়নি।

প্রশ্ন: লেখকদ্বয় তাদের নাম প্রকাশ করেননি কেন?

উত্তর: তারা পূর্ণ ইখলাছ ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কিতাব রচনা করেছিলেন । এই কাজ করতে গিয়ে যেন তাদের অন্তরে কোনো প্রকার লৌকিকতা ও অহংকার প্রকাশ না পায় সেজন্য নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চাননি । কেননা যদি কোনভাবে লৌকিকতা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে কিতাবটি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। উল্টো রাগের কারণ হবে। তখন দুনিয়াও বরবাদ আখেরাতও বরবাদ।

مقدّمة في علم الصرف

আমাদের এই কিতাবটি علم الصرف বিষয়ক কিতাব। علم الصرف হলো আরবি ব্যাকরণের একটি অংশ। ব্যাকরণ ব্যতীত যেমন কোনো ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় তেমনিভাবে علم الصرف ব্যতীতও আরবি ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই কিতাব শুরু করার পূর্বে প্রথমেই আমরা علم الصرف সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে নেবো, তৎসঙ্গে আমারদের এই কিতাব ميزان الصرف সম্পর্কেও জেনে নেবো ইনশাআল্লাহ।

ব্যাকরণ: যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

আরবি ব্যাকরণ: যে শাস্ত্র পাঠ করলে আরবি ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে আরবি ব্যাকরণ বলে। আরবি ব্যাকরণ প্রধাণত চার প্রকার: ১. علم الإملاء ২. علم الصرف ৩. علم النحو 8. علم العروض

علم الصرف এর পরিচয়

علم **শব্দের অর্থ হলো:** জ্ঞান, তথ্য, বিজ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি।

صرف **শব্দের অর্থ হলো:** ঘুরানো, ফিরানো, রূপান্তর করা ইত্যাদি । সুতরাং **علم الصرف** এর আভিধানিক অর্থ হলো, সরফের জ্ঞান, সরফের বিদ্যা ইত্যাদি।

علم الصرف এর পারিভাষিক অর্থ:

যে ইলম (علم) শিক্ষা করলে শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়ম কানুন জানা যায় তাকেই علم الصرف বলে।

অর্থাৎ ইলমুস সরফ শিক্ষা করে আমরা দুটো বিষয় জানতে পারবো । ১. শব্দকে কীভাবে গঠন করতে হয় । ২. এক শব্দকে অন্য শব্দে কীভাবে রূপান্তর করতে হয় ।

موضوع বা আলোচ্য বিষয়: পরিবর্তন গ্রহণকারী সকল প্রকারের اسم ও فعل সমূহই হলো علم الصرف এর আলোচ্য বিষয় ।

(غرض) বা উদ্দেশ্য: শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা ।

ফায়দা: এই ইলম দ্বারা শব্দকে সঠিক লিখতে ও বলতে পারা যায়।

প্রশ্ন: علم الصرف কে علم الصرف বলে কেন নামকরণ করা হলো?

উত্তর: علم الصرف শব্দের অর্থ হলো, রূপান্তরের জ্ঞান। যেহেতু এই ইলম (علم) শিক্ষা করলে আমরা শব্দ গঠন ও রূপান্তরের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো সেজন্যই এই ইলমকে علم الصرف বলে নামকরণ করা হয়েছে।

علم الصرف সংকলন ও সংকলক

ইলমুস সরফ প্রথম যুগে পৃথকভাবে সংকলিত ছিল না। বরং এই ইলমটি ইলমে নাহুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের একটিকে আরেকটি থেকে পৃথকও করা হতো না। ইলমে নাহু ও ইলমে সরফ দুটোকেই ইলমে নাহু বলা হতো। ইলমে নাহুর প্রথম সংকলক সম্পর্কে বলা হয়, তিনি হলেন: আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি রহ. কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন: হযরত আলি রা. কেউ কেউ বলেন: মুআজ ইবনে মুসলিম আল-হাররা রহ. তারা সকলেই প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। সে হিসেবে বলা যায়, ইলমুস সরফের সংকলনও প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়েছে। এবং এর আবিষ্কারকও হলেন তারাই।

তবে পৃথকভাবে এই ইলমকে সর্বপ্রথম কে সংকলন করেছেন এই সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো, এই ইলমের প্রথম সংকলক হলেন: আবু উসমান বকর বিন মুহাম্মাদ বিন উসমান মাজনি রহ. (ইন্তেকাল ২৪৮ হি.) তিনিই ইলমুস সরফকে স্বতন্ত্র স্বাস্ত্র হিসেবে সর্বপ্রথম সংকলন করেন। আবজাদুল উলুম, লেখক সিদ্দিক হাসান খান। পৃ. ৫৮২ শামেলা)

আল্লামা রফি উসমানী রহ. এর নিকট ইলমুস সরফের প্রথম সংকলক হলেন ইমাম আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত রহ. (মৃত্যু ১৫০ হি.) তার লিখিত কিতাবের নাম হলো: আল-মাকসুদ্‌।

এই ইলম আবিষ্কারের উদ্দেশ্য:

১। মুসলিম বিজেতাগণ যখন রোম, পারস্যসহ বিভিন্ন অনারব দেশ বিজয় করছিলেন তখন তাদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া এবং তারা যেন কুরআন ও হাদিস ভালোভাবে বুঝতে পারে, কোনো প্রকারের গণ্ডগোল না পাকায় তার জন্য নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় । সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত তাদেরকে ধর্মকর্ম বুঝানো সম্ভব নয়। সেই পদ্ধতিটাই হলো আরবি ভাষা যার প্রতিনিধিত্ব করে ইলমে নাহু ও ইলমে সরফ।

২। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সর্বদা একজন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন হয়। যখন ইসলামি বিজয় ধারা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে পৌঁছে যায় তখন তাদের পরস্পরে সম্পর্ক রক্ষা করা ও পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন একটি পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল যার দ্বারা নির্ভুল ভাবে সম্পর্ক রক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। সে পদ্ধতিটি হলো আরবি ভাষা। যা শিক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম হলো নাহু-সরফ।

প্রশ্ন: ميزان الصرف এর অর্থ কী? তাকে এই নামে নামকরণ করার কারণ কী?

উত্তর: ميزان শব্দটি اسم آله کبری এর واحد এর সিগা। বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ এর اَلْوَزْنُ মাসদার থেকে। তার অর্থ হলো, দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক ইত্যাদি। আর الصرف অর্থ তো আমরা একটু আগে জেনে আসলাম। ঘুরানো, ফিরানো, রূপান্তর করা ইত্যাদি। সুতরাং ميزان الصرف এর অর্থ হলো- রূপান্তরের দাঁড়িপাল্লা বা পরিমাপক।

দাঁড়িপাল্লা দ্বারা যেভাবে বিভিন্ন বস্তু ওজন করা হয় তেমনিভাবে ميزان الصرف দ্বারাও আরবি শব্দাবলি ওজন করে ঠিক করা হয়, কোনটি কোন ধরণের শব্দ, কোন শব্দটি কতভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। আরবি কোন শব্দকে নিয়ে ميزان الصرف এর দ্বারা পরিমাপ করে জানা যায় এই শব্দটি কত হরফ বিশিষ্ট, এর বচন কী? এটা কোন লিঙ্গের শব্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। এজন্যই ميزان الصرف কে ميزان الصرف বলে নামকরণ করা হয়েছে।

ইলমুস সরফের প্রাথমিক কিছু পরিভাষা

- ► আরবিতে পেশকে (ُ) ضَمَّہ , যবরকে فَتْحَہ (َ) ও যেরকে (ِ) کَسْرَہ বলে ।

- ▶ এইসবগুলোকে একত্রে حَرَكَةٌ বলে। আর হরকত না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে।
- ▶ একই রকমের দুটি হরফকে একত্রে পড়াকে তাশদীদ (تَشْدِيْدٌ) বলে।
- ▶ নূন সাকিনকে تنوين বলে। তবে এটাকে দুই যবর (ً), দুই যের (ٍ) ও দুই পেশের (ٌ) আকারে লেখা হয়।
- ▶ পেশযুক্ত হরফকে مَضْمُوْمٌ. যবরযুক্ত হরফকে مَفْتُوْحٌ ও যেরযুক্ত হরফকে مَكْسُوْرٌ বলে।
- ▶ হরকতবিশিষ্ট হরফকে مُتَحَرِّكٌ বলে। سُكُوْن বিশিষ্ট হরফকে سَاكِنْ এবং তাশদীদ যুক্ত হরফকে مُشَدَّدٌ বলে।
- ▶ যে ফে'ল এর فاعل জানা থাকে তাকে فعل معروف বলে। আর যে فعل এর فاعل জানা থাকে না তাকে فعل مجهول বলে।
- ▶ যে فعل শুধু তার فاعل কে নিয়েই পূর্ণ হয়ে যায় তাকে فعل لازم বলে। আর যে فعل তার فاعل ও مفعول কে নিয়ে পূর্ণ হয় তাকে فعل متعدّى বলে।
- ▶ اِثْبَاتْ বা مُثْبَتْ কোন কাজ হওয়াকে বলে। যেমন: ضَرَبَ সে একজন পুরুষ মারল। এখানে মারার কাজটি সম্পন্ন হওয়া বুঝালো। نَفِىْ বা مَنْفِىْ কোন কাজ না হওয়াকে বলে। যেমন: مَا ضَرَبَ সে একজন পুরুষ মারল না। এখানে মারার কাজটি সম্পন্ন না হওয়া বুঝালো।
- ▶ হ্যাঁ-বাচক فعل কে فعل مُثْبَتْ বলে। বা যে فعل দ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়া বোঝায় তাকে فعل مُثْبَتْ বলে। না-বাচক فعل কে فعل مَنْفِىْ. বলে। বা যে فعل দ্বারা কোন কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায় তাকে فعل مَنْفِىْ বলে।

প্রশ্ন: فعل لازم ও فعل مُتَعَدِّىْ চেনার সহজ উপায় কী?

উত্তর: যদি 'কি' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে তার কোন উত্তর পাওয়া যায় তাহলে তাকে فعل مُتَعَدِّیْ বলে। আর যদি কোনো উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে তাকে فعل لَازِم বলা হবে।

প্রথমে 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে তারপর 'কি' দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে।

প্রশ্ন: فعل لازم ও فعل مُتَعَدِّیْ এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. فعل لازم তার فاعل কে নিয়েই পূর্ণ হয়ে যায়, তাতে مفعول এর প্রয়োজন হয় না। আর فعل مُتَعَدِّیْ তার فاعل কে নিয়ে পূর্ণ হয় না বরং مفعول এর মুখাপেক্ষী হয়।

২. فعل لازم থেকে مجهول ও اسم مفعول আসে না। আর فعل مُتَعَدِّیْ থেকে مجهول ও اسم مفعول আসে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

بداں أَسْعَدَكَ اللهُ تَعَالیٰ فِي الدَّارَيْنِ. کہ جملہ افعال متصرفہ برسہ گونہ است ماضی و مستقبل و حال، وہرچہ جزایں سہ چیز است ہم ازیں سہ اما ماضی فعلے را گویند کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارد وآخر او مبنی باشد بر فتحہ قَلَّتْ حُرُوْفُهٗ أَوْ كَثُرَتْ.

অর্থ: পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং শুভ পরিণাম পরহেজগার বান্দাদের জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর এবং তার সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর। জেনে রাখো যে "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উভয় জগতে সৌভাগ্যশীল করুক" সকল اَفعال متصرفہ তিন প্রকার ماضی، مستقبل ও حال এবং এই তিন প্রকার ব্যতীত আরো যত প্রকার রয়েছে সবগুলো এই তিনটি থেকেই বের হয়। সুতরাং........

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবকে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করলেন কেন?

উত্তর: মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবকে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যথা:

১। তিনি কুরআনুল কারিমের অনুসরণ করে বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলে তার কিতাবকে শুরু করেছেন। কেননা কুরআনুল করিমও বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

২। কুরআনুল করিমের প্রথম আদেশ, যেখানে বলা হয়েছে, পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তুমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার অনুসরণ করে।

৩। হাদিস শরিফের অনুসরণ করার জন্য । কেননা হাদিস শরিফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলে শুরু না করা হয় তা বরকত শূন্য হয়। আল্লাহ তা'আলা যেন এই কিতাবটির মধ্যেও বরকত দান করেন এবং মানুষকে উপকৃত করেন সেজন্য তিনি বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ এর মাধ্যমে তার কিতাবটি শুরু করেছেন।

৪। মুশরিক ও কাফেরদের বিরোধিতা করার জন্য তিনি এমনটা করেছেন। কেননা মুশরিকরা তাদের যে কোন ভালো কাজ তাদের প্রতিমা -লাত, উজ্জা ও মানাত- ইত্যাদির নামে শুরু করত। তাই তিনি বিসমিল্লাহ বলে তাদের কাজের বিরোধিতা করলেন। এবং তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন।

৫। সালফে সালেহীনগণের অনুসরণ করার জন্য। কেননা সালফে সালেহীনগণ তাদের যে কোন কাজ বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলে শুরু করতেন। আল্লাহ যেন তাকেও সালফেসালেহীনগণের মতো বানিয়ে দেন সেই উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে **الله** শব্দটি যেমন আল্লাহ তা'আলার একটি নাম তেমনিভাবে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শব্দদ্বয়ও তার-ই নাম । তথাপি الله শব্দটিকে কেন বাকি দুটোর পূর্বে উল্লেখ করা হলো?

উত্তর: الله শব্দটি হলো আল্লাহর ذَاتِيْ বা সত্তাগত নাম । আর অপর দুটো হলো তাঁর صِفَتِيْ বা গুণগত নাম । আর সত্তাগত নাম সর্বদা গুণগত নামের আগে আসে । তাছাড়া **الله** শব্দটি হলো موصوف (যার গুণ বর্ণনা করা হয়) আর বাকি দুটো নাম হলো তার صفت (গুণ), আর موصوف সর্বদা صفت এর আগে আসে। সেই হিসেবে **الله** শব্দটিকে অন্য দুটোর পূর্বে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন: الرَّحْمٰنِ শব্দটিকে الرَّحِيْمِ শব্দের আগে আনা হলো কেন?

উত্তর: الرَّحْمٰنِ শব্দটি এমন নাম যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত । আর الرَّحِيْمِ শব্দটি একটি ব্যাপক শব্দ, এটি আল্লাহ তা'আলার জন্যও ব্যবহার হয় আবার

আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জন্যও ব্যবহার করা যায় । সুতরাং যে শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত তাকে আগে আনা উচিত । এজন্যই লেখক الرَّحْمٰنِ শব্দটিকে আগে এনেছেন।

প্রশ্ন: (مُتَّقِيْنَ) মুত্তাকিন কাকে বলে?

উত্তর: যিনি শিরক, কুফর ও আল্লাহর অবাধ্যতাসহ সকল প্রকারের পাপ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তাকেই মুত্তাকিন বলা হয়।

প্রশ্ন: صلاة শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: صلاة শব্দটির অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। صلاة শব্দটিকে যদি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তার অর্থ হয় ‘‘রহমত’’ । যদি বান্দাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তার অর্থ হয় ‘‘দোয়া’’ । যদি ফেরেশতাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তখন তার অর্থ হয় ‘‘ইস্তেগফার’’ বা ক্ষমাপ্রার্থনা করা । আর যদি পশু-পাখির দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তার অর্থ হয় ‘‘তাসবিহ’’ পাঠ করা ।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. দুটো আরবি বাক্যের মাঝখানে بدال একটি ফারসি শব্দ কেন আনলেন? আরবি আনলে সবগুলোকেই তো আরবি আনা উচিত ছিল!

উত্তর: দুটো আরবি বাক্যের মাঝখানে একটি ফারসি শব্দ এনে লেখক একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই কিতাবে আরবি ভাষার নিয়মাবলি ফারসি ভাষায় বর্ণনা করা হবে ।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. এখানে الدَّارَيْنِ বললেন কিন্তু الكَوْنَيْنِ কেন বলেননি? অথচ দুটোর অর্থ একই?

উত্তর: الدَّارَيْنِ শব্দের অর্থ হলো, শুধু দুনিয়া ও আখেরাত বা ইহকাল ও পরকাল। আর الكَوْنَيْنِ এর অর্থ হলো, দুনিয়া, আখেরাত, আসমান, জমিন সব কিছু । এখানে যেহেতু শুধু দুনিয়া ও আখেরাত বুঝানোই উদ্দেশ্য সেজন্য মুসান্নিফ রহ. الدَّارَيْنِ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন, الكَوْنَيْنِ শব্দটি ব্যবহার করেননি।

লفظ এর পরিচয়

প্রশ্ন: لفظ কাকে বলে?

উত্তর: لفظ এর আভিধানিক অর্থ হলো, নিক্ষেপ করা।

পরিভাষায়: মানুষ তার মুখের দ্বারা যা কিছু উচ্চারণ করে তাকেই لفظ বা শব্দ বলে । لفظ দুই প্রকার: ১: لفظ مَوْضُوْع (অর্থবোধক শব্দ) যেমন, বই, খাতা, কলম ইত্যাদি। ২: لفظ مُهْمَل (অর্থহীন শব্দ) যেমন: কলম-টলম, বই-টই এখানে টলম ও টই শব্দদুটো لفظ مُهْمَل। لفظ مَوْضُوْع আবার দুই প্রকার: (১) مفرد বা একক শব্দ, তার অপর নাম كلمة যেমন: (زيد) জায়েদ (২) مركب বা যৌগিক শব্দ, যা দুই বা ততোধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয়। যেমন: قاتل إلياس ইলিয়াস যুদ্ধ করল।

বি.দ্র. মিজানুস সরফ কিতাবে শুধুমাত্র لفظ مَوْضُوْع নিয়েই আলোচনা করা হবে। لفظ مُهْمَل নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে না।

لفظ مُهْمَل সাধারণত দুইভাবে ব্যবহার হয়:

১. لفظ مَوْضُوْع এর সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের কথা-বার্তায় لفظ مُهْمَل ব্যবহৃত হয়। যেমন: কলম-টলম। বই-টই ইত্যাদি।

২. ভুলবশত لفظ مَوْضُوْع এর স্থলে لفظ مُهْمَل ব্যবহার হয়ে যায়। যেমন: কলম এর জায়গায় কেউ লকম উচ্চারণ করে ফেলল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

كلمه এর পরিচয়

প্রশ্ন: كلمه কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী ? তার বিস্তারিত বিবরণ দাও?

উত্তর : كلمه এর আভিধানিক অর্থ হলো: জখম করা, আঘাত করা।

পারিভাষিক অর্থে: একক অর্থবোধক শব্দকে كلمه বলে।

كلمه তিন প্রকার: ১. اسم. ২. فعل. ৩. حرف.

১: اسم ঐ কালিমাকে বলে যা কোনো কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে। যেমন: زَيْدٌ، خَالِد، عُمَر ইত্যাদি।

২: فعل ঐ কালিমাকে বলে যা কোনো কালের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে। যেমন: فَعَلَ (সে একজন পুরুষ করল) ضَرَبَ (সে একজন পুরুষ প্রহার করল)

৩: حرف ঐ কালিমাকে বলে যা অন্যের সঙ্গে মিলা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন: مِنْ (থেকে) ب (দ্বারা) ইত্যাদি।

প্রশ্ন: حرف علة কয়টি ও কি কি?

উত্তর: حرف علة তিনটি واو. الف. ياء এগুলোকে একত্রে বলে أَحْرُفُ العِلَّة. আর প্রত্যেকটিকে বলে حرف علة. এগুলোর সমষ্টি হলো وَايْ ।

প্রশ্ন: এই তিনটি হরফকে حرف علة বলা হয় কেন?

উত্তর: عِلَّةٌ শব্দের অর্থ হলো, রোগ-ব্যাধি, অসুস্থতা ইত্যাদি। আরবের লোকেরা অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হলে এই হরফগুলোর সমষ্টি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে। এজন্যই এই হরফগুলোকে حرف علة বলে নামকরণ করা হয়েছে।

أقسام اللفظ

- لفظ موضوع / لفظ مستعمل
  - مفرد/كلمة
    - اسم
    - فعل
    - حرف
  - مركب
- لفظ مهمل

আর لفظ ও كلمه এর মধ্যে পার্থক্য হলো:

১. كلمه সর্বদা অর্থবোধক হয় অর্থহীন হয় না। আর لفظ অর্থবোধকও হয় আবার অর্থহীনও হয়।

২. كلمه এটি শুধু مفرد হয় مركب হয় না। আর لفظ এটি مفرد مركب উভয়টিই হয়।

فعل এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন: কাল হিসেবে فعل কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: কাল হিসেবে فعل তিন প্রকার: ماضى. مضارع. امر

فعل ماضى ঐ فعل কে বলে যা অতীতকালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে । যেমন: شَرِبَ সে পান করল, ذَهَبَ সে গেল ইত্যাদি।

فعل مضارع ঐ فعل কে বলে যা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে । যেমন: يَشْرَبُ সে পান করতেছে/ করবে, يَذْهَبُ সে যাচ্ছে / যাবে।

فعل امر ঐ فعل কে বলে যা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজের আদেশ বা নিষেধ বুঝায় । যেমন: اِذْهَبْ তুমি যাও, اِضْرِبْ তুমি প্রহার কর। لَا تَخْرُجْ তুমি বের হয়ো না, ইত্যাদি।

প্রশ্ন: وہرچہ جزایں سہ چیزست متفرع ست ہم ازیں سہ উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা করো?
উত্তর: অর্থ: এই তিন প্রকার ব্যতীত আরও যত প্রকার রয়েছে সবগুলো এই তিন প্রকার থেকেই বের হবে।
ব্যাখ্যা: এই ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ রহ. একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, অন্যান্য কিতাবসমূহের মধ্যে فعل এর আরও প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, امر, نہى ইত্যাদি কিন্তু এখানে কেন তিন প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হলো? উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুসান্নিফ রহ. বলেন, فعل এর প্রকার মূলত এই তিনটিই, এগুলো ছাড়া فعل এর আরও যত প্রকার আছে সবগুলো এই তিনটি থেকেই বের হয়। অর্থাৎ অন্য সবগুলো এই তিনটিরই শাখা-প্রশাখা।

افعال متصرفه এর পরিচয়

প্রশ্ন: افعال متصرفه কাকে বলে? তার প্রকারভেদসহ বর্ণনা কর?

উত্তর: যে সকল **فعل** এর মাসদার থেকে সকল প্রকারের সিগা (যেমন: ماضى ، مضارع، امر، نہى ইত্যাদি) বের হয় তাকে افعال متصرفه বলে।

افعال غير متصرفه হলো তার বিপরীত। অর্থাৎ যে সকল **فعل** এর মাসদার থেকে সকল প্রকারের সিগা বের হয় না।

افعال متصرفه তিন প্রকারঃ ১. ماضى ২. حال ৩. مستقبل

(১) ماضی ঐ فعل কে বলে, যা অতীতকালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এবং তার শেষ হরফে فتحہ এর ওপর مبنی হয়। যেমন: فَعَلَ. فَعِلَ. فَعُلَ. فَعْلَلَ و ضَرَبَ. سَمِعَ. كَرُمَ. بَعْثَرَ.

(২) مُسْتَقْبِلْ ঐ فعل কে বলে যা ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এবং তার শেষে مَرْفُوْع হয়। যেমন: يَفْعِلُ. يَفْعَلُ. يفعُلُ. يُفَعْلِلُ. و يَضْرِبُ. يَسْمَعُ. يَكْرُمُ. يُبَعْثِرُ.

তবে কোন কারণবশত مَرْفُوْعٌ নাও হতে পারে (এখানেও مگر بعارض এর পূর্বের ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে)

(৩) حال ঐ فعل কে বলে যা বর্তমান কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তার সিগা مُستقبِل এর সিগার মতোই।

প্রশ্ন: মাসদার কাকে বলে?

উত্তর: কোন কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত যে শব্দ দ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়। এবং যার থেকে বিভিন্ন ধরণের فعل ও اسم গঠন করা যায় তাকে মাসদার বলে।

প্রশ্ন: এখানে মুসান্নিফ ماضی এর ওজন শুধুমাত্র তিনটি কেন আনলেন? এর কম বা বেশিও তো আনা যেত?

উত্তর: এটা বুঝানোর জন্য যে, ماضی এর عین কালিমায় তিন ধরণের হরকত (যবর, যের ও পেশ) সবগুলোই হয়। যেমন: ضَرَبَ. سَمِعَ. كَرُمَ.

প্রশ্ন: وآخر او مبنی باشد بر فتحہ مگر بعارض উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা করো?

উত্তর: ماضی এর শেষ হরফটি সর্বদা فتحہ এর ওপর مبنی হবে। (فتحہ এর ওপরই অটল থাকবে, কোন عَامِلٌ এর কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটবে না) কিন্তু কোন কারণবশত فتحہ এর ওপর مبنی না হয়ে অন্য কিছুর ওপর মাবনি হতে পারে। যেমন: فَعَلُوْا এর শেষে واو ساكن আসার কারণে শেষ হরফটি فتحہ এর ওপর مبنی হবে না। বরং পেশের ওপর মাবনি হবে। কেননা واو সে তার পূর্বে পেশ চায়। এমনিভাবে فَعَلْنَ থেকে فَعَلْنَا পর্যন্ত সবগুলোর শেষে অর্থাৎ لام کلمہ তে ساکن হবে। কেননা এগুলোতে لام کلمہ এর মধ্যে যদি হরকত দেওয়া হয় তাহলে একই শব্দে একসঙ্গে চার হরকত

একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যাকে আরবি ভাষায় কঠিন মনে করা হয়। সে জন্য لام کلمہ এর মধ্যে فتحہ এর পরিবর্তে سکون দেওয়া হবে।

প্রশ্ন: তাহলে عین کلمۃ এর মধ্যে কেন سکون দেওয়া হলো না? عین کلمۃ মধ্যেও তো سکون দিতে পারত?

উত্তর: عین کلمۃ তে سکون না দেওয়ার ২ টি কারণ আছে, যথা:

১. عین کلمۃ এর মধ্যে সাকিন দিলে বাবের আলামত ঠিক থাকবে না।
২. অন্য বাবের সঙ্গে মিলে যাবে।

প্রশ্ন: কয়টি কারণে ماضی এর শেষে فتحہ এর ওপর مبنی হয় না?

উত্তর: ২টি কারণে ماضی এর শেষে فتحہ এর ওপর مبنی হয় না, যথা:

১. واو جمع এর কারণে। যেমন: فَعَلُوْا.

২. হরকত বিশিষ্ট আলামত মিলিত হওয়ার কারণে। যেমন: فَعَلْتُ، فَعَلْتَ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: وآخر او مرفوع باشد مگر بعارض উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা করো?

উত্তর: مضارع এর শেষ হরফটি সর্বদা مرفوع হবে। কিন্তু কোন কারণবশত مرفوع নাও হতে পারে। যেমন: تَفْعَلَانِ এর মধ্যে الف تثنیہ এর কারণে, تَفْعَلِيْنَ এর মধ্যে واحد مؤنث এর یاء মিলিত হওয়ার কারণে মধ্যে مرفوع হয়নি। তেমনিভাবে لَنْ يَفْعَلَ، لَمْ يَفْعَلْ، এগুলোর শুরুতে عامل ناصب وجازم আসার কারণে مرفوع হয়নি।

প্রশ্ন: ماضی এর আলোচনাকে আগে আনা হলো কেন?

উত্তর: কেননা ماضی কালের দিক থেকে আগে আসে।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. কেন ماضی এর হরকত বর্ণনা করার সময় فتحہ বলেছেন আর مُسْتَقْبِلْ এর হরকত বর্ণনা করার সময় مَرْفُوْعٌ বলেছেন مَضْمُوْم বলেননি কেন?

উত্তর: পূর্বে বলা হয়েছে যে, ماضی হলো মাবনি আর مُسْتَقْبِلْ হলো معرب। আর رفع نصب وجر এগুলো হলো معرب এর সঙ্গে খাস/নির্দিষ্ট। আর فتحہ. ضمہ. کسرۃ এগুলো

উভয়টির মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। এবং کسر. فتح. ضم এগুলো মাবনির সঙ্গে খাস। তাই তিনি এভাবে বলেছেন।

প্রশ্ন: وُحدان কী?

উত্তর: এটি وَاحِدٌ এর جمع /বহুবচন। তার অর্থ হলো: এক, একক ইত্যাদি।

প্রশ্ন: فعل مُستقبِل কে কেন مضارع বলা হয়?

উত্তর: مُضَارِعٌ শব্দের অর্থ হলো সাদৃশ্য রাখা। فعل مُستَقبِل যেহেতু حَرَكات، سَكَنَات ও হরফের সংখ্যার দিক দিয়ে اِسم فَاعل এর সঙ্গে সাদৃশ্য/ মিল রাখে এইজন্য مُستَقبِل কে مُضَارِعٌ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: مَبنِيّ ও مُعرَب কাকে বলে? তাদের পরিচয় দাও?

উত্তর: মাবনি (مَبنِيّ) বলা হয়: যার শুরুতে বিভিন্ন ধরণের عامل আসার কারণে শেষে اعراب এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন: هٰؤُلَاءِ আর مُعْرَب বলা হয় যার শুরুতে বিভিন্ন ধরনের عامل আসার কারণে শেষে اعراب এর মধ্যে পরিবর্তন হয়। যেমন: الرَّجُلُ

مبنی آں باشد کہ ماند بر قرار
معرب آں باشد کہ گردد بار بار

مبني الأصل তিনটি: ১. ماضی ২. امر حاضر معروف ৩. جميع الحروف. (সকল হরফ)

তাছাড়া ১. مضارع এর نون جمع مؤنث ونون تاكيد সাথে, ২. اسم غير متمكن ৩. اسم متمكن غير مركب এগুলোও مبنی এর অন্তর্ভুক্ত।

مُعْرَب দু'প্রকার: ১. اسم متمكن ২. مضارع এর نون جمع مؤنث و نون تاكيد ব্যতীত সকল সিগা।

প্রশ্ন: عامل কাকে বলে?

উত্তর: عامل বলা হয়, যার কারণে معرب এর শেষে اعراب এর পরিবর্তন হয়। যেমন: لَمْ يَنْصُرْ এর মধ্যে لَمْ হলো আমেল।

প্রশ্ন: اعراب কাকে বলে?

উত্তর: যার মাধ্যমে عامل এর প্রভাব প্রকাশ পায়। যেমন: لَمْ يَنْصُرْ এর মধ্যে رْ এর সাকিনটি হলো اعراب ,

প্রশ্ন: قَلَّتْ حُرُوْفُهُ أَوْ كَثُرَتْ এই ইবারতটির ব্যাখ্যা করো?

উত্তর: এই ইবারতটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ এর মধ্যে ماضى এর হরফ তিনটি থাকে কিন্তু ثُلَاثِيْ مَزِيْدٌ فِيْهِ ও رُبَاعِيْ এর মধ্যে ماضى এর হরফ তিনের অধিক হয়ে থাকে। যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় তার শেষে যবরের ওপরই মাবনি হবে। হরফ কম বেশির কারণে মাবনি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের তারতম্য হবে না।

প্রশ্ন: ماضى এর হরফ কম-বেশি হওয়ার সীমারেখা কি?

উত্তর: ماضى কখনো তিন হরফের কম ও ছয় হরফের বেশি হয় না।

فَاعِلٌ: যার দ্বারা কোন কাজ সংঘটিত হয় তাকে فَاعِلٌ বা কর্তা বলে।

مَفْعُوْلٌ: যার ওপর فَاعِلٌ এর فعل পতিত হয় তাকে مفعول বলে। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا যায়েদ আমরকে প্রহার করল। এখানে زَيْدٌ হলো فَاعِلٌ আর عَمْرًا হলো مَفْعُوْلٌ।

প্রশ্ন: مفعول এর সংজ্ঞাটি পূর্ণ হয়নি। কেননা ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا এর মধ্যে এই সংজ্ঞাটি প্রজোয্য হবে ঠিকই কিন্তু شَرِبَ زَيْدٌ مَاءً এর মধ্যে এই সংজ্ঞাটি প্রজোয্য হয় না। কেননা এখানে জায়েদের পান করাটা পানির ওপর গিয়ে পড়েনি। তাহলে তার সঠিক সংজ্ঞা কী হবে?

উত্তর: وقوع বা পতিত হওয়া দুই প্রকার। ১. হাকিকি। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا ২. হুকমি। অর্থাৎ فعل টির সঙ্গে مفعول এর সম্পর্ক থাকা ও বাক্যটি পূর্ণ হওয়া। যেমন: شَرِبَ زَيْدٌ مَاءً এখানে পান করাটা পানির ওপর পতিত হয়নি কিন্তু পান করার কাজটা পানির সঙ্গেই সম্পর্কিত। মোটকথা, প্রভাব পড়া জরুরি না। সম্পর্ক থাকা আর বাক্য পূর্ণ হওয়া জরুরি।

জেনে রাখো যে, প্রত্যেক فعل এর জন্য فاعل আবশ্যক। আর যদি فعل টি متعدی হয় তাহলে তার জন্য مفعول ও আবশ্যক হয়।

فَاعِلٌ এর প্রকারভেদ

فَاعِلٌ প্রধানত তিন প্রকার: **১.غائب** (নাম পুরুষ)। অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বলে। যেমন: هُوَ সে, هُمْ তারা, خَرَجَ সে বের হলো। نَصَرُوْا তারা সাহায্য করল। ২. حاضر (মাধ্যম পুরুষ)। উপস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বলে। যেমন: যেমন: أَنْتَ তুমি, أَنْتُمْ তোমরা, نَصَرْتَ তুমি সাহায্য করলে, قَتَلْتُمْ তোমরা হত্যা করলে। ৩. متکلم (উত্তম পুরুষ)। বক্তা বা যিনি কথা বলেন তাকে বলে। أَنَا আমি, نَحْنُ আমরা, نَصَرْتُ আমি সাহায্য করলাম। ضَرَبْنَا আমরা প্রহার করলাম।

فَاعِلٌ লিঙ্গ হিসেবে দুই প্রকার: ১. مذكّر (পুরুষ বাচক) যেমন: قَتَلْتَ তুমি একজন পুরুষ হত্যা করলে। ২. مُؤَنَّثٌ (স্ত্রীবাচক) যেমন: نَصَرْتِ তুমি একজন মহিলা সাহায্য করলে।

বচন হিসেবে فاعل তিন প্রকার ১. وَاحِدٌ একবচন । ২. تثنیہ দ্বিবচন । ৩. جَمْعٌ বহুবচনকে বলে ।

وَاحِد যার দ্বারা একজন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে وَاحِدٌ বলে। যেমন, قَلَمٌ একটি কলম। خَرَجَ সে একজন পুরুষ বের হলো।

تثنیہ যার দ্বারা দুজন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে تثنیہ বলে। যেমন: كِتَابَانِ দুটি বই। ضَرَبْتُمَا তোমরা দুজন পুরুষ প্রহার করলে।

جَمْع যার দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে جَمْعٌ বলে। যেমন: كُتُبٌ অনেকগুলো বই। نَصَرُوْا তারা সকল পুরুষ সাহায্য করল।

প্রশ্ন: صِيْغَةٌ **শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?**

উত্তর: صِيْغَةٌ এর আভিধানিক অর্থ হলো: আকৃতি, আকার, রূপ, ফর্মা ইত্যাদি।

পরিভাষায় صِيْغَةٌ কোন কালিমাকে বিশেষ পদ্ধতিতে হরফ, হরকত ও সাকিনের দ্বারা সাজানোর মাধ্যমে যে আকৃতি তৈরি হয় তাকেই صِيْغَةٌ বলে।

১৪ সিগার পরিচয়

প্রশ্ন: فعل তা ماضی হোক কিংবা مُضَارِع তার থেকে কতগুলো সিগা গঠিত হবে?

উত্তর: ماضی ও مُضَارِع এর প্রত্যেকটি بحث থেকেই ১৪ টি করে সিগা গঠিত হবে:

مذکّر غائب এর তিনটি।

مؤنث غائب এর তিনটি।

مذکّر حاضر এর তিনটি।

مؤنث حاضر এর তিনটি।

مُتَكَلِّم এর দু'টি সিগা।

প্রশ্ন: غائب ও حاضر এর প্রত্যেকটিরই ছয়টি করে সিগা আছে তাহলে مُتَكَلِّم এর সিগা মাত্র দুটো কেন?

উত্তর: مُتَكَلِّم এর সিগা-ও মূলত ছয়টি ছিল। কিন্তু সহজতার জন্য واحد এর দুই সিগা অর্থাৎ واحد مذکّر متکلم ও واحد مؤنث متکلم কে একসঙ্গে করে واحد متکلم নামকরণ করা হয়েছে। এবং تثنیہ এর দুই সিগা ও جمع এর দুই সিগাকে একত্রিত করে جمع متکلم নামকরণ করা হয়েছে। এজন্যই তার সিগা মাত্র দুটি। আর এই ১৪ টি সিগাই মূলত আরবরা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া আর কোনোটি ব্যবহার করে না।

প্রশ্ন: بحث কাকে বলে?

উত্তর: একই স্থানে এক জাতীয় সিগার বিবরণ ও আলোচনা বুঝার জন্য যে শিরোনাম দেওয়া হয় তাকেই بحث বলে।

প্রত্যেক فعل এর মধ্যেই চারটি করে بحث থাকে। তা এভাবে যে, প্রত্যেকটি فعل প্রথমত দুইপ্রকার, ১. معروف ২. مجہول । এই প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার ১. مثبت / اثبات ২. منفی / نفی । সুতরাং মোট بحث হলো চারটি।

প্রশ্ন: فعل مَعْرُوْفٌ কে কেন فعل مجہول এর আগে আনা হলো?

উত্তর: مَعْرُوْفٌ হলো اَصْلٌ বা মূল। আর مجہول হলো তার فَرْعٌ বা শাখা। আর মূল সর্বদা শাখার আগে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: فعل مثبت কে কেন فعل منفی এর আগে আনা হলো?

উত্তর: مثبت হলো اَصْلٌ বা মূল । আর منفی হলো তার فَرْعٌ বা শাখা । আর মূল সর্বদা শাখার আগে হয়ে থাকে ।

প্রশ্ন: فعل ماضی বুঝানোর জন্য আটটি উদাহরণ আনা হলো কেন?

উত্তর: কেননা فعل হয়তো ثُلَاثِي হবে অথবা رُبَاعِي হবে । যদি ثُلَاثِي হয় তাহলে عين কালিমায় কখনো فتحہ হবে কখনো کسرہ হবে আবার কখনো ضمہ হবে । এখানে ماضی এর সুরত হয় চারটি । তারপর প্রত্যেকটি موزون بہ এর জন্য একটি করে موزون উল্লেখ করা হয়েছে । সুতরাং মোট আটটি হলো, যেমন:

১. فَعَلَ এর موزون হলো ضَرَبَ

২. فَعِلَ এর موزون হলো سَمِعَ

৩. فَعُلَ এর موزون হলো كَرُمَ

৪. فَعْلَلَ এর موزون হলো بَعْثَرَ

সুতরাং موزون بہ এর জন্য চারটি এবং موزون এর জন্য চারটি । এই হলো মোট আটটি ।

প্রশ্ন: موزون ও موزون بہ কাকে বলে?

উত্তর: যে কালিমার মাধ্যমে ওজন করা হয় তাকে موزون بہ বলে। আর যে কালিমাকে ওজন করা হয় তাকে موزون বলে।

তবে موزون ও موزون بہ এর মধ্যে হরকত, সাকিন, হরফের সংখ্যা ও অবস্থানের দিক থেকে মিল থাকা জরুরি।

ماضی এর আলোচনা

প্রশ্ন: ماضی কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ماضی মোট ছয় প্রকার, যথা:

১. ماضی مطلق. সাধারণ অতীতকাল । যেমন: نَصَرَ সে সাহায্য করল ।

২. ماضی قریب. নিকটবর্তী অতীতকাল। যেমন: قَدْ نَصَرَ সে একজন পুরুষ এইমাত্র বা কিছুক্ষণপূর্বে সাহায্য করল।

৩. ماضی بعید. দূরবর্তী অতীতকাল। যেমন: كَانَ نَصَرَ সে একজন পুরুষ সাহায্য করেছিল।

৪. ماضی استمراری. চলমান অতীতকাল। যেমন: كَانَ يَنْصُرُ সে একজন পুরুষ সাহায্য করতেছিল।

৫. ماضی احتمالی. সন্দেহভাজন অতীতকাল। যেমন: لَعَلَّمَا نَصَرَ সম্ভবত সে একজন পুরুষ সাহায্য করেছে।

৬. ماضی تمنائی. আশা-আকাঙ্ক্ষাজনক অতীতকাল। যেমন: لَيْتَمَا نَصَرَ যদি সে একজন পুরুষ সাহায্য করত!

প্রশ্ন: **بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف** কাকে বলে? তার গঠনপ্রণালীসহ বর্ণনা করো?

উত্তর: যে فعل দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোন কাজ করল বা হলো বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে **بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف** বলে। যেমন: ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করল। قَتَلَ সে একজন পুরুষ হত্যা করল।

তা গঠন করার দুটো পদ্ধতি আছে। প্রথমটি হলো ثُلَاثِي مُجَرَّد থেকে। দ্বিতীয়টি হলো رُبَاعِيْ থেকে। ثُلَاثِي থেকে বানাতে হলে মোট চারটি কাজ করতে হবে :

১। মাসদার থেকে حروف زائدة ফেলে দিতে হবে।

২। فاء কালিমায় فتحہ দিতে হবে।

৩। عين কালিমায় باب অনুযায়ী হরকত দিতে হবে।

৪। لام কালিমায় فتحہ এর ওপর মাবনি দিতে হবে।

তাহলেই **بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف** এর واحد مذكر غائب এর সিগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: النَّصْرُ থেকে نَصَرَ ও الضَّرْبُ থেকে ضَرَبَ ইত্যাদি। বাংলায় ماضی مطلق এর আলামত হলো: শব্দের শেষে: ল, লে, লাম হওয়া। যেমন: সে করল, তুমি করলে, আমি করলাম।

رُبَاعِيْ থেকে বানাতে হলেও কয়েকটি কাজ করতে হবে:

১। فاء কালিমায় فتحہ দিতে হবে।

২। عين কালিমায় ساكن দিতে হবে।

৩। لام ও عين কালিমায় فتحہ দিতে হবে। যেমন: فَعْلَلَ، بَعْثَرَ

غير ثلاثى مجرد থেকে اثبات فعل ماضى مطلق معروف বানাতে হলে ৩ টি কাজ করতে হবে,
১। ঐ বাবের মাসদারের প্রত্যেক হরকত বিশিষ্ট হরফগুলোকে যবর দিতে হবে।
২। শেষের হরফের পূর্বের হরফে আলিফ হলে তা ফেলে দিতে হবে।
৩। হামযায়ে আসলিকে যের দিতে হবে।

তবে বাবে تفعيل এর মাসদারের শুরু থেকে تاء কে বিলুপ্ত করে عين কালিমাকে مشدّد এবং বাকি হরফগুলোকে যবর দিতে হবে। আর বাবে مفاعلة এর মাসদারের শুরু থেকে ميم এবং শেষ থেকে গোল তা (ة) কে ফেলে দিতে হবে।

তাহলেই غير ثلاثى مجرد থেকে اثبات فعل ماضى مطلق معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন البعثرة থেকে بَعْثَرَ, التصريف থেকে صَرَّفَ ইত্যাদি।

<u>ضَمِيْرٌ বা সর্বনাম এর পরিচয়</u>

ضَمِيْرٌ কে বাংলায় সর্বনাম বলা হয়। অর্থাৎ প্রকাশ্য اسم এর স্থানে যাকে বসানো হয় তাকেই আরবিতে ضَمِيْرٌ বলা হয়। যেমন: যায়েদ আসল, এটি হল প্রকাশ্য اسم. এর স্থলে যদি বলি: সে আসল, তাহলে "সে" হলো ضَمِيْرٌ বা সর্বনাম।

- প্রত্যেকটি فعل এর মধ্যেই একটি করে فاعل বা কর্তা থাকে। এটি প্রকাশ্য হলে তাকে বলে فاعل مظهر আর প্রকাশ্য না হলে বলে فَاعِل مُضْمَرْ . বা ضَمِيْرٌ বলে। সেই فاعل مضمر কে বিভিন্ন আলামাত বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সেগুলোকে সিগার আলামত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: فعل ماضى এর সিগাসমূহের আলামতগুলো কী কী?

উত্তর: فعل ماضى এর সিগাসমূহের আলামতগুলো হলো এই:

১. واحد مذکّر غائب এর প্রকাশ্য কোন আলামত নেই তবে এই সিগার শেষ সর্বদা যবরের ওপর মাবনি হবে। যেমন: فَعَلَ

২. تثنیہ مذکّر غائب এর আলামত হলো শেষে "ا" হবে। যেমন: فَعَلَا

৩. جمع مذکّر غائب এর আলামত হলো শেষে সাকিনযুক্ত "و" হবে। যেমন: فَعَلُوْا

৪. واحد مؤنث غائب এর আলামত হলো শেষে সাকিনযুক্ত "تْ" হবে। যেমন: فَعَلَتْ

৫. تثنیہ مؤنث غائب এর আলামত হলো শেষে : "تَا" হবে। যেমন: فَعَلَتَا.

৬. جمع مؤنث غائب এর আলামত হলো শেষে: "نَ" হবে। যেমন: فَعَلْنَ

৭. واحد مذکّر حاضر এর আলামত হলো শেষে: যবরযুক্ত "تَ" হবে। যেমন: فَعَلْتَ

৮. تثنیہ مذکّر حاضر এর আলামত হলো শেষে: "تُمَا" হবে । যেমন: فَعَلْتُمَا

৯. جمع مذکّر حاضر এর আলামত হলো শেষে: "تُمْ" হবে। যেমন: فَعَلْتُمْ

১০. واحد مؤنث حاضر এর আলামত হলো শেষে: যেরযুক্ত "تِ" হবে। যেমন: فَعَلْتِ.

১১. تثنیہ مؤنث حاضر এর আলামত হলো শেষে: "تُمَا" হবে। যেমন: فَعَلْتُمَا.

১২. جمع مؤنث حاضر এর আলামত হলো শেষে: "تُنَّ" হবে। যেমন: فَعَلْتُنَّ

১৩. واحد متکلم এর আলামত হলো শেষে: পেশযুক্ত "تُ" হবে। যেমন: فَعَلْتُ

১৪. جمع متکلم এর আলামত হলো শেষে: "نَا" হবে। যেমন: فَعَلْنَا

সকল প্রকার মাজিতে এই আলামতগুলো প্রযোজ্য হবে। যেমন: اِجْتَنَبَا، اِسْتَنْصَرَا ইত্যাদি।

بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করল	واحد مذکّر غائب	فَعَلَ
তারা দুইজন পুরুষ করল	تثنیہ مذکّر غائب	فَعَلَا
তারা সকল পুরুষ করল	جمع مذکّر غائب	فَعَلُوْا

সে একজন মহিলা করল	واحد مؤنث غائب	فَعَلَتْ
তারা দুইজন মহিলা করল	تثنيه مؤنث غائب	فَعَلَتَا
তারা সকল মহিলা করল	جمع مؤنث غائب	فَعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করলে	واحد مذكّر حاضر	فَعَلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ করলে	تثنيه مذكّر حاضر	فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ করলে	جمع مذكّر حاضر	فَعَلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা করলে	واحد مؤنث حاضر	فَعَلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা করলে	تثنيه مؤنث حاضر	فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা করলে	جمع مؤنث حاضر	فَعَلْتُنَّ
আমি করলাম	واحد متكلم	فَعَلْتُ
আমরা করলাম	جمع متكلم	فَعَلْنَا

যেভাবে মুখস্ত করবে:

১. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গর্দান মুখস্ত করবে। ২. শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত উল্টাভাবে। ৩. গায়েবের সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৪. হাজিরের সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৫. মুতাকাল্লিমের সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৬. ওয়াহেদ এর সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৭. তাসনিয়ার সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৮. জমার সিগাগুলো সোজা ও উল্টা। ৯. সিগা, সিগার নাম ও অর্থসহ শুরু থেকে শেষ ও শেষ থেকে শুরু। ১০. সফওয়াতুল মাসাদির থেকে বিভিন্ন মাসদার দিয়ে মশক।

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضى مطلق مجهول এর সংজ্ঞা ও তা বানানোর নিয়ম লিখ?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোন কাজ কৃত হলো বা করা হলো বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث اثبات فعل ماضى مطلق مجهول বলে।

তা গঠন করতে হলে ৩ টি কাজ করতে হবে।

১. فاء کلمہ এর মধ্যে ضمہ বা পেশ দিতে হবে ।

২. عین کلمہ এর মধ্যে کسرۃ বা যের দিতে হবে যদি যের না থাকে ।

৩. لام کلمہ কে আগের অবস্থায় রেখে দিতে হবে । কারণ ماضی এর শেষ হরফ হলো মাবনি । আর মাবনির মধ্যে কোনো প্রকারের পরিবর্তন হয় না ।

তাহলেই ماضی مجہول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: যেমন: نَصَرَ থেকে نُصِرَ (সে একজন পুরুষকে সাহায্য করা হলো বা সে একজন পুরুষ সাহায্য কৃত হলো)

আর غَيْرِ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ থেকে ماضی مجہول বানাতে হলে ماضی معروف এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرۃ দিতে হবে । এবং বাকি প্রত্যেক হরকত বিশিষ্ট হরফকে ضمہ বা পেশ দিতে হবে । তাছাড়া বাকি হরফগুলোকে আগের অবস্থায় রেখে দিতে হবে। তাহলেই غَيْرِ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ থেকে ماضی مجہول গঠিত হয়ে যাবে । যেমন: اِجْتَنَبَ থেকে اُجْتُنِبَ । اِسْتَنْصَرَ থেকে اُسْتُنْصِرَ ।

بحث اثبات فعل ماضی مطلق مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হলো /করা হলো	واحد مذکّر غائب	فُعِلَ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হলো/ করা হলো	تثنیہ مذکّر غائب	فُعِلَا
তারা সকল পুরুষ কৃত হলো/ করা হলো	جمع مذکّر غائب	فُعِلُوْا
সে একজন মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	واحد مؤنث غائب	فُعِلَتْ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	تثنیہ مؤنث غائب	فُعِلَتَا
তারা সকল মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	جمع مؤنث غائب	فُعِلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	واحد مذکّر حاضر	فُعِلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	تثنیہ مذکّر حاضر	فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	جمع مذکّر حاضر	فُعِلْتُمْ

তুমি একজন মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	واحد مؤنث حاضر	فُعِلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	تثنیہ مؤنث حاضر	فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	جمع مؤنث حاضر	فُعِلْتُنَّ
আমি কৃত হলাম/ আমাকে করা হলো	واحد متکلم	فُعِلْتُ
আমরা কৃত হলাম / করা হলো	جمع متکلم	فُعِلْنَا

প্রশ্ন: فَصْلٌ শব্দের অর্থ কী? এবং بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف ও مجہول এর মধ্যে এই শব্দটি কেন আনা হয়েছে?

উত্তর: فَصْلٌ শব্দের অর্থ হলো পৃথক করা। এই শব্দটি কিতাবে এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بحث معروف টি مجہول হতে পৃথক একটি বিষয়।

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف এর পরিচয় ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোন কাজ করল না বা হলো না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف বলে। যেমন: مَا ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করল না/ করেনি। مَا قَتَلَ সে একজন পুরুষ হত্যা করল না/ করেনি।

তা বানাতে হলে ماضی مطلق معروف এর শুরুতে না বাচক "مَا" বৃদ্ধি করে দিতে হবে। এই "ما" এসে শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করবে না। তবে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে। যেমন: مَا ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করল না/ করেনি।

بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করল না/ করেনি	واحد مذکّر غائب	مَا فَعَلَ
তারা দুইজন পুরুষ করল না/করেনি	تثنیہ مذکّر غائب	مَا فَعَلَا
তারা সকল পুরুষ করল না/ করেনি	جمع مذکّر غائب	مَا فَعَلُوْا

সে একজন মহিলা করল না/করেনি	واحد مؤنث غائب	مَا فَعَلَتْ
তারা দুইজন মহিলা করল না/করেনি	تثنيه مؤنث غائب	مَا فَعَلَتَا
তারা সকল মহিলা করল না/ করেনি	جمع مؤنث غائب	مَا فَعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করলে না/ করোনি	واحد مذكّر حاضر	مَا فَعَلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ করলে না/ করোনি	تثنيه مذكّر حاضر	مَا فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ করলে না/ করোনি	جمع مذكّر حاضر	مَا فَعَلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা করলে না/ করোনি	واحد مؤنث حاضر	مَا فَعَلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা করলে না/ করোনি	تثنيه مؤنث حاضر	مَا فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা করলে না/ করোনি	جمع مؤنث حاضر	مَا فَعَلْتُنَّ
আমি করলাম না/ করিনি	واحد متكلم	مَا فَعَلْتُ
আমরা করলাম না/ করিনি	جمع متكلم	مَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: ماضى منفى যেমনিভাবে مَا এর দ্বারা বানানো যায় তেমনিভাবে لَا এর দ্বারাও তো বানানো যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى. কিন্তু এখানে

ما এর সঙ্গেই কেন নির্দিষ্ট করা হলো?

উত্তর: ماضى منفى এটি لَا এর দ্বারা খুবই কম ব্যবহৃত হয়। তাও আবার কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে, শর্তগুলো হলো,

১. ماضى টি তাকরার বা বাক্যের মধ্যে একের অধিক ব্যবহার হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে لَا টিও তাকরার হতে হবে। যেমন, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى এই আয়াতের মধ্যে।

২. দোয়া এর স্থান হতে হবে যেমন: أَلَا لَا بَارَكَ اللهُ فِيْ سُهَيْلٍ।

৩. جواب قسم হতে হবে। যেমন: تَاللهِ لَا عَذَّبَهُ ।

আর مَا এর মধ্যে কোনো শর্ত নেই, তাই এটি দিয়েই ماضی কে نفی করা হয়। এটাই হলো নিয়ম, কিন্তু কখনো কখনো কোনো প্রকারের শর্ত ছাড়াই মাজির শুরুতে لَا আসে। তবে এর ব্যবহার খুবই কম ও নগণ্য।

প্রশ্ন: مَا শব্দটিকে ماضی এর শুরুতে কেন আনা হয়?

উত্তর: যাতে প্রথম থেকেই শ্রুতার জানা হয়ে যায় যে, এই বাক্যটি না-বাচক একটি বাক্য।

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা সাধারণ অতীতকালে কোন কাজ কৃত হলো না বা করা হলো না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول বলে। যেমন: مَا ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হলো না / সে প্রহারকৃত হলো না।

তা বানাতে হলে ماضی مطلق مجہول এর শুরুতে না-বাচক "مَا" বাড়িয়ে দিতে হবে। এই "مَا" এসে শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করবে না। তবে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করে দেবে। এভাবে যে, হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে। যেমন: مَا ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হলো না / প্রহার কৃত হলো না।

بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হলো না /করা হলো না	واحد مذکّر غائب	مَا فُعِلَ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হলো না / করা হলো না	تثنیہ مذکّر غائب	مَا فُعِلَا
তারা সকল পুরুষ কৃত হলো না / করা হলো না	جمع مذکّر غائب	مَا فُعِلُوْا
সে একজন মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	واحد مؤنث غائب	مَا فُعِلَتْ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	تثنیہ مؤنث غائب	مَا فُعِلَتَا
তারা সকল মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	جمع مؤنث غائب	مَا فُعِلْنَ

তুমি একজন পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	واحد مذكّر حاضر	مَا فُعِلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	تثنيه مذكّر حاضر	مَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	جمع مذكّر حاضر	مَا فُعِلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	واحد مؤنث حاضر	مَا فُعِلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	تثنيه مؤنث حاضر	مَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	جمع مؤنث حاضر	مَا فُعِلْتُنَّ
আমি কৃত হলাম না / আমাকে করা হলো না	واحد متكلم	مَا فُعِلْتُ
আমরা কৃত হলাম না / আমাদেরকে করা হলো না	جمع متكلم	مَا فُعِلْنَا

بحث ماضى قريب

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضى قريب معروف এর সংজ্ঞা ও তার গঠন প্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করেছে বা হয়েছে বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث اثبات فعل ماضى قريب معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضى مطلق معروف এর শুরুতে قَدْ বৃদ্ধি করলেই بحث اثبات فعل ماضى قريب معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: قَدْ ضَرَبَ সে একজন পুরুষ এইমাত্র বা কিছুক্ষণপূর্বে প্রহার করেছে।

বাংলায় ماضى قريب এর আলামত হলো, বাক্যের শেষে "ছে, ছ, ছি" হওয়া। যেমন: সে করেছে। তুমি করেছ। আমি করেছি।

بحث اثبات فعل ماضى قريب معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
এইমাত্র সে একজন পুরুষ করল	واحد مذكّر غائب	قَدْ فَعَلَ

এইমাত্র তারা দুইজন পুরুষ করল	تثنيه مذكّر غائب	قَدْ فَعَلَا
এইমাত্র তারা সকল পুরুষ করল	جمع مذكّر غائب	قَدْ فَعَلُوْا
এইমাত্র সে একজন মহিলা করল	واحد مؤنث غائب	قَدْ فَعَلَتْ
এইমাত্র তারা দুইজন মহিলা করল	تثنيه مؤنث غائب	قَدْ فَعَلَتَا
এইমাত্র তারা সকল মহিলা করল	جمع مؤنث غائب	قَدْ فَعَلْنَ
এইমাত্র তুমি একজন পুরুষ করলে	واحد مذكّر حاضر	قَدْ فَعَلْتَ
এইমাত্র তোমরা দুইজন পুরুষ করলে	تثنيه مذكّر حاضر	قَدْ فَعَلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল পুরুষ করলে	جمع مذكّر حاضر	قَدْ فَعَلْتُمْ
এইমাত্র তুমি একজন মহিলা করলে	واحد مؤنث حاضر	قَدْ فَعَلْتِ
এইমাত্র তোমরা দুইজন মহিলা করলে	تثنيه مؤنث حاضر	قَدْ فَعَلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল মহিলা করলে	جمع مؤنث حاضر	قَدْ فَعَلْتُنَّ
এইমাত্র আমি করলাম	واحد متكلم	قَدْ فَعَلْتُ
এইমাত্র আমরা করলাম	جمع متكلم	قَدْ فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضى قريب مجهول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ কৃত হয়েছে বা করা হয়েছে বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث اثبات فعل ماضى قريب مجهول বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضى مطلق مجهول এর শুরুতে قَدْ বৃদ্ধি করলেই بحث اثبات فعل ماضى قريب مجهول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: قَدْ ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে এইমাত্র বা কিছুক্ষণপূর্বে প্রহার করা হয়েছে বা সে এইমাত্র প্রহার কৃত হয়েছে।

بحث اثبات فعل ماضى قريب مجهول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
এইমাত্র সে একজন পুরুষ কৃত হলো /করা হলো	واحد مذكّر غائب	قَدْ فُعِلَ
এইমাত্র তারা দুইজন পুরুষ কৃত হলো/ করা হলো	تثنيه مذكّر غائب	قَدْ فُعِلَا
এইমাত্র তারা সকল পুরুষ কৃত হলো/ করা হলো	جمع مذكّر غائب	قَدْ فُعِلُوْا
এইমাত্র সে একজন মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	واحد مؤنث غائب	قَدْ فُعِلَتْ
এইমাত্র তারা দুইজন মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	تثنيه مؤنث غائب	قَدْ فُعِلَتَا
এইমাত্র তারা সকল মহিলা কৃত হলো/ করা হলো	جمع مؤنث غائب	قَدْ فُعِلْنَ
এইমাত্র তুমি একজন পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	واحد مذكّر حاضر	قَدْ فُعِلْتَ
এইমাত্র তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	تثنيه مذكّر حاضر	قَدْ فُعِلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল পুরুষ কৃত হলে/ করা হলে	جمع مذكّر حاضر	قَدْ فُعِلْتُمْ
এইমাত্র তুমি একজন মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	واحد مؤنث حاضر	قَدْ فُعِلْتِ
এইমাত্র তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	تثنيه مؤنث حاضر	قَدْ فُعِلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল মহিলা কৃত হলে/ করা হলে	جمع مؤنث حاضر	قَدْ فُعِلْتُنَّ
এইমাত্র আমি কৃত হলাম/ আমাকে করা হলো	واحد متكلم	قَدْ فُعِلْتُ
এইমাত্র আমরা কৃত হলাম / আমাদেরকে করা হলো	جمع متكلم	قَدْ فُعِلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفى فعل ماضى قريب معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করেনি বা হয়নি বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفى فعل ماضى قريب معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضى قريب معروف এর শুরুতে একটি না-অর্থবোধক "ما" বৃদ্ধি করলেই بحث نفى فعل ماضى قريب معروف গঠিত হয়ে যাবে। এই "ما" এসে শব্দের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না। তবে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করবে।

অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে। এবং "ما" টি قد এর পরে এবং সিগার পূর্বে বসবে। যেমন: قَدْ مَا ضَرَبَ সে একজন পুরুষ এইমাত্র বা কিছুক্ষণপূর্বে প্রহার করেনি।

بحث نفی فعل ماضی قریب معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
এইমাত্র সে একজন পুরুষ করল না	واحد مذکّر غائب	قَدْ مَا فَعَلَ
এইমাত্র তারা দুইজন পুরুষ করল না	تثنیہ مذکّر غائب	قَدْ مَا فَعَلَا
এইমাত্র তারা সকল পুরুষ করল না	جمع مذکّر غائب	قَدْ مَا فَعَلُوْا
এইমাত্র সে একজন মহিলা করল না	واحد مؤنث غائب	قَدْ مَا فَعَلَتْ
এইমাত্র তারা দুইজন মহিলা করল না	تثنیہ مؤنث غائب	قَدْ مَا فَعَلَتَا
এইমাত্র তারা সকল মহিলা করল না	جمع مؤنث غائب	قَدْ مَا فَعَلْنَ
এইমাত্র তুমি একজন পুরুষ করলে না	واحد مذکّر حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتَ
এইমাত্র তোমরা দুইজন পুরুষ করলে না	تثنیہ مذکّر حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল পুরুষ করলে না	جمع مذکّر حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتُمْ
এইমাত্র তুমি একজন মহিলা করলে না	واحد مؤنث حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتِ
এইমাত্র তোমরা দুইজন মহিলা করলে না	تثنیہ مؤنث حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল মহিলা করলে না	جمع مؤنث حاضر	قَدْ مَا فَعَلْتُنَّ
এইমাত্র আমি করলাম না	واحد متکلم	قَدْ مَا فَعَلْتُ
এইমাত্র আমরা করলাম না	جمع متکلم	قَدْ مَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی قریب مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ কৃত হয়নি বা করা হয়নি বোঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث نفى فعل ماضى قريب مجهول বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضى قريب مجهول এর শুরুতে একটি না-অর্থবোধক "ما" বৃদ্ধি করলেই بحث نفى فعل ماضى قريب مجهول গঠিত হয়ে যাবে। এই "ما" এসে শব্দের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না। তবে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করবে। তা হলো, হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে। এবং "ما" টি قد এর পরে এবং সিগার পূর্বে বসবে। যেমন: قَدْ مَا ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে এইমাত্র বা কিছুক্ষণপূর্বে প্রহার করা হয় নি বা সে প্রহার কৃত হয়নি।

بحث نفى فعل ماضى قريب مجهول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
এইমাত্র সে একজন পুরুষ কৃত হলো না /করা হলো না	واحد مذكّر غائب	قَدْ مَا فُعِلَ
এইমাত্র তারা দুইজন পুরুষ কৃত হলো না / করা হলো না	تثنيه مذكّر غائب	قَدْ مَا فُعِلَا
এইমাত্র তারা সকল পুরুষ কৃত হলো না / করা হলো না	جمع مذكّر غائب	قَدْ مَا فُعِلُوْا
এইমাত্র সে একজন মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	واحد مؤنث غائب	قَدْ مَا فُعِلَتْ
এইমাত্র তারা দুইজন মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	تثنيه مؤنث غائب	قَدْ مَا فُعِلَتَا
এইমাত্র তারা সকল মহিলা কৃত হলো না / করা হলো না	جمع مؤنث غائب	قَدْ مَا فُعِلْنَ
এইমাত্র তুমি একজন পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	واحد مذكر حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتَ
এইমাত্র তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	تثنيه مذكّر حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল পুরুষ কৃত হলে না / করা হলে না	جمع مذكّر حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتُمْ
এইমাত্র তুমি একজন মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	واحد مؤنث حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتِ
এইমাত্র তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	تثنيه مؤنث حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتُمَا
এইমাত্র তোমরা সকল মহিলা কৃত হলে না / করা হলে না	جمع مؤنث حاضر	قَدْ مَا فُعِلْتُنَّ
এইমাত্র আমি কৃত হলাম না / আমাকে করা হলো না	واحد متكلم	قَدْ مَا فُعِلْتُ
এইমাত্র আমরা কৃত হলাম না / আমাদেরকে করা হলো না	جمع متكلم	قَدْ مَا فُعِلْنَا

بحث ماضی بعید

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی بعید معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করেছিল বা হয়েছিল বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث اثبات فعل ماضی بعید معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف এর শুরুতে كَانَ বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی بعید معروف গঠিত হয়ে যাবে। এবং فعل ماضی এর রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে كَانَ টিও রূপান্তরিত হবে। যেমন: كَانَ ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করেছিল।

বাংলায় ماضی بعید এর আলামত হলো, শব্দের শেষে: ছিল, ছিলে, ছিলাম হওয়া। যেমন: সে করেছিল। তুমি করেছিলে। আমি করেছিলাম।

بحث اثبات فعل ماضی بعید معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করেছিল	واحد مذکّر غائب	كَانَ فَعَلَ
তারা দুইজন পুরুষ করেছিল	تثنیہ مذکّر غائب	كَانَا فَعَلَا
তারা সকল পুরুষ করেছিল	جمع مذکّر غائب	كَانُوْا فَعَلُوْا
সে একজন মহিলা করেছিল	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ فَعَلَتْ
তারা দুইজন মহিলা করেছিল	تثنیہ مؤنث غائب	كَانَتَا فَعَلَتَا
তারা সকল মহিলা করেছিল	جمع مؤنث غائب	كُنَّ فَعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করেছিলে	واحد مذکّر حاضر	كُنْتَ فَعَلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ করেছিলে	تثنیہ مذکّر حاضر	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ করেছিলে	جمع مذکّر حاضر	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা করেছিলে	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ فَعَلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা করেছিলে	تثنیہ مؤنث حاضر	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا

তোমরা সকল মহিলা করেছিলে	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
আমি করেছিলাম	واحد متكلم	كُنْتُ فَعَلْتُ
আমরা করেছিলাম	جمع متكلم	كُنَّا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی بعید مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করা হয়েছিল বা কৃত হয়েছিল বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث اثبات فعل ماضی بعید مجہول বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف এর শুরুতে كَانَ বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی بعید مجہول গঠিত হয়ে যাবে । এবং فعل ماضی এর রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে كَانَ টিও রূপান্তরিত হবে । যেমন: كَانَ ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হয়েছিল / সে প্রহারকৃত হয়েছিল ।

بحث اثبات فعل ماضی بعید مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হয়েছিল /করা হয়েছিল	واحد مذكّر غائب	كَانَ فُعِلَ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছিল/ করা হয়েছিল	تثنيه مذكّر غائب	كَانَا فُعِلَا
তারা সকল পুরুষ কৃত হয়েছিল/ করা হয়েছিল	جمع مذكّر غائب	كَانُوْا فُعِلُوْا
সে একজন মহিলা কৃত হয়েছিল/ করা হয়েছিল	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ فُعِلَتْ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছিল/ করা হয়েছিল	تثنيه مؤنث غائب	كَانَتَا فُعِلَتَا
তারা সকল মহিলা কৃত হয়েছিল/ করা হয়েছিল	جمع مؤنث غائب	كُنَّ فُعِلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	واحد مذكّر حاضر	كُنْتَ فُعِلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	تثنيه مذكّر حاضر	كُنْتُمَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	جمع مذكّر حاضر	كُنْتُمْ فُعِلْتُمْ

তুমি একজন মহিলা কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ فُعِلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	تثنيه مؤنث حاضر	كُنْتُمَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হয়েছিলে/ করা হয়েছিল	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ فُعِلْتُنَّ
আমি কৃত হয়েছিলাম/ আমাকে করা হয়েছিল	واحد متكلم	كُنْتُ فُعِلْتُ
আমরা কৃত হয়েছিলাম / আমাদেরকে করা হয়েছিল	جمع متكلم	كُنَّا فُعِلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی بعید معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করেছিল না বা হয়েছিল না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفی فعل ماضی بعید معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی بعید معروف এর শুরুতে না-অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی بعید معروف গঠিত হয়ে যাবে। এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না। বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয়। যেমন: مَاْ كَانَ ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করেছিল না।

بحث نفی فعل ماضی بعید معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করেছিল না	واحد مذكّر غائب	كَانَ مَا فَعَلَ
তারা দুইজন পুরুষ করেছিল না	تثنيه مذكّر غائب	كَانَا مَا فَعَلَا
তারা সকল পুরুষ করেছিল না	جمع مذكّر غائب	كَانُوْا مَا فَعَلُوْا
সে একজন মহিলা করেছিল না	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ مَا فَعَلَتْ
তারা দুইজন মহিলা করেছিল না	تثنيه مؤنث غائب	كَانَتَا مَا فَعَلَتَا
তারা সকল মহিলা করেছিল না	جمع مؤنث غائب	كُنَّ مَا فَعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করেছিলে না	واحد مذكّر حاضر	كُنْتَ مَا فَعَلْتَ

তোমরা দুইজন পুরুষ করেছিলে না	تثنیہ مذکّر حاضر	كُنْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ করেছিলে না	جمع مذکّر حاضر	كُنْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা করেছিলে না	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ مَا فَعَلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা করেছিলে না	تثنیہ مؤنث حاضر	كُنْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা করেছিলে না	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ مَا فَعَلْتُنَّ
আমি করেছিলাম না	واحد متکلم	كُنْتُ مَا فَعَلْتُ
আমরা করেছিলাম না	جمع متکلم	كُنَّا مَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی بعید مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করা হয়েছিল না বা কৃত হয়েছিল না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث نفی فعل ماضی بعید مجہول বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی بعید مجہول এর শুরুতে না অর্থবোধক "مَاْ" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی بعید مجہول গঠিত হয়ে যাবে । এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না । বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয় । যেমন: مَا كَانَ ضُرِبَ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হয়েছিল না/ সে প্রহারকৃত হয়েছিল না।

بحث نفی فعل ماضی بعید مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হয়েছিল না /করা হয়েছিল না	واحد مذکّر غائب	كَانَ مَا فُعِلَ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছিল না / করা হয়েছিল না	تثنیہ مذکّر غائب	كَانَا مَا فُعِلَا
তারা সকল পুরুষ কৃত হয়েছিল না / করা হয়েছিল না	جمع مذکّر غائب	كَانُوْا مَا فُعِلُوْا

সে একজন মহিলা কৃত হয়েছিল না / করা হয়েছিল না	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ مَا فُعِلَتْ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছিল না / করা হয়েছিল না	تثنيه مؤنث غائب	كَانَتَا مَا فُعِلَتَا
তারা সকল মহিলা কৃত হয়েছিল না / করা হয়েছিল না	جمع مؤنث غائب	كُنَّ مَا فُعِلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	واحد مذكّر حاضر	كُنْتَ مَا فُعِلْتَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	تثنيه مذكّر حاضر	كُنْتُمَا مَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	جمع مذكّر حاضر	كُنْتُمْ مَا فُعِلْتُمْ
তুমি একজন মহিলা কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ مَا فُعِلْتِ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	تثنيه مؤنث حاضر	كُنْتُمَا مَا فُعِلْتُمَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হয়েছিলে না /করা হয়েছিল না	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ مَا فُعِلْتُنَّ
আমি কৃত হয়েছিলাম না / আমাকে করা হয়েছিল না	واحد متكلم	كُنْتُ مَا فُعِلْتُ
আমরা কৃত হয়েছিলাম না /আমাদেরকে করা হয়েছিল না	جمع متكلم	كُنَّا مَا فُعِلْنَا

بحث ماضی استمراری

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی استمراری معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করতেছিল বা হইতেছিল বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث اثبات فعل ماضی استمراری معروف বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل مضارع معروف এর শুরুতে كَانَ বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی استمراری معروف গঠিত হয়ে যাবে । এবং كَانَ এর রূপান্তর ماضی এর রূপান্তরের মতোই হবে । যেমন: كَانَ يَضْرِبُ সে একজন পুরুষ প্রহার করতেছিল ।

বাংলায় ماضی استمراری এর আলামত হলো: শব্দের শেষে: তেছিল, তেছিলে, তেছিলাম হওয়া । যেমন: সে করতেছিল । তুমি করতেছিলে । আমি করতেছিলাম ।

বি.দ্র. ماضی استمراری এর বহস مضارع এর বহসের পরে পড়াতে হবে।

بحث اثبات فعل ماضی استمراری معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ ক রতেছিল	واحد مذکّر غائب	كَانَ يَفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ করতেছিল	تثنیہ مذکّر غائب	كَانَا يَفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ করতেছিল	جمع مذکّر غائب	كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা করতেছিল	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ تَفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা করতেছিল	تثنیہ مؤنث غائب	كَانَتَا تَفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা করতেছিল	جمع مؤنث غائب	كُنَّ يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করতেছিলে	واحد مذکّر حاضر	كُنْتَ تَفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ করতেছিলে	تثنیہ مذکّر حاضر	كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ করতেছিলে	جمع مذکّر حاضر	كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা করতেছিলে	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ تَفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা করতেছিলে	تثنیہ مؤنث حاضر	كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা করতেছিলে	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ
আমি করতেছিলাম	واحد متکلم	كُنْتُ أَفْعَلُ
আমরা করতেছিলাম	جمع متکلم	كُنَّا نَفْعَلُ

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی استمراری مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে **فعل** দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত হচ্ছিল বা করা হইতেছিল বুঝায় এবং তার **فاعل** জানা থাকে না তাকে بحث اثبات فعل ماضی استمراری مجہول বলে। তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل مضارع معروف এর শুরুতে كَانَ বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی استمراری مجہول গঠিত হয়ে যাবে। এবং كَانَ শব্দটি ماضی এর রূপান্তরের

মতোই রূপান্তরিত হবে। যেমন: كَانَ يُضْرَبُ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হইতেছিল। সে প্রহারকৃত হচ্ছিল।

بحث اثبات فعل ماضی استمراری مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	واحد مذکّر غائب	كَانَ يُفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	تثنیہ مذکّر غائب	كَانَا يُفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	جمع مذکّر غائب	كَانُوْا يُفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	واحد مؤنث غائب	كَانَتْ تُفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	تثنیہ مؤنث غائب	كَانَتَا تُفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা কৃত হচ্ছিল বা করা হচ্ছিল	جمع مؤنث غائب	كُنَّ يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	واحد مذکّر حاضر	كُنْتَ تُفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	تثنیہ مذکّر حاضر	كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	جمع مذکّر حاضر	كُنْتُمْ تُفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	واحد مؤنث حاضر	كُنْتِ تُفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	تثنیہ مؤنث حاضر	كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কৃত হচ্ছিলে বা করা হচ্ছিলে	جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ
আমি কৃত হচ্ছিলাম বা করা হচ্ছিলাম	واحد متکلم	كُنْتُ أُفْعَلُ
আমরা কৃত হচ্ছিলাম বা করা হচ্ছিলাম	جمع متکلم	كُنَّا نُفْعَلُ

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی استمراری معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করতেছিল না বা হইতেছিল না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفی فعل ماضی استمراری معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی استمراری معروف এর শুরুতে একটি না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی استمراری معروف গঠিত হয়ে যাবে। এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না। বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয়। যেমন: مَاْ كَانَ يَضْرِبُ সে একজন পুরুষ প্রহার করতেছিল না।

بحث نفی فعل ماضی استمراری معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করতেছিল না	واحد مذكّر غائب	مَا كَانَ يَفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ করতেছিল না	تثنیہ مذكّر غائب	مَا كَانَا يَفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ করতেছিল না	جمع مذكّر غائب	مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা করতেছিল না	واحد مؤنث غائب	مَا كَانَتْ تَفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা করতেছিল না	تثنیہ مؤنث غائب	مَا كَانَتَا تَفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা করতেছিল না	جمع مؤنث غائب	مَا كُنَّ يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করতেছিলে না	واحد مذكّر حاضر	مَا كُنْتَ تَفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ করতেছিলে না	تثنیہ مذكّر حاضر	مَا كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ করতেছিলে না	جمع مذكّر حاضر	مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা করতেছিলে না	واحد مؤنث حاضر	مَا كُنْتِ تَفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা করতেছিলে না	تثنیہ مؤنث حاضر	مَا كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা করতেছিলে না	جمع مؤنث حاضر	مَا كُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ
আমি করতেছিলাম না	واحد متكلم	مَا كُنْتُ أَفْعَلُ
আমরা করতেছিলাম না	جمع متكلم	مَا كُنَّا نَفْعَلُ

প্রশ্ন: ماضی استمراری কে نفی বানানোর সময় ما কে کان এর আগে আনতে হবে নাকি পরে আনতে হবে?

উত্তর: হরফে نفی কে আগে ও পরে আনা উভয়টিই জায়েজ আছে। কিন্তু কুরআনুল কারিমে হরফে نفی কে অধিকাংশ সময় আগে আনা হয়েছে। তাই আগে আনাই উত্তম । যেমন:

١ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ، ٢. وَمَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ، ٣. وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ، ٤. وَمَا كُنْتَ تَدْرِيْ.

এমন আরো অসংখ্য উদাহরণ কুরআনুল কারিমে বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোর দ্বারা বোঝা যায় مَا কে کان এর আগে আনাই উত্তম।

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی استمراری مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকেনা। তাকে بحث نفی فعل ماضی استمراری مجہول বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی استمراری مجہول এর শুরুতে না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی استمراری مجہول গঠিত হয়ে যাবে । এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না । বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয় । যেমন: مَا كَانَ يُضْرَبُ সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হইতেছিল না ।

بحث نفی فعل ماضی استمراری مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	واحد مذکّر غائب	مَا كَانَ يُفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	تثنیہ مذکّر غائب	مَا كَانَا يُفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	جمع مذکّر غائب	مَا كَانُوْا يُفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	واحد مؤنث غائب	مَا كَانَتْ تُفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	تثنیہ مؤنث غائب	مَا كَانَتَا تُفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা কৃত হচ্ছিল না বা করা হচ্ছিল না	جمع مؤنث غائب	مَا كُنَّ يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	واحد مذکّر حاضر	مَا كُنْتَ تُفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	تثنیہ مذکّر حاضر	مَا كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	جمع مذکّر حاضر	مَا كُنْتُمْ تُفْعَلُوْنَ

তুমি একজন মহিলা কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	واحد مؤنث حاضر	مَا كُنْتِ تُفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	تثنیہ مؤنث حاضر	مَا كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কৃত হচ্ছিলে না বা করা হচ্ছিলে না	جمع مؤنث حاضر	مَا كُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ
আমি কৃত হচ্ছিলাম না বা করা হচ্ছিলাম না	واحد متکلم	مَا كُنْتُ أُفْعَلُ
আমরা কৃত হচ্ছিলাম না বা করা হচ্ছিলাম না	جمع متکلم	مَا كُنَّا نُفْعَلُ

بحث ماضی احتمالی

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی احتمالی معروف এর সংজ্ঞা এবং তা বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করেছে বা হয়েছে এই ব্যাপারে সন্দেহ বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث اثبات فعل ماضی احتمالی معروف বা ماضی شکّی (সন্দেহভাজন মাজি) বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف এর শুরুতে لَعَلَّمَا শব্দ বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی احتمالی معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: لَعَلَّمَا قَتَلَ সম্ভবত সে একজন পুরুষ হত্যা করেছে।

বাংলায় ماضی احتمالی এর আলামত হলো: শব্দের শুরুতে "সম্ভবত" থাকা এবং শেষে ماضی قریب এর মতো ছ, ছে, ছি থাকা। যেমন: সম্ভবত সে করেছে। সম্ভবত তুমি করেছ। সম্ভবত আমি করেছি।

بحث اثبات فعل ماضی احتمالی معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সম্ভবত সে একজন পুরুষ করেছে	واحد مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فَعَلَ
সম্ভবত তারা দুইজন পুরুষ করেছে	تثنیہ مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فَعَلَا
সম্ভবত তারা সকল পুরুষ করেছে	جمع مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فَعَلُوْا

সম্ভবত সে একজন মহিলা করেছে	واحد مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فَعَلَتْ
সম্ভবত তারা দুইজন মহিলা করেছে	تثنیہ مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فَعَلَتَا
সম্ভবত তারা সকল মহিলা করেছে	جمع مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فَعَلْنَ
সম্ভবত তুমি একজন পুরুষ করেছ	واحد مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتَ
সম্ভবত তোমরা দুইজন পুরুষ করেছ	تثنیہ مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল পুরুষ করেছ	جمع مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمْ
সম্ভবত তুমি একজন মহিলা করেছ	واحد مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتِ
সম্ভবত তোমরা দুইজন মহিলা করেছ	تثنیہ مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল মহিলা করেছ	جمع مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فَعَلْتُنَّ
সম্ভবত আমি করেছি	واحد متکلم	لَعَلَّمَا فَعَلْتُ
সম্ভবত আমরা করেছি	جمع متکلم	لَعَلَّمَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی احتمالی مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত হয়েছে বা করা হয়েছে এই ব্যাপারে সন্দেহ বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث اثبات فعل ماضی احتمالی مجہول বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی مطلق مجہول এর শুরুতে لَعَلَّمَا বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی احتمالی مجہول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: لَعَلَّمَا ضُرِبَ সম্ভবত সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হয়েছে, সে প্রহারকৃত হয়েছে।

بحث اثبات فعل ماضی احتمالی مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সম্ভবত সে একজন পুরুষ কৃত হয়েছে /করা হয়েছে	واحد مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فُعِلَ

সম্ভবত তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছে/ করা হয়েছে	تثنیہ مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فُعِلَا
সম্ভবত তারা সকল পুরুষ কৃত হয়েছে/ করা হয়েছে	جمع مذکّر غائب	لَعَلَّمَا فُعِلُوْا
সম্ভবত সে একজন মহিলা কৃত হয়েছে/ করা হয়েছে	واحد مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فُعِلَتْ
সম্ভবত তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছে/ করা হয়েছে	تثنیہ مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فُعِلَتَا
সম্ভবত তারা সকল মহিলা কৃত হয়েছে/ করা হয়েছে	جمع مؤنث غائب	لَعَلَّمَا فُعِلْنَ
সম্ভবত তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	واحد مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتَ
সম্ভবত তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	تثنیہ مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল পুরুষ কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	جمع مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتُمْ
সম্ভবত তুমি একজন মহিলা কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	واحد مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتِ
সম্ভবত তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	تثنیہ مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল মহিলা কৃত হয়েছ/ করা হয়েছ	جمع مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا فُعِلْتُنَّ
সম্ভবত আমি কৃত হয়েছি/ আমাকে করা হয়েছে	واحد متکلم	لَعَلَّمَا فُعِلْتُ
সম্ভবত আমরা কৃত হয়েছি / আমাদেরকে করা হয়েছে	جمع متکلم	لَعَلَّمَا فُعِلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی احتمالی معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করেনি বা হয়নি এ ব্যাপারে সন্দেহ বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفی فعل ماضی احتمالی معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی احتمالی معروف এর শুরুতে একটি না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی احتمالی معروف গঠিত হয়ে যাবে। এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না। বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয়। এই "مَا" টি لَعَلَّمَا এর পরে এবং فعل এর পূর্বে আসবে। যেমন: لَعَلَّمَا مَا ضَرَبَ সম্ভবত সে একজন পুরুষ প্রহার করেনি।

بحث نفی فعل ماضی احتمالی معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সম্ভবত সে একজন পুরুষ করেনি	واحد مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَ
সম্ভবত তারা দুইজন পুরুষ করেনি	تثنیہ مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَا
সম্ভবত তারা সকল পুরুষ করেনি	جمع مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلُوْا
সম্ভবত সে একজন মহিলা করেনি	واحد مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتْ
সম্ভবত তারা দুইজন মহিলা করেনি	تثنیہ مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتَا
সম্ভবত তারা সকল মহিলা করেনি	جمع مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَ
সম্ভবত তুমি একজন পুরুষ করনি	واحد مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتَ
সম্ভবত তোমরা দুইজন পুরুষ করনি	تثنیہ مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল পুরুষ করনি	جمع مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمْ
সম্ভবত তুমি একজন মহিলা করনি	واحد مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتِ
সম্ভবত তোমরা দুইজন মহিলা করনি	تثنیہ مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল মহিলা করনি	جمع مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُنَّ
সম্ভবত আমি করিনি	واحد متکلم	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُ
সম্ভবত আমরা করিনি	جمع متکلم	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی احتمالی مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত হয়েছে না বা করা হয়েছে না এই ব্যাপারে সন্দেহ বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না তাকে بحث نفی فعل ماضی احتمالی مجہول বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی احتمالی مجہول এর শুরুতে একটি না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی احتمالی مجہول গঠিত হয়ে যাবে। এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করে না। বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয়। এই "مَا" টি لَعَلَّمَا এর পরে এবং فعل এর পূর্বে আসবে। যেমন: لَعَلَّمَا مَا ضُرِبَ সম্ভবত সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হয়নি, সে প্রহারকৃত হয়নি।

بحث نفی فعل ماضی احتمالی مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সম্ভবত সে একজন পুরুষ কৃত হয়নি /করা হয়নি	واحد مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَ
সম্ভবত তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়নি / করা হয়নি	تثنیہ مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَا
সম্ভবত তারা সকল পুরুষ কৃত হয়নি / করা হয়নি	جمع مذکّر غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلُوْا
সম্ভবত সে একজন মহিলা কৃত হয়নি / করা হয়নি	واحد مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتْ
সম্ভবত তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়নি / করা হয়নি	تثنیہ مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتَا
সম্ভবত তারা সকল মহিলা কৃত হয়নি / করা হয়নি	جمع مؤنث غائب	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَ
সম্ভবত তুমি একজন পুরুষ কৃত হওনি / করা হয়নি	واحد مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتَ
সম্ভবত তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হওনি / করা হয়নি	تثنیہ مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল পুরুষ কৃত হওনি / করা হয়নি	جمع مذکّر حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمْ
সম্ভবত তুমি একজন মহিলা কৃত হওনি / করা হয়নি	واحد مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتِ
সম্ভবত তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হওনি / করা হয়নি	تثنیہ مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمَا
সম্ভবত তোমরা সকল মহিলা কৃত হওনি / করা হয়নি	جمع مؤنث حاضر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُنَّ
সম্ভবত আমি কৃত হইনি / আমাকে করা হয়নি	واحد متکلم	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُ
সম্ভবত আমরা কৃত হইনি / আমাদেরকে করা হয়নি	جمع متکلم	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَا

بحث ماضی تمنائی

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی تمنائی معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করতো বা হতো এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث اثبات فعل ماضى تمنائى معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضى مطلق معروف এর শুরুতে لَيْتَمَا বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضى تمنائى معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: لَيْتَمَا ضَرَبَ যদি সে একজন পুরুষ প্রহার করতো!

বাংলায় ماضى تمنائى এর আলামত হলো: শব্দের শুরুতে "যদি" এবং শেষে ত, তে, তাম থাকা। যেমন: যদি সে করত! যদি তুমি করতে! যদি আমি করতাম!

بحث اثبات فعل ماضى تمنائى معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
যদি সে একজন পুরুষ করত!	واحد مذكّر غائب	لَيْتَمَا فَعَلَ
যদি তারা দুইজন পুরুষ করত!	تثنيه مذكّر غائب	لَيْتَمَا فَعَلَا
যদি তারা সকল পুরুষ করত!	جمع مذكّر غائب	لَيْتَمَا فَعَلُوْا
যদি সে একজন মহিলা করত!	واحد مؤنث غائب	لَيْتَمَا فَعَلَتْ
যদি তারা দুইজন মহিলা করত!	تثنيه مؤنث غائب	لَيْتَمَا فَعَلَتَا
যদি তারা সকল মহিলা করত!	جمع مؤنث غائب	لَيْتَمَا فَعَلْنَ
যদি তুমি একজন পুরুষ করতে!	واحد مذكّر حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتَ
যদি তোমরা দুইজন পুরুষ করতে!	تثنيه مذكّر حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتُمَا
যদি তোমরা সকল পুরুষ করতে!	جمع مذكّر حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتُمْ
যদি তুমি একজন মহিলা করতে!	واحد مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتِ
যদি তোমরা দুইজন মহিলা করতে!	تثنيه مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتُمَا
যদি তোমরা সকল মহিলা করতে!	جمع مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فَعَلْتُنَّ
যদি আমি করতাম!	واحد متكلم	لَيْتَمَا فَعَلْتُ

যদি আমরা করতাম!	جمع متکلم	لَيْتَمَا فُعِلْنَا

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত হতো বা করা হতো এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না। তাকে بحث اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی مطلق مجہول এর শুরুতে لَيْتَمَا বাড়িয়ে দিলেই بحث اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: لَيْتَمَا ضُرِبَ যদি সে একজন পুরুষকে প্রহার করা হতো!

بحث اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
যদি সে একজন পুরুষ কৃত হতো /করা হতো!	واحد مذکّر غائب	لَيْتَمَا فُعِلَ
যদি তারা দুইজন পুরুষ কৃত হতো/ করা হতো!	تثنیہ مذکّر غائب	لَيْتَمَا فُعِلَا
যদি তারা সকল পুরুষ কৃত হতো/ করা হতো!	جمع مذکّر غائب	لَيْتَمَا فُعِلُوْا
যদি সে একজন মহিলা কৃত হতো/ করা হতো!	واحد مؤنث غائب	لَيْتَمَا فُعِلَتْ
যদি তারা দুইজন মহিলা কৃত হতো/ করা হতো!	تثنیہ مؤنث غائب	لَيْتَمَا فُعِلَتَا
যদি তারা সকল মহিলা কৃত হতো/ করা হতো!	جمع مؤنث غائب	لَيْتَمَا فُعِلْنَ
যদি তুমি একজন পুরুষ কৃত হতে/ করা হতে!	واحد مذکّر حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتَ
যদি তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হতে/ করা হতে!	تثنیہ مذکّر حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتُمَا
যদি তোমরা সকল পুরুষ কৃত হতে/ করা হতে!	جمع مذکّر حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتُمْ
যদি তুমি একজন মহিলা কৃত হতে/ করা হতে!	واحد مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتِ
যদি তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হতে/ করা হতে!	تثنیہ مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتُمَا
যদি তোমরা সকল মহিলা কৃত হতে/ করা হতে!	جمع مؤنث حاضر	لَيْتَمَا فُعِلْتُنَّ

যদি আমি কৃত হতাম/ করা হতো!	واحد متکلم	لَيْتَمَا فُعِلْتُ
যদি আমরা কৃত হতাম / করা হতো!	جمع متکلم	لَيْتَمَا فُعِلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی تمنائی معروف এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ না করতো বা না হতো এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفی فعل ماضی تمنائی معروف বলে।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی تمنائی معروف এর শুরুতে একটি না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی تمنائی معروف গঠিত হয়ে যাবে। এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না। বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয়। এই "مَا" টি لَيْتَمَا এর পরে এবং فعل এর পূর্বে বসবে। যেমন: لَيْتَمَا مَا ضَرَبَ যদি সে একজন পুরুষ প্রহার না করতো!

بحث نفی فعل ماضی تمنائی معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
যদি সে একজন পুরুষ না করত!	واحد مذکّر غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلَ
যদি তারা দুইজন পুরুষ না করত!	تثنیہ مذکّر غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلَا
যদি তারা সকল পুরুষ না করত!	جمع مذکّر غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلُوْا
যদি সে একজন মহিলা না করত!	واحد مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلَتْ
যদি তারা দুইজন মহিলা না করত!	تثنیہ مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلَتَا
যদি তারা সকল মহিলা না করত!	جمع مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فَعَلْنَ
যদি তুমি একজন পুরুষ না করতে!	واحد مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتَ
যদি তোমরা দুইজন পুরুষ না করতে!	تثنیہ مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُمَا
যদি তোমরা সকল পুরুষ না করতে!	جمع مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُمْ

যদি তুমি একজন মহিলা না করতে!	واحد مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتِ
যদি তোমরা দুইজন মহিলা না করতে!	تثنیہ مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُمَا
যদি তোমরা সকল মহিলা না করতে!	جمع مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُنَّ
যদি আমি না করতাম!	واحد متکلم	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُ
যদি আমরা না করতাম!	جمع متکلم	لَيْتَمَا مَا فَعَلْنَا

প্রশ্ন: بحث نفی فعل ماضی تمنائی مجہول এর সংজ্ঞা ও বানানোর নিয়ম কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ কৃত না হতো বা করা না হতো এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকেনা তাকে بحث نفی فعل ماضی تمنائی مجہول বলে ।

তার গঠনপ্রণালী: بحث اثبات فعل ماضی تمنائی مجہول এর শুরুতে একটি না অর্থবোধক "مَا" বাড়িয়ে দিলেই بحث نفی فعل ماضی تمنائی مجہول গঠিত হয়ে যাবে । এই "مَا" শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করে না । বরং হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেয় । এই "مَا" টি لَيْتَمَا এর পরে এবং فعل এর পূর্বে বসবে । যেমন: لَيْتَمَا مَا ضُرِبَ যদি সে একজন পুরুষকে প্রহার না করা হতো! সে প্রহারকৃত না হতো!

بحث نفی فعل ماضی تمنائی مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
যদি সে একজন পুরুষ কৃত না হতো /করা না হতো!	واحد مذکر غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلَ
যদি তারা দুইজন পুরুষ কৃত না হতো / করা না হতো!	تثنیہ مذکر غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلَا
যদি তারা সকল পুরুষ কৃত না হতো / করা না হতো!	جمع مذکر غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلُوْا
যদি সে একজন মহিলা কৃত না হতো / করা না হতো!	واحد مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلَتْ
যদি তারা দুইজন মহিলা কৃত না হতো / করা না হতো!	تثنیہ مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلَتَا
যদি তারা সকল মহিলা কৃত না হতো / করা না হতো!	جمع مؤنث غائب	لَيْتَمَا مَا فُعِلْنَ

যদি তুমি একজন পুরুষ কৃত না হতে / করা না হতে!	واحد مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتَ
যদি তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত না হতে / করা না হতে!	تثنيه مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُمَا
যদি তোমরা সকল পুরুষ কৃত না হতে / করা না হতে!	جمع مذکّر حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُمْ
যদি তুমি একজন মহিলা কৃত না হতে / করা না হতে!	واحد مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتِ
যদি তোমরা দুইজন মহিলা কৃত না হতে / করা না হতে!	تثنيه مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُمَا
যদি তোমরা সকল মহিলা কৃত না হতে / করা না হতে!	جمع مؤنث حاضر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُنَّ
যদি আমি কৃত না হতাম / করা না হতো!	واحد متكلم	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُ
যদি আমরা কৃত না হতাম / করা না হতো!	جمع متكلم	لَيْتَمَا مَا فُعِلْنَا

প্রশ্ন: ماضی এর মোট সিগা কতগুলো? তার একটি পরিসংখ্যান দাও।

উত্তর: ماضی এর মোট সিগা হলো ৩৩৬ টি। প্রত্যেক প্রকারের ماضی এর ৫৬ টি করে সিগা। ماضی مطلق এর ১-৫৬ পর্যন্ত। ماضی قریب এর ৫৭ - ১১২ পর্যন্ত। ماضی بعید এর ১১৩ - ১৬৮ পর্যন্ত। ماضی استمراری এর ১৬৯ - ২২৪ পর্যন্ত। ماضی احتمالی এর ২২৫ - ২৮০ পর্যন্ত। ماضی تمنائی এর ২৮১- ৩৩৬ পর্যন্ত।

১: مطلق ১৪ - ২৮ - ৪২ - ৫৬

২: قریب ৭০ - ৮৪ - ৯৮ - ১১২

৩: بعید ১২৬ - ১৪০ - ১৫৪ - ১৬৮

৪: استمراری ১৮২ - ১৯৬ - ২১০ - ২২৪

৫: احتمالی ২৩৮ - ২৫২ - ২৬৬ - ২৮০

৬: تمنائی ২৯৪ - ৩০৮ - ৩২২ – ৩৩৬

مضارع এর আলোচনা

مضارع শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: সাদৃশ্য রাখা, সাদৃশ্যপূর্ণ, মিল রাখা। فعل مضارع যেহেতু হারাকাত, সাকানাত ও হরফের সংখ্যার দিক থেকে اسم فاعل এর সঙ্গে সাদৃশ্য/ মিল রাখে এই জন্য مضارع কে مضارع বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل مضارع معروف এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ করছে বা করবে বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে, তাকে بحث اثبات فعل مضارع معروف বলে। যেমন: يَفْعَلُ সে একজন পুরুষ করছে বা করবে।

مضارع গঠন করার সহজ নিয়ম

প্রথমে আমরা مضارع কে তিন ভাগে ভাগ করে নেবো।

১, مضارع مفرد এর ৫ সিগা।

۱.واحد مذکّر غائب.۲.واحد مؤنث غائب.۳.واحد مذکّر حاضر.۴.واحد متکلم.۵.جمع متکلم.

২, مضارع بانون اعرابی এর ৭ সিগা।

تثنیہ کی چار صیغہ.۵.جمع مذکّر غائب.۶.جمع مذکّر حاضر.۷.واحد مؤنث حاضر.

৩, مضارع مبنی এর ২ সিগা।

۱.جمع مؤنث غائب.۲.جمع مؤنث حاضر

بحث اثبات فعل مضارع معروف গঠন করতে হয় فعل ماضی থেকে। তা গঠন করতে হলে তোমাকে ৪ টি কাজ করতে হবে:

১। فعل ماضی এর শুরুতে علامت مضارع যুক্ত করতে হবে।

২। مضارع مفرد এর পাঁচ সিগার শেষে ضمہ দিতে হবে।

৩। مضارع بانون اعرابی এর সাত সিগার শেষে نون اعرابی যুক্ত করতে হবে।

৪। مضارع مبنی এর দুই সিগাকে আগের অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

علامت مضارع চারটি: الف. تاء. ياء. نون. এগুলোর মধ্য থেকে الف আসে একটি সিগার জন্য। تاء আসে আটটি সিগার জন্য। ياء আসে চারটি সিগার জন্য। نون আসে একটি সিগার জন্য।

বাংলায় مضارع এর আলামত হলো: শব্দের শেষে অ-কার, ে-কার, ি-কার এবং ছে, ছ, ছি এবং বে, বি, বো হওয়া। যেমন: সে করে, করছে, করবে। তুমি কর, করছ, করবে। আমি করি, করছি, করবো। (কোন কার না থাকাই হলো অ-কার)

غیر ثلاثی مجرد থেকে **بحث اثبات فعل مضارع معروف** গঠন করতে হলে কয়েকটি কাজ করতে হবে,

১। ماضی এর শুরুতে همزة وصل থাকলে তা ফেলে দিয়ে مفتوح علامت مضارع বৃদ্ধি করতে হবে যদি ماضی চার অক্ষর বিশিষ্ট না হয়।

২। যদি ماضی চার হরফ বিশিষ্ট হয় তাহলে তার শুরুতে مضموم علامت مضارع বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। শেষ হরফে ضمه দেবে।

৪। এবং শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسره দেবে যদি باب টি تاء বিশিষ্ট না হয়। আর যদি باب টি تاء বিশিষ্ট হয় তাহলে فتحہ দেবে।

৫। এবং বাকি হরকতযুক্ত হরফগুলোকে فتحہ বানিয়ে দেবে। যেমন: اِسْتَنْصَرَ থেকে يَسْتَنْصِرُ, أَكْرَمَ থেকে يُكْرِمُ, تَقَبَّلَ থেকে يَتَقَبَّلُ

بحث اثبات فعل مضارع معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করে /করছে /করবে	واحد مذكّر غائب	يَفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ করে /করছে/করবে	تثنيه مذكّر غائب	يَفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ করে /করছে/করবে	جمع مذكّر غائب	يَفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা করে /করছে/করবে	واحد مؤنث غائب	تَفْعَلُ

তারা দুইজন মহিলা করে /করছে/করবে	تثنیہ مؤنث غائب	تَفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা করে /করছে/করবে	جمع مؤنث غائب	يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কর /করছ /করবে	واحد مذکّر حاضر	تَفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কর /করছ /করবে	تثنیہ مذکّر حاضر	تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কর /করছ /করবে	جمع مذکّر حاضر	تَفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা কর /করছ /করবে	واحد مؤنث حاضر	تَفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কর /করছ /করবে	تثنیہ مؤنث حاضر	تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কর /করছ /করবে	جمع مؤنث حاضر	تَفْعَلْنَ
আমি করি/করছি/করবো	واحد متکلم	أَفْعَلُ
আমরা করি/করছি/করবো	جمع متکلم	نَفْعَلُ

প্রশ্ন: مضارع এর সকল সিগার আলামতগুলো কী কী?

উত্তর: فعل مضارع এর সিগাসমূহের আলামতগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. واحد مذکّر غائب এর আলামত শুরুতে یاء হওয়া ও শেষে مرفوع হওয়া। যেমন: يَفْعَلُ

২. تثنیہ مذکّر غائب এর আলামত হলো শুরুতে یاء হওয়া ও শেষে الف ও نون مکسور হওয়া। যেমন: يَفْعَلَانِ

৩. جمع مذکّر غائب এর আলামত হলো শুরুতে یاء হওয়া ও শেষে واو ساکن ماقبل ضمة ও نون مفتوح হওয়া। যেমন: يَفْعَلُوْنَ

৪. واحد مؤنث غائب এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে مرفوع হওয়া। যেমন: تَفْعَلُ

৫. تثنیہ مؤنث غائب এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে الف ও نون مکسور হওয়া। যেমন: تَفْعَلَانِ

৬. جمع مؤنث غائب এর আলামত হলো শুরুতে یاء হওয়া ও لام কালিমা সাকিন হওয়া ও শেষে نون مفتوح হওয়া। যেমন: يَفْعَلْنَ

৭. واحد مذکر حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে مرفوع হওয়া। যেমন: تَفْعَلُ

৮. تثنیہ مذکر حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে الف ও نون مکسور হওয়া। যেমন: تَفْعَلَانِ

৯. جمع مذکر حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে واو ساکن ماقبل مضموم ও نون مفتوح হওয়া। যেমন: تَفْعَلُوْنَ

১০. واحد مؤنث حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে یاء ساکن ماقبل مسکور ও نون مفتوح হওয়া। যেমন: تَفْعَلِيْنَ

১১. تثنیہ مؤنث حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে الف ও نون مکسور হওয়া। যেমন: تَفْعَلَانِ

১২. جمع مؤنث حاضر এর আলামত হলো শুরুতে تاء হওয়া ও শেষে ও لام কালিমা সাকিন হওয়া ও نون مفتوح হওয়া। যেমন: تَفْعَلْنَ

১৩. واحد متکلم এর আলামত হলো শুরুতে الف হওয়া ও শেষে مرفوع হওয়া। যেমন: أَفْعَلُ

১৪. جمع متکلم এর আলামত হলো শুরুতে نون হওয়া ও শেষে مرفوع হওয়া। যেমন: نَفْعَلُ

প্রশ্ন: فعل مضارع এর আলোচনা فعل ماضی এর আলোচনার পরে আনা হলো কেন?

উত্তর: فعل مضارع এটিকে গঠন করা হয় فعل ماضى থেকে। সে হিসাবে فعل ماضى হলো أصل বা মূল। আর فعل مضارع হলো তার فرع বা শাখা। আর মূলকে সর্বদা فرع বা শাখার আগে আনা হয়। সে জন্য فعل ماضى কে আগে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন: আলামত কাকে বলে? فعل مضارع এর আলামত কয়টি ?

উত্তর: আলামত বলে, যার দ্বারা কোন জিনিসের পরিচয় লাভ করা যায়। فعل مضارع এর আলামত ৪ টি। যথা: ا، ت، ي، ن যার সমষ্টি হলো أَتَيْنَ । এগুলোকে مضارع এর আলামত এজন্য বলা হয়, কেননা এগুলোর দ্বারাই فعل مضارع এর পরিচয় লাভ করা হয়।

প্রশ্ন: فعل مضارع এর শুরুতে এই হরফগুলো কেন যুক্ত করা হয়?

উত্তর: অর্থের দিক থেকে ماضى ও مضارع এর মধ্যে পরস্পরে বৈপরীত্য রয়েছে। আর مضارع এর শুরুতে এই হরফগুলো আনা হয় যাতে শব্দগতভাবেও বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

প্রশ্ন: علامت مضارع এর সমষ্টি যেমনিভাবে أَتَيْنَ হয় তেমনিভাবে نَأَيْتُ ও نَأْتِيْ ও তো হয়। তাহলে এখানে শুধু أتين কেই কেন নির্দিষ্ট করা হলো?

উত্তর: أَتَيْنَ এটি جمع مؤنث غائب এর সিগা। যা حروف زوائد এর সিফাত। অর্থাৎ أَتَيْنَ এর জমিরের مَرْجِعْ হলো حروف زوائد বা অতিরিক্ত হরফসমূহ। অর্থাৎ أ ت ي ن এগুলো। যার অর্থ হলো مضارع এর শুরুতে এই হরফগুলো আসবে। আর অন্যান্য শব্দসমূহ অর্থাৎ نَأَيْتُ نَأْتِيْ এগুলো حروف زوائد এর সিফাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ এগুলোর فاعل কে حروف زوائد এর দিকে ফিরানো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: ياء কে কেন غائب এর জন্য নির্ধারণ করা হলো?

উত্তর: ياء হরফটির মাখরাজ হলো মধ্যবর্তী। আর غائب এটিও حاضر ও متكلم এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। এজন্য মধ্যবর্তী বিষয়কে মধ্যবর্তী এর সঙ্গে মিলানোর জন্য ياء কে غائب এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: مضارع এর মধ্যে কতো ধরণের نون আসে?

উত্তর: مضارع এর মধ্যে দুই ধরণের نون আসে। ১. نون اعرابی ২. نون جمع مؤنث

প্রশ্ন: نون اعرابی ও نون جمع مؤنث এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:

১. نون جمع مؤنث টি مبنی এর মধ্যে আর نون اعرابی টি معرب এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

২. نون جمع مؤنث সর্বদা مفتوح হয় আর نون اعرابی এটি مفتوح ও مکسور উভয়টিই হতে পারে।

৩. نون جمع مؤنث কখনো বিলুপ্ত হয় না আর نون اعرابی কখনো কখনো বিলুপ্ত হয়।

প্রশ্ন: نون إعرابی কে مضارع এর শেষে কেন আনা হয়?

উত্তর: نون إعرابی এটি اعراب এর পরিবর্তে আসে। আর اعراب এর জায়গা হলো শব্দের শেষে। এজন্য نون اعرابی ও শব্দের শেষে আসে।

প্রশ্ন: اعراب এর স্থান শব্দের শেষে কেন হলো?

উত্তর: اعراب এটি صفت অর্থাৎ فاعل বা مفعول হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে। আর صفت এর স্থান হলো موصوف এর পরে। এজন্য যে জিনিস صفت এর ওপর দালালত করবে তার স্থান শব্দের শেষেই হবে।

প্রশ্ন: تثنیہ এর মধ্যে نون اعرابی কে কেন کسرۃ দেওয়া হলো?

উত্তর: ১. যেহেতু تثنیہ এর نون এর পূর্বে الف আছে তাই تثنیہ এর نون টি সকল প্রকারের হরকতকেই কবুল করার যোগ্যতা রাখে। আর কায়দা আছে যে, السَّاكِنُ إِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ অর্থাৎ সাকিনকে যখন কোন হরকত দেওয়া হয় তখন তাকে যের দেওয়া হয়। تثنیہ এর মধ্যে کسرۃ টিই প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে সেজন্য তা کسرۃ ই দেওয়া হয়েছে।

২. যেমনিভাবে تثنیہ হলো ৩ টি বচনের মধ্য থেকে মধ্যবর্তী বচন তেমনিভাবে کسرہ ও হলো তিন হরকতের মধ্যে মধ্যবর্তী হরকত। তাই মধ্যবর্তী বচনের মধ্যে মধ্যবর্তী হরকত দেওয়া হয়েছে।

৩. দ্বিবচন فعل টি দ্বিবচন اسم এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। তাই দ্বিবচন اسم এর মতো দ্বিবচন فعل এর শেষের نون কেও كسرة দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: واحد مؤنث حاضر و جمع مذكّر حاضر و جمع مذكّر غائب এই সিগাগুলোতে نون اعرابى কে فتحة দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: جمع مذكّر এর মধ্যে واو ماقبل مضموم ও واحد مؤنث حاضر এর মধ্যে ياء ماقبل مكسور উভয়টিই আরবদের নিকট কঠিন। এখন যদি نون এর মধ্যে ضمة অথবা كسرة দেওয়া হয় তাহলে কঠিনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই فتحة দেওয়া হয়েছে। কেননা ফাতহা হলো সবচেয়ে সহজ হরকত।

প্রশ্ন: بحث اثبات فعل مضارع مجهول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ কৃত হচ্ছে বা করা হবে বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না, তাকে بحث اثبات فعل مضارع مجهول বলে। যেমন: يُفْعَلُ সে একজন পুরুষ কৃত হচ্ছে বা হবে।

গঠনপ্রণালী:

তা গঠন করতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে।

১. علامت مضارع এর মধ্যে পেশ দিতে হবে।

২. عين كلمه এর মধ্যে যবর দিতে হবে যদি যবর না থাকে।

৩. لام كلمه কে আগের অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

যেমন: يُفْعَلُ

بحث اثبات فعل مضارع مجهول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	واحد مذكّر غائب	يُفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	تثنيه مذكّر غائب	يُفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	جمع مذكّر غائب	يُفْعَلُوْنَ

সে একজন মহিলা কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	واحد مؤنث غائب	تُفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	تثنیہ مؤنث غائب	تُفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা কৃত হয়/ হচ্ছে / হবে	جمع مؤنث غائب	يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	واحد مذکّر حاضر	تُفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	تثنیہ مذکّر حاضر	تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	جمع مذکّر حاضر	تُفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	واحد مؤنث حاضر	تُفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	تثنیہ مؤنث حاضر	تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কৃত হও/ হচ্ছো / হবে	جمع مؤنث حاضر	تُفْعَلْنَ
আমি কৃত হই/ হচ্ছি/ হবো	واحد متکلم	أُفْعَلُ
আমরা কৃত হই/ হচ্ছি/ হবো	جمع متکلم	نُفْعَلُ

প্রশ্ন: مضارع مجہول এর علامت مضارع এর মধ্যে ضمہ দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: ماضی مجہول এর সঙ্গে মিল রাখার জন্য علامت مضارع এর মধ্যে ضمہ (পেশ) দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: مضارع مجہول এর عین কালিমায় فتحہ দেওয়া হবে কেন?

উত্তর: যাতে علامت مضارع এর পেশ عین কালিমার فتحہ এর সঙ্গে সমতা রক্ষা হয়। কেননা مضارع এর মধ্যে أتين এর হরফগুলো বৃদ্ধি করায় ماضی এর তুলনায় কঠিন হয়ে গেছে। তাই তাতে اعتدال বা সমতা রক্ষা করার বিষয়টি জরুরি হয়েছে।

প্রশ্ন: غَیرِثُلَاثِی مُجَرَّدْ থেকে مضارع مجہول কীভাবে বানাতে হবে?

উত্তর: প্রথম হরফ অর্থাৎ عَلَامَت مُضَارِعْ এর মধ্যে ضمہ বা পেশ দিতে হবে যদি আগে থেকে ضمہ না থাকে। এবং শেষ হরফের পূর্বের হরফে فَتحَہ দিতে হবে যদি فَتحَہ

না থাকে । এবং বাকি হরফগুলোকে আগের অবস্থায় বহাল রেখে দিতে হবে । তাহলেই غیر ثلاثی مجرد থেকে مضارع مجہول গঠিত হয়ে যাবে । যেমন: يَجْتَنِبُ থেকে يُجْتَنَبُ । يَسْتَنْصِرُ থেকে يُسْتَنْصَرُ ।

প্রশ্ন: فَعَلْتُمَا، تَفْعَلُ এবং تَفْعَلَانِ যেহেতু সিগায়ে মুশতারাক তাহলে متکلم এর সিগাগুলোর মতো সংক্ষেপ করা হলো না কেন?

উত্তর: متکلم এর সিগাগুলোর সকল فاعل গরদানের শেষে একই স্থানে একত্রিত হওয়ায় প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য বুঝা সহজ। পক্ষান্তরে فَعَلْتُمَا، تَفْعَلُ এবং تَفْعَلَانِ এর সকল فاعل গরদানের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য বুঝা তুলনামূলক কঠিন। তাই এই সিগাগুলোকে প্রাথমিক ছাত্রদের বুঝার সুবিধার্তে সংক্ষেপ না করে পৃথক পৃথক রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: بحث نفی فعل مضارع معروف এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী লিখ।

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ করে না / করছে না / করবে না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে, তাকে بحث نفی فعل مضارع معروف বলে ।

গঠন পদ্ধতি: اثبات فعل مضارع معروف এর শুরুতে لائے نفی বা না অর্থবোধক একটি "لا" বৃদ্ধি করতে হবে । এই "لا" এসে مضارع এর সিগার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না । তবে হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে ।
যেমন: لَا يَفْعَلُ সে একজন পুরুষ করে না / করছে না / করবে না ।

بحث نفی فعل مضارع معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করে না /করছে না /করবে না	واحد مذکّر غائب	لَا يَفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ করে না /করছে না /করবে না	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يَفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ করে না /করছে না /করবে না	جمع مذکّر غائب	لَا يَفْعَلُوْنَ

সে একজন মহিলা করে না /করছে না /করবে না	واحد مؤنث غائب	لَا تَفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা করে না /করছে না /করবে না	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تَفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা করে না /করছে না /করবে না	جمع مؤنث غائب	لَا يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কর না /করছ না /করবে না	واحد مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কর না /করছ না /করবে না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কর না /করছ না /করবে না	جمع مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা কর না /করছ না /করবে না	واحد مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কর না /করছ না /করবে না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কর না /করছ না /করবে না	جمع مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلْنَ
আমি করি না /করছি না /করবো না	واحد متکلم	لَا أَفْعَلُ
আমরা করি না /করছি না /করবো না	جمع متکلم	لَا نَفْعَلُ

প্রশ্ন: نفی فعل مضارع যেমনিভাবে لا এর দ্বারা হয় তেমনিভাবে ما এর দ্বারাওতো হয়, তাহলে এখানে مضارع কে لا এর সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হলো কেন?

উত্তর: অধিক ব্যবহারের কারণে। অর্থাৎ لائے نفی এটিই مضارع এর মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। ما টি তার বিপরীত। অর্থাৎ এটি قليل الإستعمال বা কম ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: بحث نفی فعل مضارع مجہول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ কৃত হচ্ছে না বা হবে না বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না, তাকে بحث نفی فعل مضارع مجہول বলে।

গঠন পদ্ধতি: فعل مضارع مجہول بحث اثبات এর শুরুতে لائے نفی বা না অর্থবোধক একটি "لا" বৃদ্ধি করে দিতে হবে। এই "لا" এসে مضارع এর সিগার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না। তবে হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক বানিয়ে দেবে।
যেমন: لَا يُفْعَلُ সে একজন পুরুষ কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না।

بحث نفی فعل مضارع مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	واحد مذکّر غائب	لَا يُفْعَلُ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يُفْعَلَانِ
তারা সকল পুরুষ কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	جمع مذکّر غائب	لَا يُفْعَلُوْنَ
সে একজন মহিলা কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	واحد مؤنث غائب	لَا تُفْعَلُ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تُفْعَلَانِ
তারা সকল মহিলা কৃত হয় না / হচ্ছে না / হবে না	جمع مؤنث غائب	لَا يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	واحد مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلُ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	جمع مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلُوْنَ
তুমি একজন মহিলা কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	واحد مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلِيْنَ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلَانِ
তোমরা সকল মহিলা কৃত হও না / হচ্ছো না / হবে না	جمع مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلْنَ
আমি কৃত হই না / হচ্ছি না / হবো না	واحد متکلم	لَا أُفْعَلُ
আমরা কৃত হই না / হচ্ছি না / হবো না	جمع متکلم	لَا نُفْعَلُ

بحث نفی تاکید بلن

প্রশ্ন: بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ করবে না বা হবে না এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে, তাকে بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف বলে। যেমন: لَنْ يَفْعَلَ সে একজন পুরুষ কখনো করবে না।

بحث نفی تاکید بلن এর গঠনপ্রণালী

এটি বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১। مضارع مثبت এর শুরুতে "لن" শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২। مضارع مفرد এর ৫ সিগার শেষে ضمہ এর পরিবর্তে فتحہ দিতে হবে।

৩। مضارع بانون اعرابی এর সাত সিগার শেষ থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

৪। مضارع مبنی এর দুই সিগাকে আগের অবস্থায় বহাল রাখতে হবে।

তাহলেই بحث نفی تاکید بلن এর গঠিত হয়ে যাবে।

এতক্ষণ যাকিছু বলা হলো তা হলো مضارع এর মধ্যে শব্দগত কিছু পরিবর্তন, তাতে অর্থগতভাবেও কিছু পরিবর্তন ঘটে, যেমন:

১/ لن শব্দটি فعل مضارع এর মধ্যে এসে তাকে مستقبل তথা ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেয়।

২/ مثبت বা হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে منفی বা না-বাচকের অর্থ করে দেয়।

৩/ এবং نفی তথা না-বাচকের অর্থকে দৃঢ় করে।

যেমন: لَنْ يَفْعَلَ সে একজন পুরুষ কখনো করবে না।

بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কখনো করবে না	واحد مذکّر غائب	لَنْ يَفْعَلَ

তারা দুইজন পুরুষ কখনো করবে না	تثنيه مذكّر غائب	لَنْ يَفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ কখনো করবে না	جمع مذكّر غائب	لَنْ يَفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা কখনো করবে না	واحد مؤنث غائب	لَنْ تَفْعَلَ
তারা দুইজন মহিলা কখনো করবে না	تثنيه مؤنث غائب	لَنْ تَفْعَلَا
তারা সকল মহিলা কখনো করবে না	جمع مؤنث غائب	لَنْ يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কখনো করবে না	واحد مذكّر حاضر	لَنْ تَفْعَلَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কখনো করবে না	تثنيه مذكّر حاضر	لَنْ تَفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ কখনো করবে না	جمع مذكّر حاضر	لَنْ تَفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা কখনো করবে না	واحد مؤنث حاضر	لَنْ تَفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা কখনো করবে না	تثنيه مؤنث حاضر	لَنْ تَفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা কখনো করবে না	جمع مؤنث حاضر	لَنْ تَفْعَلْنَ
আমি কখনো করবো না	واحد متكلم	لَنْ أَفْعَلَ
আমরা কখনো করবো না	جمع متكلم	لَنْ نَفْعَلَ

প্রশ্ন: نفی بلن কে কেন نفی بلا এর পরে উল্লেখ করা হলো?

উত্তর: نفی بلا এটি مضارع এর মধ্যে শব্দগতভাবে কোনো পরিবর্তন করে না। আর نفی بلن এটি مضارع এর মধ্যে শব্দগতভাবে পরিবর্তন করে। যে জিনিস কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করে না বরং নিজ অবস্থায় বহাল থাকে তা উত্তম হয়ে থাকে। সুতরাং نفی بلا উত্তম হলো। আর উত্তম সর্বদা আগে আসে ।

প্রশ্ন: لن হরফটি جمع مؤنث غائب وحاضر এই দুই সিগার মধ্যে আমল করে না কেন?

উত্তর: কেননা এদুটি সিগা হলো মাবনি। আর মাবনি কখনো পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন: لن শব্দটি مضارع কে نصب দেয় কেন?

উত্তর: নসবদানকারী হরফসমূহের মধ্য থেকে মূল হরফ হলো أَنْ . আর لن শব্দটি হরফ, হরকত, সাকিন এবং ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদানের দিক থেকে أن এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। আর এই সাদৃশ্যের কারণেই لن শব্দটি مضارع কে نصب প্রদান করে।

প্রশ্ন: لن এটি نون اعرابی কে ফেলে দেয় কেন?

উত্তর: যেহেতু نون اعرابی এটি رفع এর পরিবর্তে আসে আর لن টি رفع কে ফেলে দিয়ে نصب দেয় সেজন্য نون اعرابی কেও ফেলে দেয়।

প্রশ্ন: لَنْ এর অর্থ কী?

উত্তর: মিজান কিতাবের মুসান্নিফের মতে لَنْ এটি ভবিষ্যৎকালে না-বাচকের অর্থকে দৃঢ় করার জন্য আসে। আর আল্লামা জমখশরী রহ. এর নিকট لَنْ এটি تَابِيْد বা সর্বদার অর্থ বুঝানোর জন্য আসে। তবে সঠিক কথা হলো, لَنْ এটি ভবিষ্যৎকালে না-বাচক অর্থ বুঝানোর জন্য আসে। তবে কখনো দৃঢ়তা আর কখনো সর্বদার অর্থ বুঝানোর জন্যও আসে।

প্রশ্ন: بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجہول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী লিখ?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ কৃত হবে না বা করা হবে না এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না , তাকে بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجہول বলে।

গঠনপ্রণালী: مضارع مجہول এর শুরুতে না অর্থবোধক একটি لَن যুক্ত করলেই بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجہول গঠিত হয়ে যাবে। এই لَن টি مضارع معروف এর শুরুতে এসে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যেসকল পরিবর্তন সাধন করেছিল مضارع مجہول এর শুরুতে এসেও সে সকল পরিবর্তন সাধন করবে। যেমন: لَنْ يُفْعَلَ সে একজন পুরুষ কখনো কৃত হবে না। বা সে একজন পুরুষকে কখনো করা হবে না।

بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান

সে একজন পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	واحد مذكّر غائب	لَنْ يُفْعَلَ
তারা দুইজন পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	تثنيه مذكّر غائب	لَنْ يُفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	جمع مذكر غائب	لَنْ يُفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	واحد مؤنث غائب	لَنْ تُفْعَلَ
তারা দুইজন মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	تثنيه مؤنث غائب	لَنْ تُفْعَلَا
তারা সকল মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	جمع مؤنث غائب	لَنْ يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	واحد مذكر حاضر	لَنْ تُفْعَلَ
তোমরা দুইজন পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	تثنيه مذكّر حاضر	لَنْ تُفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	جمع مذكّر حاضر	لَنْ تُفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	واحد مؤنث حاضر	لَنْ تُفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	تثنيه مؤنث حاضر	لَنْ تُفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা কখনো কৃত হবে না/ করা হবে না	جمع مؤنث حاضر	لَنْ تُفْعَلْنَ
আমি কখনো কৃত হবো না/ করা হবে না ত	واحد متكلم	لَنْ أُفْعَلَ
আমরা কখনো কৃত হবো না/ করা হবে না	جمع متكلم	لَنْ نُفْعَلَ

بحث نفى جحد بلم

প্রশ্ন: بحث نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী লিখ?

উত্তর: جحد শব্দটি باب فتح يفتح এর মাসদার। তার আভিধানিক অর্থ হলো: অস্বীকার করা।

তার পারিভাষিক অর্থ হলো: যে فعل এর শুরুতে لم সংযোগ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করেনি বা হয়নি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বোঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে তাকে بحث نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বলে। যেমন: لَمْ يَفْعَلْ সে একজন পুরুষ করেনি।

গঠনপ্রণালী:

এই বহস গঠন করতে হলে ৪ টি কাজ করতে হবে :

১। مضارع مثبت এর শুরুতে "لَمْ" শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে ।

২। مضارع مفرد এর ৫ সিগার শেষে ضمہ এর পরিবর্তে جزم দিতে হবে । যদি حرف علت না থাকে । আর যদি حرف علت থাকে তাহলে শেষ হরফটিই পড়ে যাবে। যেমন: يَضْرِبُ থেকে لَمْ يَضْرِبْ । يَدْعُوْ থেকে لَمْ يَدْعُ

৩। مضارع بانون اعرابی এর সাত সিগার শেষ থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে ।

৪। مضارع مبنی এর দুই সিগাকে আগের অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে ।

তাহলেই بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف গঠিত হয়ে যাবে ।

এ হলো مضارع এর শুরুতে لَمْ আসলে শব্দগত পরিবর্তন:

مضارع এর শুরুতে لَمْ আসলে অর্থগতভাবেও কিছু পরিবর্তন হয়, যেমন:

১। لم এটি فعل مضارع এর মধ্যে এসে তাকে ماضی তথা অতীতকালের অর্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেয় ।

২। مثبت বা হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে منفی বা না-বাচকের অর্থ করে দেয় ।

৩। এবং نفی তথা না-বাচকের অর্থকে দৃঢ় করে দেয় ।

যেমন: لَمْ يَفْعَلْ সে একজন পুরুষ করেনি ।

بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ করেনি	واحد مذکّر غائب	لَمْ يَفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ করেনি	تثنیہ مذکّر غائب	لَمْ يَفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ করেনি	جمع مذکّر غائب	لَمْ يَفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা করেনি	واحد مؤنث غائب	لَمْ تَفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা করেনি	تثنیہ مؤنث غائب	لَمْ تَفْعَلَا

তারা সকল মহিলা করেনি	جمع مؤنث غائب	لَمْ يَفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ করনি	واحد مذكّر حاضر	لَمْ تَفْعَلْ
তোমরা দুইজন পুরুষ করনি	تثنيه مذكّر حاضر	لَمْ تَفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ করনি	جمع مذكّر حاضر	لَمْ تَفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা করনি	واحد مؤنث حاضر	لَمْ تَفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা করনি	تثنيه مؤنث حاضر	لَمْ تَفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা করনি	جمع مؤنث حاضر	لَمْ تَفْعَلْنَ
আমি করিনি	واحد متكلم	لَمْ أَفْعَلْ
আমরা করিনি	جمع متكلم	لَمْ نَفْعَلْ

প্রশ্ন: نفی جحد بلم কে نفی جحد بلم বলে কেন নামকরণ করা হলো?

উত্তর: نفی جحد بلم যেহেত অতীতকালে কোন কাজ অস্তিত্বে আসতে বাধা প্রদান করে তাই তার নাম نفی جحد بلم রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. نفی تاکید بلن কে কেন نفی جحد بلم এর আগে আনলেন?

উত্তর: কেননা لَن এটি فعل مضارع এর শেষকে হরকত প্রদান করা থেকে ফিরিয়ে রাখে না। কিন্তু لَم তার ব্যতিক্রম। এটি فعل مضارع এর শেষকে হরকত প্রদান করা থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং শেষে জযম প্রদান করে। তেমনিভাবে لَن এসে مضارع এর কাল এর মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করে না। কিন্তু لَم এসে مضارع এর মধ্যে পরিবর্তন করে দেয়। সুতরাং لَن এরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। আর শ্রেষ্ঠকে সর্বদা আগে আনতে হয়।

প্রশ্ন: فعل مضارع এর শুরুতে لم আনা হলো কেন?

উত্তর: যাতে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুতাকাল্লিম/বক্তা বুঝে নিতে পারে যে, এটি نفی جحد بلم .

আর جَحْدٌ শব্দটির ج এর মধ্যে فتحہ / যবর দিয়ে এবং ح এর মধ্যে سکون দিয়ে পড়তে হবে। তার অর্থ হলো অস্বীকার করা।

প্রশ্ন: واو.الف. یاء এই হরফগুলোকে হরফে علت বলা হয় কেন?

উত্তর: কেননা এই হরফগুলো تعلیل، ابدال، و اسکان কে গ্রহণ করে। একজন রুগির মেজাজ ও স্বভাবে যেমন দ্রুত ও বেশি বেশি পরিবর্তন সাধিত হয় তেমনি এই হরফগুলোর মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। আর علت শব্দের অর্থও হলো অসুস্থতা। অসুস্থতার সময় রুগ্ন ব্যক্তিগণ এই হরফগুলোকে তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে। এই হরফগুলোর সমষ্টি হলো وَایْ ।

প্রশ্ন: যেমনিভাবে এই হরফগুলোকে وَایْ বলা যায় তেমনিভাবে এগুলোকে তো أوی ও ویا ও বলা যায়। তাহলে এখানে وای এর সঙ্গেই কেন নির্দিষ্ট করা হলো?

উত্তর: যাতে وَایْ শব্দটির (যা অসুস্থ ব্যক্তির মুখ দিয়ে বের হয়) দ্বারা তার নামকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। আর অন্যান্য সমষ্টির মাধ্যমে এমনটা করা সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন: لم এটি দুই সিগা তথা جمع مؤنث غائب ও جمع مؤنث حاضر এর মধ্যে কোনো ধরণের আমল করবে না কেন?
উত্তর:

১. কেননা এই দুই সিগার نون প্রথমত جمع مؤنث এর আলামত আর দ্বিতীয়ত হলো فاعل এর ضمیر ।

২. এবং এই দুটো نون হলো মাবনি। এজন্য এগুলোতে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটবে না।

প্রশ্ন: لَمْ শব্দটি فعل مضارع কে কেন ماضی এর অর্থে রূপান্তর করে দেয়?

উত্তর: لَمْ শব্দটি মূলত إِنْ الشَّرْطِيَّةِ এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। কেননা উভয়টিই হলো جزم প্রদানকারী عامل। আর إِنْ الشَّرْطِيَّةِ এটি ماضى কে مستقبل এর অর্থে পরিণত করে দেয়। তেমনিভাবে তার বিপরীতে لَم এটি مستقبل কে ماضى এর অর্থে পরিণত করে দেয়। حَمْلًا لِلضِّدِّ عَلَى الضِّدِّ

প্রশ্ন: مَا فَعَلَ وَ لَمْ يَفْعَلْ / ماضى منفى ونفى جحد بلم এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: কতক সরফবিদগণ বলেন, এদুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কেউ কেউ এভাবে পার্থক্য করেন যে, مَا فَعَلَ এর অর্থ হলো, অতীতকালের কোন কাজের نفى করা। তবে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে কাজটি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আর لَمْ يَفْعَلْ এর অর্থ হলো, পূর্ণরূপে অস্বীকার করে দেওয়া। যেমনভাবে কাজটি অতীতকালে সংঘটিত হয়নি তেমনিভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতেও সংঘটিত হবে না। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোনো কালেই তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং দেবেনও না।

অথবা বলা যায়: ماضى منفى তা সাধারণভাবে অতীতকালের কোন কিছুকে نفى করে আর نفى جحد بلم দৃঢ়তার সঙ্গে অতীতকালের কোন কিছুকে نفى করে।

প্রশ্ন: لائے نفى ,لن ও لَم এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: এগুলোর মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য হলো: لائے نفى শাব্দিক কোনো আমল করে না। বরং অর্থগতভাবে শুধু এটুকু আমল করে যে, হ্যাঁ-বাচককে না-বাচকে রূপান্তরিত করে দেয়। আর لَن এসে فعل مضارع এর শেষে نصب দেয়। এবং فعل مضارع এর অর্থকে দৃঢ়তাবোধক না-বাচকে ও ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে নির্ধারিত করে দেয়। আর لَمْ এটি فعل مضارع এর শেষে جزم দেয়। এবং فعل مضارع এর অর্থকে না-বাচক অতীতকালের সঙ্গে নির্ধারিত করে দেয়।

প্রশ্ন: نفى جحد بلم ও نفى تاكيد بلن এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: এদুটোর মধ্যে দুই ধরণের পার্থক্য পাওয়া যায়। যথা: শব্দগত পার্থক্য,

যেমন: نفی تاکید بلن এর মধ্যে لن টি فعل مضارع এর পাঁচ সিগার শেষে نصب দেয়। আর نفی جحد بلم এর মধ্যে لم টি فعل مضارع এর পাঁচ সিগার শেষে حرف علت না থাকলে جزم দেয়। আর حرف علت থাকলে তাকে বিলুপ্ত করে দেয়।

অর্থগত পার্থক্য,

যেমন: نفی تاکید بلن ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ দৃঢ়ভাবে না করা কিংবা না হওয়া বোঝায়। যেমন: لَنْ يَفْعَلَ সে একজন পুরুষ কখনো করবে না। আর نفی جحد بلم অতীতকালে সংঘটিত কোন কাজের অস্বীকৃতি বোঝায়। যেমন: لَمْ يَفْعَلْ সে একজন পুরুষ করেনি।

প্রশ্ন: نفی تاکید بلن ও نفی جحد بلم এর মধ্যে اثبات এর বহস কেন হয় না?

উত্তর: যেহেতু এই বহসগুলো نفی এর সঙ্গে নির্দিষ্ট। আর نفی সর্বদা اثبات এর বিপরীত হয়। আর পরস্পরে বিপরীত বস্তু কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই এই দুই বহস থেকে اثبات এর বহস হয় না।

প্রশ্ন: لن و لم এদুটো نون اعرابی কে কেন বিলুপ্ত করে দেয়?

উত্তর: نون اعرابی যা মূলত رفع এর পরিবর্তে আসে। আর لن و لم যেহেতু رفع কে বিলুপ্ত করে দেয় তাই رفع এর বদল نون اعرابی কেও বিলুপ্ত করে দেয়।

প্রশ্ন: بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجهول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ কৃত হয়নি বা করা হয়নি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না, তাকে بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجهول বলে। যেমন: لَمْ يُفْعَلْ সে একজন পুরুষ কৃত হয়নি।

গঠনপ্রণালী: مضارع مجهول এর শুরুতে না অর্থবোধক একটি لَمْ যুক্ত করলেই بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجهول গঠিত হয়ে যাবে। এবং لَمْ টি مضارع معروف এর শুরুতে এসে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন সাধন করেছিল مضارع مجهول এর শুরুতে এসেও

সে সকল পরিবর্তন সাধন করবে। যেমন: لَمْ يُفْعَلْ সে একজন পুরুষ কৃত হয়নি। বা সে একজন পুরুষকে করা হয়নি।

بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ কৃত হয়নি/করা হয়নি	واحد مذکّر غائب	لَمْ يُفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ কৃত হয়নি/করা হয়নি	تثنیہ مذکّر غائب	لَمْ يُفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ কৃত হয়নি/করা হয়নি	جمع مذکّر غائب	لَمْ يُفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা কৃত হয়নি/করা হয়নি	واحد مؤنث غائب	لَمْ تُفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা কৃত হয়নি/করা হয়নি	تثنیہ مؤنث غائب	لَمْ تُفْعَلَا
তারা সকল মহিলা কৃত হয়নি/করা হয়নি	جمع مؤنث غائب	لَمْ يُفْعَلْنَ
তুমি একজন পুরুষ কৃত হওনি/করা হয়নি	واحد مذکّر حاضر	لَمْ تُفْعَلْ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হওনি/করা হয়নি	تثنیہ مذکّر حاضر	لَمْ تُفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হওনি/করা হয়নি	جمع مذکّر حاضر	لَمْ تُفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা কৃত হওনি/করা হয়নি	واحد مؤنث حاضر	لَمْ تُفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হওনি/করা হয়নি	تثنیہ مؤنث حاضر	لَمْ تُفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হওনি/করা হয়নি	جمع مؤنث حاضر	لَمْ تُفْعَلْنَ
আমি কৃত হইনি /করা হয়নি	واحد متکلم	لَمْ أُفْعَلْ
আমরা কৃত হইনি/করা হয়নি	جمع متکلم	لَمْ نُفْعَلْ

بحث لام تاکید بانون تاکید

প্রশ্ন: بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل এর সঙ্গে দৃঢ়তাসূচক لام ও نون যুক্ত করার দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ নিশ্চিতভাবে করবে বা হবে বোঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে, তাকে بحث لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বলে। যেমন: لَيَفْعَلَنَّ অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে। لَيَقْتُلَنَّ অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ হত্যা করবে।

نون تاكيد এর আলোচনা

প্রশ্ন: نون تاكيد কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: نون تاكيد হলো: যে নূন مضارع،امر،نهى এই فعل গুলোর শেষে যুক্ত হয়ে فعل এর অর্থকে জোরদার করে তাকে نون تاكيد বলে।

نون تاكيد দুই প্রকার। ১, نون التاكيد الثقيلة. ২, نون التاكيد الخفيفة.

نون ثقيله ও نون خفيفه এর মধ্যে পার্থক্য:

১. তাশদিদযুক্ত (مشدد) নুনকে نون ثقيلة বলে। এবং سكون যুক্ত نون কে نون خفيفه বলে।

২. مضارع. امر. نهى এর সকল সিগায় نون ثقيله আসে কিন্তু نون خفيفه কখনো ৬ টি সিগা তথা تثنيه এর চার সিগা এবং جمع مؤنث এর দুই সিগায় আসে না।

৩. এই ৬ সিগায় نون ثقيله সর্বদা যের বিশিষ্ট হয় এবং তার পূর্বে একটি الف হয়। جمع مؤنث এর ২ সিগায় যে الف আসে তাকে বলা হয় الف فاصل. এই ৬ সিগা ব্যতীত অন্য সকল সিগায় نون ثقيله সর্বদা فتحه বিশিষ্ট হয়। আর نون خفيفه সর্বদা سكون যুক্ত হয়।

نون خفيفه ও تنوين এর মধ্যে পার্থক্য:

১. تنوين সর্বদা হরকতের অনুগামী হয়। আর نون خفيفه সাধারণত হরকতের অনুগামী হয় না।

২, تنوين অনেক সময় ওয়াকফের অবস্থায় আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু نون خفيفه ওয়াকফের সময় আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয় না।

৩. تنوین সাধারণত ইসম এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আর نون خفیفه সাধারণত فعل এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: لام التاکید কাকে বলে?

উত্তর: যে লাম اسم অথবা فعل এর শুরুতে এসে اسم অথবা فعل এর অর্থকে জোরদার করে তাকেই لام التاکید বলে। এটি সর্বদা فتحه যুক্ত হয়।

গঠনপ্রণালী:

بحث لام تاکید با نون تاکید গঠন করতে হলে ৪ টি কাজ করতে হবে, যথা:

১। শুরুতে لام تاکید এবং শেষে نون تاکید যুক্ত করতে হবে।

২। نون تاکید এর পূর্বে مضارع مفرد এর ৫ সিগায় فتحه দিতে হবে।

৩। ৭ সিগা থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

৪। দুই সিগা তথা جمع مذکر غائب ও حاضر থেকে واو কে ফেলে দিয়ে তার পূর্বে ضمه কে রেখে দিতে হবে। এবং এক সিগা তথা واحد مؤنث حاضر থেকে یاء কে ফেলে দিয়ে তার পূর্বের হরফে کسره কে রেখে দিতে হবে।

তাহলেই لام تاکید با نون تاکید ثقیله در فعل مستقبل معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: لَيَفْعَلَنَّ

بحث لام تاکید با نون تاکید ثقیله در فعل مستقبل معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে	واحد مذكّر غائب	لَيَفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ করবে	تثنیه مذكّر غائب	لَيَفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল পুরুষ করবে	جمع مذكّر غائب	لَيَفْعَلُنَّ
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন মহিলা করবে	واحد مؤنث غائب	لَتَفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা করবে	تثنیه مؤنث غائب	لَتَفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল মহিলা করবে	جمع مؤنث غائب	لَيَفْعَلْنَانِّ

অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ করবে	واحد مذكّر حاضر	لَتَفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ করবে	تثنيه مذكّر حاضر	لَتَفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ করবে	جمع مذكّر حاضر	لَتَفْعَلُنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন মহিলা করবে	واحد مؤنث حاضر	لَتَفْعَلِنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা করবে	تثنيه مؤنث حاضر	لَتَفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা করবে	جمع مؤنث حاضر	لَتَفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই আমি করবো	واحد متكلم	لَأَفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই আমরা করবো	جمع متكلم	لَنَفْعَلَنَّ

প্রশ্ন: لام تاكيد এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: لام تاكيد দ্বারা ঐ لام উদ্দেশ্য যা তাকিদ এর ফায়দা দেয় । এবং حاليه বা বর্তমান কালের অর্থ থেকে খালি হয় । কেননা যদি তার মধ্যে حال বা বর্তমান কালের অর্থ বাকি থাকে তাহলে نون تاكيد (যা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদান করে) তার সঙ্গে একত্রিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে ।

প্রশ্ন: نون تاكيد কোথায় প্রবেশ করে? এই সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য কী?

উত্তর: সিবওয়াইহ রহ. বলেন, نون تاكيد প্রয়োজনবশত ঐ مضارع এর মধ্যে প্রবেশ করা জায়েজ আছে যা طَلَب (আবেদন, চাওয়া) এর অর্থ থেকে খালি হয় ।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের নিকট, نون تاكيد ঐ مستقبل এর সঙ্গে নির্দিষ্ট যার মধ্যে طَلَب এর অর্থ পাওয়া যায়, যেমন. امر. نہی ইত্যাদি । আর যে مستقبل এর মধ্যে শুধু খবরের অর্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে نون تاكيد প্রবেশ করে না যখন তার মধ্যে لام تاكيد প্রবেশ করে ।

প্রশ্ন: لام تاكيد কে نون تاكيد এর আগে আনা হলো কেন?

উত্তর: যদি نون تاكيد কে আগে আনা হয় তাহলে শব্দের শুরুতে সাকিন আনা আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা নিষিদ্ধ। তার আরেকটি কারণ হলো, لام تاكيد টি نون تاكيد এর তুলনায় বেশি শক্তিশালী। কেননা لام تاكيد টি اسم و فعل মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। এজন্যই لام تاكيد কে نون تاكيد এর আগে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. لام تاكيد এটি فعل مستقبل এর শুরুতে প্রবেশ করবে বলেছেন, فعل مضارع এর শুরুতে কেন বলেননি?

উত্তর: এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, কোন শব্দে لام تاكيد প্রবেশ করলে তা সর্বদা مستقبل এর অর্থ দেয়।

প্রশ্ন: نون ثقيله এটি اَصل (মূল) নাকি نون خفيفه. ?

উত্তর: কূফী নাহুবিদদের নিকট نون ثقيله এটি মূল আর نون خفيفه তার فرع (শাখা) আর বসরী নাহুবিদদের নিকট উভয়টিই اَصل বা মূল। এবং এই نون এর মূল হলো সাকিন হওয়া।

প্রশ্ন: যদি এই نون গুলোর মূল সাকিনই হয়ে থাকে তাহলে نون ثقيله এর দ্বিতীয় نون টি متحرک হয় কেন?

উত্তর: যাতে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়।

প্রশ্ন: পাঁচ সিগার মধ্যে نون تاكيد এর পূর্বে সাকিন না দিয়ে فتحه দেওয়া হয় কেন?

উত্তর: যাতে দই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন: الف فاصل কাকে বলে?

উত্তর: যে الف টি نون جمع مؤنث ও نون تاكيد এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য আসে তাকে الف فاصل বলে।

প্রশ্ন: দুটো সিগার মধ্যে কেন الف فاصل আনা হয়?

উত্তর: যাতে তিনটি অতিরিক্ত نون একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়। কেননা তিনটি অতিরিক্ত نون একত্রিত হওয়া আরবি ভাষাবিদদের নিকট অপছন্দনীয়।

প্রশ্ন: لَيَكُوْنَنَّ এর মধ্যেও তো তিনটি نون একত্রিত হয়েছে। তাহলে এর মধ্যে কেন الف فاصل আনা হলো না?

উত্তর: এই তিনটি نون অতিরিক্ত নয়। বরং প্রথমটি মাদ্দাহ এর نون ।

প্রশ্ন: الف কে فصل এর জন্য কেন খাস করা হলো?

উত্তর: কেননা الف সহজ। আর অন্যান্য হরফ الف তুলনায় কঠিন।

প্রশ্ন: جمع مذكّر غائب وحاضر থেকে واو কে ফেলে দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: যাতে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়। দুই সাকিন হলো, جمع এর واو এবং তাশদীদ যুক্ত نون ।

প্রশ্ন: ৬ টি সিগার মধ্যে نون خفيفه আসে না কেন?

উত্তর: যদি এই ৬ টি সিগায় نون خفيفه আসে তাহলে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে। দুই সাকিন হলো, الف এবং نون خفيفه.

প্রশ্ন: ৬ টি সিগা ছাড়া বাকি সিগাগুলোতে نون خفيفه আসে কেন?

উত্তর: কেননা তখন مانع نون خفيفه (নূনে খফীফাকে বাধা প্রদানকারী) কোনো কিছু পাওয়া যায় না। এমন সিগা হলো মোট ৮ টি।

প্রশ্ন: نون اعرابى এর সঙ্গে نون تاكيد কেন একত্রিত হয় না?

উত্তর: ১. যাতে তিনটি نون একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়। ঐ তিনটি نون হলো,

১. نون اعرابى. ২. এবং نون تاكيد দুই نون

২. তাছাড়া نون اعرابى হলো معرب এর আলামত। আর نون تاكيد যুক্ত হওয়ার দ্বারা مضارع মূলত مبنى তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই نون اعرابى তখন আর বাকি থাকতে পারে না। কেননা معرب সে مبنى এর বিপরীত। তাই نون تاكيد আসলে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৩. এবং نون اعرابی এটি رفع এর اعراب এর পরিবর্তে আসে। এবং نون تاکید এর পূর্বে মাবনি হয়। সুতরাং اعراب এর জায়গা আর বাকি থাকলো না। এজন্যই نون اعرابی কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: لام تاکید بانون تاکید থেকে نفی এর বহস আসে না কেন?

উত্তর: لام تاکید بانون تاکید যেহেতু اثبات এর تاکید এর জন্য আসে তাই তার মধ্য থেকে نفی এর বহস আসে না। কেননা اثبات ও نفی একটি আরেকটির বিপরীত। আর পরস্পর বিপরীত দুটি বস্তু কখনো একত্রিত হয় না।

প্রশ্ন: بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী কী?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে فعل দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ নিশ্চিতভাবে কৃত হবে বা করা হবে বোঝায় এবং তার فاعل জানা থাকে না, তাকে بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول বলে। যেমন: لَيُفْعَلَنَّ অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ কৃত হবে।

গঠনপ্রণালী: فعل مضارع مجہول এর শুরুতে لام تاکید এবং শেষে نون تاکید বাড়াতে হবে। আর অন্যান্য পরিবর্তনগুলো بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف এর মতোই হবে।

بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ কৃত হবে /করা হবে	واحد مذکّر غائب	لَيُفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	تثنیہ مذکّر غائب	لَيُفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	جمع مذکّر غائب	لَيُفْعَلُنَّ
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	واحد مؤنث غائب	لَتُفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	تثنیہ مؤنث غائب	لَتُفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	جمع مؤنث غائب	لَيُفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	واحد مذکّر حاضر	لَتُفْعَلَنَّ

অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	تثنیہ مذکّر حاضر	لَتُفْعَلَانَّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	جمع مذکّر حاضر	لَتُفْعَلُنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	واحد مؤنث حاضر	لَتُفْعَلِنَّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	تثنیہ مؤنث حاضر	لَتُفْعَلَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	جمع مؤنث حاضر	لَتُفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই অবশ্যই আমি কৃত হবো/ আমাকে করা হবে	واحد متکلم	لَأُفْعَلَنَّ
অবশ্যই অবশ্যই আমরা কৃত হবো / আমাদেরকে করা হবে	جمع متکلم	لَنُفْعَلَنَّ

بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف এর সংজ্ঞা بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف এর সংজ্ঞার মতোই। আর তার গঠনপ্রণালী পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول এর সংজ্ঞা بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول এর সংজ্ঞার মতোই। তার গঠনপ্রণালীও পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে ।

بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ করবে	واحد مذکّر غائب	لَيَفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল পুরুষ করবে	جمع مذکّر غائب	لَيَفْعَلُنْ
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন মহিলা করবে	واحد مؤنث غائب	لَتَفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ করবে	واحد مذکّر حاضر	لَتَفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ করবে	جمع مذکّر حاضر	لَتَفْعَلُنْ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন মহিলা করবে	واحد مؤنث حاضر	لَتَفْعَلِنْ
অবশ্যই অবশ্যই আমি করবো	واحد متکلم	لَأَفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই আমরা করবো	جمع متکلم	لَنَفْعَلَنْ

بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন পুরুষ কৃত হবে /করা হবে	واحد مذکّر غائب	لَيُفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তারা সকল পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	جمع مذکّر غائب	لَيُفْعَلُنْ
অবশ্যই অবশ্যই সে একজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	واحد مؤنث غائب	لَتُفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	واحد مذکّر حاضر	لَتُفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কৃত হবে/ করা হবে	جمع مذکّر حاضر	لَتُفْعَلُنْ
অবশ্যই অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হবে/ করা হবে	واحد مؤنث حاضر	لَتُفْعَلِنْ
অবশ্যই অবশ্যই আমি কৃত হবো/ আমাকে করা হবে	واحد متکلم	لَأُفْعَلَنْ
অবশ্যই অবশ্যই আমরা কৃত হবো / আমাদেরকে করা হবে	جمع متکلم	لَنُفْعَلَنْ

بحث أمر

أمر এর আভিধানিক অর্থ হলো: আদেশ করা।

তার পারিভাষিক অর্থ হলো: যে فعل দ্বারা কোন কাজ করার আদেশ বা অনুরোধ বুঝায় তাকে فعل أمر বলে। যেমন: اِفْعَلْ তুমি করো। اُنْصُرْ তুমি সাহায্য করো।

أمر গঠন করতে হয় فعل مضارع থেকে।

غائب থেকে غائب

حاضر থেকে حاضر

متکلم থেকে متکلم

معروف থেকে معروف

مجہول থেকে مجہول গঠিত হবে।

* ছাত্রদেরকে أمر বুঝানোর জন্য প্রথমে এই উদাহরণগুলো মুখস্ত করিয়ে নিলে أمر বুঝা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে:

١. تَعِدُ – عِدْ ، تَضَعُ– ضَعْ ، تَقِ – قِ

٢. تَسْمَعُ – اِسْمَعْ ، تَضْرِبُ – اِضْرِبْ، تَرْمِيْ – اِرْمِ ، تَخْشٰى – اِخْشَ

٣. تَنْصُرُ – أُنْصُرْ، تَدْعُوْ – أُدْعُ

٤. لِيَدْعُ، لِيَرْمِ، لِيَخْشَ.

أمر এর গঠনপ্রণালী

- বহস أمر حاضر معروف গঠন করতে হলে প্রথমে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

এবং দেখতে হবে তারপরের হরফ مُتَحَرِّكٌ নাকি سَاكِن, যদি مُتَحَرِّكٌ হয় তাহলে সেভাবেই রেখে দিতে হবে। শুরুতে আর কোনো কাজ করতে হবে না। আর যদি ساكن হয় তাহলে عين كلمه কে দেখতে হবে। عين كلمه যদি مفتوح বা مكسور হয় তাহলে শুরুতে একটি همزة مكسورة বৃদ্ধি করে দিতে হবে।

আর যদি مضموم হয় তাহলে শুরুতে একটি همزة مضمومه বৃদ্ধি করতে হবে।

তারপর لام كلمه এর মধ্যে যদি حرف علت হয় তাহলে তা ফেলে দিতে হবে। আর যদি না হয় তাহলে ساكن করতে হবে।

** نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

** جمع مؤنث এর نون যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

** তাহলেই بحث أمر حاضر معروف এর সিগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: أُنْصُرْ و .اِفْعَلْ.

বাংলায় أمر حاضر এর আলামত হলো: শব্দের শেষে "ো" কার হওয়া। শব্দে উল্লেখ না থাকলেও উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া হবে। যেমন: তুমি করো/কর। তোমরা করো/কর।

بحث امر حاضر معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান

তুমি একজন পুরুষ করো	واحد مذكّر حاضر	اِفْعَلْ
তোমরা দুইজন পুরুষ করো	تثنیہ مذكّر حاضر	اِفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ করো	جمع مذكّر حاضر	اِفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা করো	واحد مؤنث حاضر	اِفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা করো	تثنیہ مؤنث حاضر	اِفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা করো	جمع مؤنث حاضر	اِفْعَلْنَ

প্রশ্ন: امر حاضر مجہول وامر غائب معروف و مجہول গঠন করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: امر حاضر مجہول وامر غائب معروف و مجہول গঠন করতে হলে مضارع এর শুরুতে لام امر مکسور বৃদ্ধি করে দিতে হবে। এবং শেষে ساکن করতে হবে যদি حرف علت না থাকে। আর যদি থাকে তাহলে ফেলে দিতে হবে।

** نون اعرابی পড়ে যাবে।

** جمع مؤنث এর نون যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

** আর نون تاکید যেমন فعل مضارع এর মধ্যে আসে তেমনই امر এর মধ্যেও আসে। যেমন: لِيَفْعَلْ. لِيَفْعَلَنَّ. و لِيَفْعَلَنْ ইত্যাদি।

আর যে فعل দ্বারা কোন কাজের আদেশ বা অনুরোধ জোরদারভাবে করা হয় তাকে بحث امر بانون خفیفہ ও بحث امر بانون ثقیلہ বলে।

বাংলায় امر غائب এর আলামত হলো: শব্দের মধ্যে: "যেন, উচিত" ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যাওয়া। যেমন: সে / তারা যেন করে। আমি/ আমরা যেন করি। তার/তাদের করা উচিত। আমার / আমাদের করা উচিত।

بحث امر حاضر مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
তুমি একজন পুরুষ কৃত হও	واحد مذكّر حاضر	لِتُفْعَلْ

তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হও	تثنیہ مذکّر حاضر	لِتُفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হও	جمع مذکّر حاضر	لِتُفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা কৃত হও	واحد مؤنث حاضر	لِتُفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হও	تثنیہ مؤنث حاضر	لِتُفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হও	جمع مؤنث حاضر	لِتُفْعَلْنَ

بحث امر غائب معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ যেন করে	واحد مذکّر غائب	لِيَفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ যেন করে	تثنیہ مذکّر غائب	لِيَفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ যেন করে	جمع مذکّر غائب	لِيَفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা যেন করে	واحد مؤنث غائب	لِتَفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা যেন করে	تثنیہ مؤنث غائب	لِتَفْعَلَا
তারা সকল মহিলা যেন করে	جمع مؤنث غائب	لِيَفْعَلْنَ
আমি যেন করি	واحد متکلم	لِأَفْعَلْ
আমরা যেন করি	جمع متکلم	لِنَفْعَلْ

بحث امر غائب مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ যেন কৃত হয়	واحد مذکّر غائب	لِيُفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ যেন কৃত হয়	تثنیہ مذکّر غائب	لِيُفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ যেন কৃত হয়	جمع مذکّر غائب	لِيُفْعَلُوْا

সে একজন মহিলা যেন কৃত হয়	واحد مؤنث غائب	لِتُفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা যেন কৃত হয়	تثنیہ مؤنث غائب	لِتُفْعَلَا
তারা সকল মহিলা যেন কৃত হয়	جمع مؤنث غائب	لِيُفْعَلْنَ
আমি যেন কৃত হই	واحد متکلم	لِأُفْعَلْ
আমরা যেন কৃত হই	جمع متکلم	لِنُفْعَلْ

بحث امر حاضر معروف بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কর	واحد مذکّر حاضر	اِفْعَلَنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ কর	تثنیہ مذکّر حاضر	اِفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কর	جمع مذکّر حاضر	اِفْعَلُنَّ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কর	واحد مؤنث حاضر	اِفْعَلِنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা কর	تثنیہ مؤنث حاضر	اِفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা কর	جمع مؤنث حاضر	اِفْعَلْنَانِّ

بحث امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হও	واحد مذکّر حاضر	لِتُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হও	تثنیہ مذکّر حاضر	لِتُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কৃত হও	جمع مذکّر حاضر	لِتُفْعَلُنَّ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হও	واحد مؤنث حاضر	لِتُفْعَلِنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হও	تثنیہ مؤنث حاضر	لِتُفْعَلَانِّ

অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা কৃত হও	جمع مؤنث حاضر	لِتُفْعَلْنَانِّ

بحث امر غائب معروف بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন করে	واحد مذكّر غائب	لِيَفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ যেন করে	تثنيه مذكّر غائب	لِيَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন করে	جمع مذكّر غائب	لِيَفْعَلُنَّ
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন করে	واحد مؤنث غائب	لِتَفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা যেন করে	تثنيه مؤنث غائب	لِتَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল মহিলা যেন করে	جمع مؤنث غائب	لِيَفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই আমি যেন করি	واحد متكلم	لِأَفْعَلَنَّ
অবশ্যই আমরা যেন করি	جمع متكلم	لِنَفْعَلَنَّ

بحث امر غائب مجہول بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন কৃত হয়	واحد مذكّر غائب	لِيُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ যেন কৃত হয়	تثنيه مذكّر غائب	لِيُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন কৃত হয়	جمع مذكّر غائب	لِيُفْعَلُنَّ
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন কৃত হয়	واحد مؤنث غائب	لِتُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা যেন কৃত হয়	تثنيه مؤنث غائب	لِتُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল মহিলা যেন কৃত হয়	جمع مؤنث غائب	لِيُفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই আমি যেন কৃত হই	واحد متكلم	لِأُفْعَلَنَّ

অবশ্যই আমরা যেন কৃত হই	جمع متکلم	لِنُفْعَلَنَّ

بحث امر حاضر معروف بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কর	واحد مذکّر حاضر	اِفْعَلَنْ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কর	جمع مذکّر حاضر	اِفْعَلُنْ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কর	واحد مؤنث حاضر	اِفْعَلِنْ

بحث امر حاضر مجہول بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হও	واحد مذکّر حاضر	لِتُفْعَلَنْ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কৃত হও	جمع مذکّر حاضر	لِتُفْعَلُنْ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হও	واحد مؤنث حاضر	لِتُفْعَلِنْ

بحث امر غائب معروف بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন করে	واحد مذکّر غائب	لِيَفْعَلَنْ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন করে	جمع مذکّر غائب	لِيَفْعَلُنْ
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন করে	واحد مؤنث غائب	لِتَفْعَلَنْ
অবশ্যই আমি যেন করি	واحد متکلم	لِأَفْعَلَنْ
অবশ্যই আমরা যেন করি	جمع متکلم	لِنَفْعَلَنْ

بحث امر غائب مجہول بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন কৃত হয়	واحد مذكّر غائب	لِيُفْعَلْ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন কৃত হয়	جمع مذكّر غائب	لِيُفْعَلُوْا
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন কৃত হয়	واحد مؤنث غائب	لِتُفْعَلْ
অবশ্যই আমি যেন কৃত হই	واحد متکلم	لِأُفْعَلْ
অবশ্যই আমরা যেন কৃত হই	جمع متکلم	لِنُفْعَلْ

প্রশ্ন: أمر এর সংজ্ঞা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো?

উত্তর: أمر ঐ فعل কে বলে যা فاعل থেকে কোন কাজ চাওয়া বুঝায়। متكلّم নিজেকে বড় মনে করুক অথবা সমান সমান মনে করুক অথবা ছোট মনে করুক, অথবা কোন কিছু মনে না করুক।

তবে أصول বিদদের নিকট أمر এর মধ্যে متكلّم নিজেকে বড় মনে করতে হবে। আর যে চাওয়া (طلب) নম্রতা কিংবা অপারগতার সঙ্গে হয় তাকে (دُعَا) দোয়া বলা হয়। আর যে চাওয়া বরাবর থেকে হয় তাকে إِلْتِمَاس বলে।

প্রশ্ন: فعل أمر এর মধ্যে কোন কোন কাল পাওয়া যায়?

উত্তর: فعل أمر এর মধ্যে শুধু ভবিষ্যৎ কাল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: فعل أمر কে فعل مضارع থেকে বানানো হয় কেন?

উত্তর: এজন্য যে, أمر ও مضارع এর মধ্যে প্রকাশ্য সম্পর্ক আছে। কেননা এই উভয়টি ভবিষ্যৎ কালকে বুঝায়। কিন্তু ماضى তার ব্যতিক্রম। তার মধ্যে ও أمر এর মধ্যে এই সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন: أمر متکلم এর সিগাকে কেন আলাদা আনা হলো না?

উত্তর: أمر متکلم এর সিগা مستقبل এর অন্তর্ভুক্ত। আর তার সিগা কম হওয়ায় أمر غائب এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: امر حاضر এর মধ্য থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: এজন্য ফেলে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওয়াকফ্ করার সময় مضارع এর সঙ্গে امر মিলে না যায়।

প্রশ্ন: علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার জন্য শুধু امر حاضر معروف কেই নির্ধারণ করা হলো কেন?

উত্তর: কেননা امر حاضر معروف এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। বেশি ব্যবহৃত শব্দ সহজতার উপযোগী হয়।

প্রশ্ন: علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর তাতে আবার হামজা নিয়ে আসা হয়, তাহলে সহজতা থাকলো কোথায়?

উত্তর: همزة وصل আনা জরুরি নয়। যেমন, عِدْ. ضَعْ. قِ. এর মধ্যে همزة وصل আসে না। তেমনিভাবে همزة وصل তার পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলে আসার সময় পড়ে যায়। যেমন, ثُمَّ اطْلُبْ. এজন্য তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

প্রশ্ন: امر حاضر معروف বানানোর কায়দাকে আগে বলা হলো কেন?

উত্তর: প্রকৃত امر মূলত امر حاضر معروف ই। আর امر غائب. متكلّم. مجهول এগুলো মূলত مضارع এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন: عِدْ ও ضَعْ এদুটো শব্দের মাসদার ও অর্থ কী?

উত্তর: عِدْ এর মাসদার اَلْوَعْدُ অর্থ হলো ওয়াদা করা। বাবে ضَرَبَ থেকে। আর ضَعْ এর মাসদার اَلْوَضْعُ অর্থ রাখা বাবে فَتَحَ থেকে।

প্রশ্ন: قِ এবং اِخْشَ এদুটো কোন মাসদার থেকে এবং এগুলোর অর্থ কী?

উত্তর: قِ এর মাসদার اَلْوِقَايَةُ বাবে ضَرَبَ থেকে সিগা واحد مذكّر حاضر বহস امر حاضر معروف যা تَقِيْ থেকে। শুরু থেকে علامت مضارع ও শেষ থেকে حرف علت বিলুপ্ত করে গঠন করা হয়েছে। অর্থ হলো: তুমি রক্ষা করো। এবং اِخْشَ এর মাসদার اَلْخَشْيَةُ বাবে سَمِعَ থেকে। সিগা واحد مذكّر حاضر বহস امر حاضر معروف যার অর্থ হলো: তুমি ভয় করো।

প্রশ্ন: همزہ وصل কাকে বলে?
উত্তর: তার বর্ণনা মুনশায়িব এর মধ্যে বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: أمر এর শেষে সাকিন কোথা থেকে আসল?

উত্তর: فعل এর মূল হলো مبنى হওয়া। আর مضارع এটি اسم فاعل এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখার কারণে معرب হয়ে গেছে। আর যখন তার থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়া হলো তখন اسم فاعل এর সঙ্গে আর সাদৃশ্য বাকি থাকলো না। সুতরাং مانع বা নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কারণে মূল ভিত্তিতে ফিরে আসবে। এজন্য আমর مبني على السكون হয়েছে।

প্রশ্ন: عين কালিমার মধ্যে পেশ হলে পেশ বিশিষ্ট همزہ وصل আনতে হয় কেন?

উত্তর: ১. عين কালিমার অনুসরণ করে।

২. যদি همزہ وصل কে যের দেওয়া হয় তাহলে যের থেকে পেশ এর দিকে বের হয়ে আসা আবশ্যক হবে। আর তা কঠিন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: مضارع এর عين কালিমায় যবর অথবা যের হওয়ার সময় শুরুতে همزة وصل مكسور কেন আনা হয়?

উত্তর: فتحة হলো সবচেয়ে সহজ হরকত। ضمه সবচেয়ে কঠিন হরকত। আর كسره হলো মধ্যম হরকত। এটি বেশি কঠিনও নয় আবার বেশি সহজও নয়। আর সকল কাজে যেহেতু মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম সেজন্য همزة وصل مكسور আনা হয়েছে।

প্রশ্ন: همزة مفتوح কেন আনা হলো না?

উত্তর: কেননা همزة مفتوح যদি আনা হয় তাহলে وقف এর সময় مضارع واحد متكلم এর সঙ্গে মিলে যাবে।

প্রশ্ন: لام أمر কেন যের বিশিষ্ট হয়?

উত্তর: ১. لام جارة বা হরফে জর এর لام এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে।

২. যেন لام أمر ও لام تاكيد এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। অন্যথায় দুটো একসঙ্গে মিলে যাবে।

প্রশ্ন: لام أمر ও لام تاکید এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. لام أمر টি مکسور হয় এবং তার অর্থের মধ্যে 'যেন বা উচিত' শব্দ বাড়াতে হয়। আর لام تاکید টি مفتوح হয় এবং তার অর্থের মধ্যে নিশ্চই বা অবশ্যই শব্দ বাড়াতে হয়।

২. لام أمر টি أمر غائب معروف و مجهول ও أمر حاضر مجهول এর মধ্যে প্রবেশ করে। আর لام تاکید টি فعل مضارع এর মধ্যে প্রবেশ করে।

৩. لام أمر হলো আমেল কিন্তু لام تاکید টি আমেল নয়।

প্রশ্ন: أمر حاضر مجهول থেকে কেন علامت مضارع কে বিলুপ্ত করা হলো না?

উত্তর: যেহেতু এটি قليل الإستعمال বা কম ব্যবহৃত হয়, তাই তাতে হরফ বেশি আনাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: أمر থেকে نون اعرابی কেন ফেলে দেওয়া হয়?

উত্তর: কেননা نون اعرابی মূলত اعراب এর পরিবর্তে আসে, আর أمر তো মু'রাব-ই না, বরং মাবনি। আর মাবনির মধ্যে তো ই'রাব এর কোনো প্রয়োজন নেই। তাই নূনে اعرابي কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: اِفْعَلَنَّ এখানে لام এর মধ্যে হরকত দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: যাতে لام ও তাশদীদ যুক্ত নূন এর মধ্যে اجتماع ساكنين বা দুই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়।

প্রশ্ন: তাহলে এখানে যবরকে কেন নির্দিষ্ট করা হলো?

উত্তর: কেননা যবর হলো সবচেয়ে সহজ হরকত।

প্রশ্ন: جمع مذكّر حاضر এর সিগার মধ্য থেকে واو কে এবং واحد مؤنث حاضر এর সিগা থেকে ياء কে কেন ফেলে দেওয়া হলো?

উত্তর: যেন واو ও ياء এবং তাশদীদ যুক্ত نون এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া আবশ্যক না হয়।

প্রশ্ন: তাহলে اِفْعَلَانِّ এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়া সত্যেও কেন الف কে বিলুপ্ত করা হলো না?

উত্তর: যেন واحد এর সিগার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়।

بحث نہی

প্রশ্ন: نہی এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী বর্ণনা করো?

উত্তর: نہی শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: নিষেধ করা, বাধা দেওয়া।

পারিভাষিক অর্থ হলো: যে فعل দ্বারা কোন কাজ করা থেকে নিষেধ বুঝায় তাকে فعل نہی বলে। যেমন: لَا تَفْعَلْ তুমি করো না। لَا تَنْصُرْ তুমি সাহায্য করো না।

তার গঠনপ্রণালী

نہی বানাতে হলে فعل مضارع এর শুরুতে لائے نہی বাড়িয়ে দিতে হবে। তা এসে مضارع এর মধ্যে কয়েকটি কাজ করবে।

১. মুজারে مفرد এর পাঁচ সিগার শেষে جزم দেবে। যদি حرف علت না থাকে। আর থাকলে তা ফেলে দিতে হবে।

২. মুজারে' بانون اعرابی এর সাত সিগা থেকে نون اعرابی ফেলে দেবে।

৩. মুজারে' مبنی এর ২ সিগাকে আগের অবস্থায় রেখে দেবে।

** আর نون تاکید যেমন فعل مضارع এর মধ্যে আসে তেমনি نہی এর মধ্যেও আসে।

বাংলায় نہی এর আলামত امر এর আলামতের মতোই। শুধু শব্দের মধ্যে "না" বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: তুমি / তোমরা করো না। সে / তারা যেন না করে। আমি / আমরা যেন না করি। তার / তাদের করা উচিত না। আমার / আমাদের করা উচিত না, ইত্যাদি।

بحث نہی حاضر معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
তুমি একজন পুরুষ করো না	واحد مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلْ
তোমরা দুইজন পুরুষ করো না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلَا

তোমরা সকল পুরুষ করো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা করো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা করো না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা করো না	جمع مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلْنَ

بحث نہی حاضر مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়ো না	واحد مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلْ
তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হয়ো না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلَا
তোমরা সকল পুরুষ কৃত হয়ো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلُوْا
তুমি একজন মহিলা কৃত হয়ো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلِيْ
তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হয়ো না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلَا
তোমরা সকল মহিলা কৃত হয়ো না	جمع مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلْنَ

بحث نہی غائب معروف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ যেন না করে	واحد مذکّر غائب	لَا يَفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ যেন না করে	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يَفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ যেন না করে	جمع مذکّر غائب	لَا يَفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা যেন না করে	واحد مؤنث غائب	لَا تَفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা যেন না করে	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تَفْعَلَا
তারা সকল মহিলা যেন না করে	جمع مؤنث غائب	لَا يَفْعَلْنَ
আমি যেন না করি	واحد متکلم	لَا أَفْعَلْ

আমরা যেন না করি	جمع متکلم	لَا نَفْعَلْ

بحث نہی غائب مجہول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
সে একজন পুরুষ যেন কৃত না হয়	واحد مذکّر غائب	لَا يُفْعَلْ
তারা দুইজন পুরুষ যেন কৃত না হয়	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يُفْعَلَا
তারা সকল পুরুষ যেন কৃত না হয়	جمع مذکّر غائب	لَا يُفْعَلُوْا
সে একজন মহিলা যেন কৃত না হয়	واحد مؤنث غائب	لَا تُفْعَلْ
তারা দুইজন মহিলা যেন কৃত না হয়	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تُفْعَلَا
তারা সকল মহিলা যেন কৃত না হয়	جمع مؤنث غائب	لَا يُفْعَلْنَ
আমি যেন কৃত না হই	واحد متکلم	لَا أُفْعَلْ
আমরা যেন কৃত না হই	جمع متکلم	لَا نُفْعَلْ

بحث نہی حاضر معروف بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ করো না	واحد مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلَنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ করো না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ করো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلُنَّ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা করো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلِنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা করো না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা করো না	جمع مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلْنَانِّ

بحث نہی حاضر مجہول بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান

অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়ো না	واحد مذكّر حاضر	لَا تُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন পুরুষ কৃত হয়ো না	تثنیہ مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلَانِّ
তু অবশ্যই মরা সকল পুরুষ কৃত হয়ো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلُنَّ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হয়ো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلِنَّ
অবশ্যই তোমরা দুইজন মহিলা কৃত হয়ো না	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তোমরা সকল মহিলা কৃত হয়ো না	جمع مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلْنَانِّ

بحث نہی غائب معروف بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন না করে	واحد مذکّر غائب	لَا يَفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ যেন না করে	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন না করে	جمع مذکّر غائب	لَا يَفْعَلُنَّ
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন না করে	واحد مؤنث غائب	لَا تَفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা যেন না করে	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تَفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল মহিলা যেন না করে	جمع مؤنث غائب	لَا يَفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই আমি যেন না করি	واحد متکلم	لَا أَفْعَلَنَّ
অবশ্যই আমরা যেন না করি	جمع متکلم	لَا نَفْعَلَنَّ

بحث نہی غائب مجہول بانون ثقیلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন কৃত না হয়	واحد مذکّر غائب	لَا يُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন পুরুষ যেন কৃত না হয়	تثنیہ مذکّر غائب	لَا يُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন কৃত না হয়	جمع مذکّر غائب	لَا يُفْعَلُنَّ

অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন কৃত না হয়	واحد مؤنث غائب	لَا تُفْعَلَنَّ
অবশ্যই তারা দুইজন মহিলা যেন কৃত না হয়	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تُفْعَلَانِّ
অবশ্যই তারা সকল মহিলা যেন কৃত না হয়	جمع مؤنث غائب	لَا يُفْعَلْنَانِّ
অবশ্যই আমি যেন কৃত না হই	واحد متکلم	لَا أُفْعَلَنَّ
অবশ্যই আমরা যেন কৃত না হই	جمع متکلم	لَا نُفْعَلَنَّ

بحث نہی حاضر معروف بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ করো না	واحد مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلَنْ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ করো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تَفْعَلُنْ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা করো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تَفْعَلِنْ

بحث نہی حاضر مجہول بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই তুমি একজন পুরুষ কৃত হয়ো না	واحد مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلَنْ
অবশ্যই তোমরা সকল পুরুষ কৃত হয়ো না	جمع مذکّر حاضر	لَا تُفْعَلُنْ
অবশ্যই তুমি একজন মহিলা কৃত হয়ো না	واحد مؤنث حاضر	لَا تُفْعَلِنْ

بحث نہی غائب معروف بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন না করে	واحد مذکّر غائب	لَا يَفْعَلَنْ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন না করে	جمع مذکّر غائب	لَا يَفْعَلُنْ

অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন না করে	واحد مؤنث غائب	لَا تَفْعَلَنْ
অবশ্যই আমি যেন না করি	واحد متكلم	لَا أَفْعَلَنْ
অবশ্যই আমরা যেন না করি	جمع متكلم	لَا نَفْعَلَنْ

بحث نہی غائب مجہول بانون خفیفہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
অবশ্যই সে একজন পুরুষ যেন কৃত না হয়	واحد مذكّر غائب	لَا يُفْعَلَنْ
অবশ্যই তারা সকল পুরুষ যেন কৃত না হয়	جمع مذكّر غائب	لَا يُفْعَلُنْ
অবশ্যই সে একজন মহিলা যেন কৃত না হয়	واحد مؤنث غائب	لَا تُفْعَلَنْ
অবশ্যই আমি যেন কৃত না হই	واحد متكلم	لَا أُفْعَلَنْ
অবশ্যই আমরা যেন কৃত না হই	جمع متكلم	لَا نُفْعَلَنْ

প্রশ্ন: এই فعل সমূহকে نہی বলে কেন নামকরণ করা হয়েছে?

উত্তর: কেননা نہی এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন কাজ বা কথা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। এই সমস্ত فعل দ্বারা যেহেতু কাজ বা কথা থেকে বিরত রাখা হয় এজন্য এগুলোর নাম نہی রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: أمر এর বহসকে نہی এর বহসের আগে আনা হলো কেন?

উত্তর: نہی এর বহসের মধ্যে نہی এর হরফ আসে যা عدم বা অস্তিত্বহীনতা, অবিদ্যমানতা বুঝায়। তবে أمر এর মধ্যে এমন কোন হরফ আসে না। আর মর্যাদার দিক থেকে অস্তিত্বশীল বিষয় অস্তিত্বহীন এর ওপর প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন: لائے نہی ও لائے نفی এর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর: দুটি পার্থক্য আছে: ১. শব্দগত পার্থক্য। ২. অর্থগত পার্থক্য।

শাব্দগত পার্থক্য: لائے نفی এটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে কোনো আমল করে না। আর لائے نہی এটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে পাঁচ সিগার শেষে জজম দেয় এবং সাত সিগা থেকে نون اعرابی কে ফেলে দেয়।

অর্থগত পার্থক্য لائے نفی এটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে حال ও مستقبل এর হ্যাঁ-বাচকের অর্থকে না-বাচক করে দেয়। আর لائے نہی এটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে مضارع এর অর্থকে مستقبل এর সঙ্গে নিদির্ষ্ট করে দেয়।

তাছাড়া আরেকটি পার্থক্য হলো: لائے نہی এর ক্ষেত্রে منہی عنہ তথা যে কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে তা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর لائے نفی এর ক্ষেত্রে তা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন: لائے نہی কেন جزم দেয়?

উত্তর: لائے نہی এটি لام أمر এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। কেননা لام أمر এটি طلب فعل বা কোন কাজ করার আবেদনের জন্য আসে আর لائے نہی এটি কোন طلب ترک فعل কোন কাজ ছেড়ে দেওয়ার আবেদনের জন্য আসে। সুতরাং উভয়টি আবেদনের দিক থেকে অংশীদার। এজন্য আমলের দিক দিয়েও অংশীদারপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: لائے نہی এটি نون اعرابی কে ফেলে দেয় কেন?

উত্তর: কেননা نون اعرابی হলো, اعراب رفع এর পরিবর্তে আসে। আর لائے نہی এটি اعراب কে ফেলে দেয়। সুতরাং نون اعرابی যা اعراب এর পরিবর্তে আসে তাকেও ফেলে দেবে।

اسم এর প্রকারভেদ

গঠনগত দিক থেকে اسم ৩ প্রকার: ১. اسم جامد ২. اسم مشتق ৩. اسم مصدر

اسم جامد এমন اسم কে বলে যে নিজেও কোনো শব্দ থেকে বের হয়ে আসেনি এবং তার থেকেও কোনো শব্দ বের হয়নি। যেমন: کتاب

اسم مصدر এমন اسم কে বলে যার থেকে فعل ও বিভিন্ন اسم নির্গত হয়। যেমন: اَلضَّرْبُ، اَلنَّصْرُ

اسم مشتق এমন اسم কে বলে যা فعل থেকে নির্গত হয়। যেমন: نَاصِرٌ، مَضْرُوْبٌ

اسم مشتق এর প্রকারভেদ

اسم مشتق মোট সাত প্রকার:

১. اسم فاعل যেমন: فَاعِل . ২. اسم مفعول যেমন: مَفْعُوْل. ৩. اسم ظرف যেমন: مَفْعَل. ৪. اسم آله যেমন: مِفْعَلٌ . ৫. اسم تفضيل যেমন: أَفْعَلُ . ৬. صفة مشبه যেমন: فَعِيْلٌ. ৭. اسم فاعل مبالغه যেমন: فَعَّالٌ

প্রশ্ন: اسم مشتق কোন فعل থেকে গঠিত হয়?

উত্তর: اسم مشتق এর সকল প্রকার مضارع معروف এর واحد مذكّر غائب এর সিগা থেকে গঠিত হয়। কেবল اسم مفعول টি مضارع مجهول এর واحد مذكّر غائب এর সিগা থেকে গঠিত হয়।

প্রশ্ন: اِشْتِقَاق، مُشْتَقٌّ، مُشْتَقٌّ مِنْهُ এর পরিচয় দাও?

উত্তর: اِشْتِقَاق এর আভিধানিক অর্থ হলো: বিদীর্ণ করা, বের করা।

পারিভাষিক অর্থ হলো: একটি শব্দ থেকে আরেকটি শব্দকে এমনভাবে গঠন করা যে, উভয়টি শব্দগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ও এক থাকে। যেমন: ضَارِبٌ যা يَضْرِبُ থেকে বের হয়ে এসেছে। এখানে উভয়টি শব্দগত ও অর্থগতভাবে মিল রয়েছে।

مُشْتَقٌّ এর সংজ্ঞা: যে শব্দ অন্য শব্দ থেকে বের হয় তাকে مُشْتَقٌّ বলে।

مُشْتَقٌّ مِنْهُ বলা হয়, যার থেকে অন্য শব্দ বের হয়। যেমন: ضَارِبٌ যা يَضْرِبُ থেকে বের হয়ে এসেছে। এখানে ضَارِبٌ হলো مُشْتَقٌّ আর يَضْرِبُ হলো مُشْتَقٌّ مِنْهُ

প্রশ্ন: মিজান কিতাবে কেবল পাঁচ প্রকারের اسم مشتق বর্ণনা করে বাকি প্রকারগুলোকে বাদ দেওয়া হলো কেন?

উত্তরঃ এই পাঁচ প্রকারের اسم مشتق হলো এমন যেগুলো বেশি বেশি ব্যবহৃত হয়, অধিক রূপান্তরিত ও নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়। এজন্য এই পাঁচ প্রকারকেই এই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

بحث اسم فاعل

প্রশ্নঃ اسم فاعل কাকে বলে? তার গঠনপ্রণালী বর্ণনা করো?

উত্তরঃ সংজ্ঞাঃ যে اسم দ্বারা فعل বা ক্রিয়ার সম্পাদনকারীকে বুঝায় এবং তা ফেল থেকে বের হয় তাকে اسم فاعل বলে।

ইসমে ফায়েল গঠন করতে হয় فعل مضارع معروف থেকে। তার জন্য ৫ টি কাজ করতে হবে।

১। علامت مضارع ফেলে দিতে হবে।

২। فاء কালিমায় যবর দিতে হবে।

৩। فاء ও عين কালিমার মধ্যে একটি الف বৃদ্ধি করতে হবে। যাকে বলে الف اسم فاعل.

৪। عين কালিমায় যের দিতে হবে।

৫। لام কালিমায় تنوين দিতে হবে।

তাহলেই اسم فاعل গঠিত হয়ে যাবে। যেমনঃ يَفْعَلُ থেকে فَاعِلٌ. উল্লেখ্য যে اسم فاعل এর সিগা মোট ৬ টি। مذكّر এর তিনটি ও مؤنث এর তিনটি।

বাংলায় اسم فاعل এর আলামত হলোঃ শব্দের শেষে "কারী" থাকা। যেমনঃ গ্রহণকারী। হত্যাকারী ইত্যাদি। তা ছাড়া লেখক, খাদক, ভক্ষক এ জাতীয় শব্দগুলোও বাংলাতে اسم فاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা ব্যবহার দেখে বুঝে নিতে হবে। তবে مضارع এর শেষে "এমন" শব্দ বৃদ্ধি করলে সাধারণভাবে সকল জায়গায় اسم فاعل এর অর্থ করা সম্ভব। যেমনঃ খায় এমন একজন। কথা বলে এমন একজন। প্রহার করে এমন একজন ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য باب থেকে اسم فاعل কীভাবে বানাবে?

উত্তর: ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য باب থেকে اسم فاعل বানাতে হলে مضارع معروف থেকে বানাতে হবে। তার পদ্ধতি হলো এই:

১। علامت مضارع ফেলে দিয়ে তার জায়গায় میم مضموم যুক্ত করতে হবে।

২। শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرہ দিতে হবে।

৩। শেষ হরফে تنوین দিতে হবে। তাহলেই غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم فاعل গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يَجْتَنِبُ থেকে مُجْتَنِبٌ। يَتَقَبَّلُ থেকে مُتَقَبِّلٌ ইত্যাদি।

ফায়দা: اعداد বা সংখ্যা বুঝানোর ক্ষেত্রে فاعل এই ওজনটি درجۃ বা স্তর বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: خَامِسٌ পঞ্চম। سَادِسٌ ষষ্ঠ ইত্যাদি। আর مُرَكَّبَات এর ক্ষেত্রে প্রথম অংশকে فاعل এর ওজনে বানিয়ে দ্বিতীয় অংশকে আগের অবস্থায়ই রেখে দিতে হবে। যেমন: رَابِعٌ وَّ ثَلَاثُوْنَ. خَامِسٌ وَّ أَرْبَعُوْنَ.

এবং فاعل এই ওজনটি نسبت বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন: تَامِرٌ খেজুর ওয়ালা। لَابِنٌ দুধ ওয়ালা। ঠিক একই অর্থে تَمَّارٌ ও لَبَّانٌ ও ব্যবহৃত হয়।

اسم فاعل

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
কাজ সম্পাদনকারী একজন পুরুষ	واحد مذکّر	فَاعِلٌ
কাজ সম্পাদনকারী দুইজন পুরুষ	تثنیہ مذکّر	فَاعِلَانِ
কাজ সম্পাদনকারী সকল পুরুষ	جمع مذکّر	فَاعِلُوْنَ
কাজ সম্পাদনকারী একজন মহিলা	واحد مؤنث	فَاعِلَةٌ
কাজ সম্পাদনকারী দুইজন মহিলা	تثنیہ مؤنث	فَاعِلَتَانِ
কাজ সম্পাদনকারী সকল মহিলা	جمع مؤنث	فَاعِلَاتٌ

প্রশ্ন: اسم فاعل এটি مضارع থেকে গঠিত হয়, তার গরদান কম থাকা সত্যেও مصدر থেকে কেন গঠিত হয় না?

উত্তর: তার কারণ হলো, اسم فاعل এবং مضارع এর মধ্যে হরফের সংখ্যা, হারাকাত ও সাকানাতের দিক থেকে পূর্ণ মিল ও সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন: তাহলে তাকে مضارع معروف থেকেই বানানো হয় কেন? অন্য কোন বহস থেকেও তো বানানো যেত!

উত্তর: কেননা اسم فاعل এটি مضارع معروف এর মত فاعل এর দিকে সম্পর্কিত হয়।

প্রশ্ন: اسم فاعل কে مضارع غائب থেকে নাকি حاضر থেকে গঠন করা হয়?

উত্তর: غائب থেকে বানানো হয়। কেননা اسم فاعل হলো اسم ظاہر. বা প্রকাশ্য ইসম।

আর প্রকাশ্য ইসমসমূহ غائب এর হুকুম রাখে। আর এক غائب অন্য غائب এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।

প্রশ্ন: اسم فاعل থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়া হয় কেন?

উত্তর: এজন্য যে, اسم فاعل এটি مضارع নয়। সুতরাং علامت مضارع ও বাকি থাকবে না।

প্রশ্ন: اسم فاعل এর فاء কালিমাকে যবর দেওয়া হয় কেন?

উত্তর: কেননা علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর فاء কালিমা সাকিন হয়ে যায়। আর শব্দের শুরুতে সাকিন পড়া অসম্ভব। এজন্য সাকিনকে যবর দেওয়া হলো কেননা এটি হলো أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ বা সবচেয়ে সহজ হরকত।

প্রশ্ন: اسم فاعل এর মধ্যে কী কোন কাল পাওয়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, اسم فاعل এর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল পাওয়া যায়।

জ্ঞাতব্য: আরবিতে اسم فاعل و اسم مفعول এর সিগা মোট ৬ টি হয়ে তাকে। কারণ اسم فاعل و اسم مفعول এর মধ্যে غائب، حاضر و متکلم সবগুলো এক বরাবর। বরং তার মধ্যে واحد، تثنیہ و جمع এবং مذکّر و مؤنث রয়েছে। সুতরাং এগুলো লিঙ্গ ও বচন ভেদে মোট ৬ টি সিগাই হয়।

بحث اسم مفعول

প্রশ্ন: اسم مفعول কাকে বলে? তার গঠনপ্রণালী লিখ?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে اسم এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় যার ওপর ফেল পতিত হয় এবং তা ফেল থেকে বের হয় তাকে اسم مفعول বলে।

ইসমে মাফউল গঠন করতে হয় فعل مضارع مجہول থেকে। তার জন্য ৫ টি কাজ করতে হবে।

১। علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২। তার স্থলে একটি (میم مفتوح) বা যবর যুক্ত নূন বৃদ্ধি করতে হবে। যাকে میم اسم مفعول বলে।

৩। عین কালিমাকে পেশ দিতে হবে।

৪। عین কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে একটি واو বৃদ্ধি করতে হবে। যাকে واو اسم مفعول বলে।

৫। لام কালিমাকে تنوین দিতে হবে।

তাহলেই اسم مفعول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يُفْعَلُ থেকে مَفْعُوْلٌ. উল্লেখ্য যে اسم فاعل এর সিগা মোট ৬ টি। مذکر এর তিনটি ও مؤنث এর তিনটি।

বাংলায় اسم مفعول এর আলামত হলো: শব্দের শেষে "কৃত" হওয়া। যেমন: প্রহারকৃত, সাহায্যকৃত ইত্যাদি। আর প্রহৃত, খোলা, বন্ধ ইত্যাদি শব্দগুলোও اسم مفعول হবে, যেগুলো ব্যবহার দেখে বুঝে নিতে হবে। তবে ماضی مجہول এর অর্থের শেষে "এমন" শব্দ বৃদ্ধি করেও اسم مفعول এর অর্থ করা যায়। যেমন: হত্যা করা হয়েছে এমন। খোলা হয়েছে এমন ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য باب থেকে اسم مفعول কীভাবে বানাতে হবে?

উত্তর: ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য باب থেকে اسم مفعول বানাতে হলে مضارع مجہول থেকে বানাতে হবে। তার পদ্ধতি হলো এই:

১। علامت مضارع ফেলে দিয়ে তার জায়গায় ميم مضموم যুক্ত করতে হবে।

২। শেষ হরফে تنوين দিতে হবে। তাহলেই غير ثلاثى থেকে اسم مفعول গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يُجْتَنَبُ থেকে مُجْتَنَبٌ। يُتَقَبَّلُ থেকে مُتَقَبَّلٌ ইত্যাদি।

بحث اسم مفعول

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
কৃত একজন পুরুষ	واحد مذكّر	مَفْعُوْلٌ
কৃত দুইজন পুরুষ	تثنيه مذكّر	مَفْعُوْلَانِ
কৃত সকল পুরুষ	جمع مذكّر	مَفْعُوْلُوْنَ
কৃত একজন মহিলা	واحد مؤنث	مَفْعُوْلَةٌ
কৃত দুইজন মহিলা	تثنيه مؤنث	مَفْعُوْلَتَانِ
কৃত সকল মহিলা	جمع مؤنث	مَفْعُوْلَاتٌ

বি.দ্র. اسم مفعول কেবল فعل متعدى থেকে গঠিত হয়।

প্রশ্ন: اسم مفعول কে কেন مضارع مجهول থেকে বানানো হয়?

উত্তর: যেহেতু اسم مفعول এটি مضارع مجهول এর মতো مفعول এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

প্রশ্ন: ميم কে যবর দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: যেহেতু فتحه হলো أخفُّ الحركات বা যবর হলো সবচেয়ে সহজ হরকত।

প্রশ্ন: عين কালিমাকে ضمه কেন দেওয়া হয়?

উত্তর: যদি যবর দেওয়া হতো তাহলে مضارع مفتوح العين এর اسم ظرف এর সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যেত। আর যদি যের দিত তাহলে مضارع مكسور العين এর اسم ظرف এর সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যেত।

প্রশ্ন: فاعل ও اسم فاعل এবং مفعول ও اسم مفعول এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. اسم فاعل ও اسم مفعول নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গঠিত হয়। আর فاعل ও مفعول এর নির্দিষ্ট কোনো গঠন পদ্ধতি নেই।

২. اسم فاعل ও اسم مفعول এর মধ্যে ذات وصفت উভয়টি থাকে। আর فاعل ও مفعول এর মধ্যে শুধু ذات থাকে।

بحث اسم ظرف

প্রশ্ন: اسم ظرف কাকে বলে? তার প্রকার ও গঠনপ্রণালী লিখ?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে اسم দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বুঝায় এবং তা ফেল থেকে বের হয় তাকে اسم ظرف বলে।

আর اسم ظرف দুই প্রকার:

১. ظرف زمان. যে اسم দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার সময় বুঝায় তাকে ظرف زمان বলে। যেমন: مَنْصَرٌ সাহায্য করার একটি স্থান বা কাল।

২. ظرف مكان. যে اسم দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার স্থান বুঝায় তাকে ظرف مكان বলে। যেমন: مَسْجِدٌ (সিজদার স্থান)

গঠনপ্রণালী: اسم ظرف গঠন করতে হয় فعل مضارع থেকে। তা গঠন করতে হলে ৪ টি কাজ করতে হবে।

১. علامت مضارع কে বিলুপ্ত করে দিতে হবে।

২. শুরুতে একটি যবরযুক্ত "مَ" যুক্ত করতে হবে।

৩. عين كلمه এর মধ্যে পেশ থাকলে যবর দিতে হবে। অন্যথায় আগের অবস্থায় বহাল রাখতে হবে।

৪. لام كلمه এর মধ্যে تنوين দিতে হবে। তাহলেই اسم ظرف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يَفْعَلُ থেকে مَفْعَلٌ. ও يَنْصُرُ থেকে مَنْصَرٌ এবং يَضْرِبُ থেকে مَضْرِبٌ ইত্যাদি।

আর اسم ظرف এর সিগা মোট তিনটি। واحد. تثنيه و جمع. এর কোন مذكر مؤنث নেই।

বাংলায় اسم ظرف চিনার আলামত হলো: শব্দের মধ্যে "স্থান বা কাল" এর অর্থ পাওয়া যাওয়া। যেমন: প্রহার করার স্থান বা কাল। সাহায্য করার স্থান বা কাল। যুদ্ধ করার স্থান বা কাল ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য বাব থেকে اسم ظرف কীভাবে বানাবে?

উত্তর: غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم ظرف টা মূলত اسم مفعول এর মতোই হবে।

بحث اسم ظرف

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
করার একটি স্থান বা কাল	واحد	مَفْعَلٌ
করার দুইটি স্থান বা কাল	تثنیه	مَفْعَلَانِ
করার সকল স্থান বা কাল	جمع	مَفَاعِلُ

প্রশ্ন: اسم ظرف কে কেন فعل مضارع থেকে বানাতে হয়?

উত্তর: এজন্য যে, فعل مضارع ও ظرف এর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। কেননা فعل সে ظرف এর মধ্যে পতিত হয়। এবং ظرف ও مضارع এর মধ্যে হরকত ও সাকিন এর দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন: ظرف زمان চিনার পদ্ধতি কি?

উত্তর: مَتٰى দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি তার উত্তর আসে তাহলে তা ظرف زمان যেমন: কেউ প্রশ্ন করল مَتٰى الصَّوْمُ রোজা কখন? তার উত্তর হবে فِيْ رَمَضَان রমজানে।

প্রশ্ন: ظرف مکان চিনার পদ্ধতি কি?

উত্তর: أَيْنَ দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি তার উত্তর আসে তাহলে তা ظرف مکان যেমন: কেউ প্রশ্ন করল أَيْنَ الْأَسَدُ সিংহটি কোথায়? তার উত্তর হবে فِيْ الصَّحْرَاءِ জঙ্গলে।

প্রশ্ন: اسم ظرف এর মধ্যে যবর বিশিষ্ট میم বৃদ্ধি করার কারণে তো এটা مصدر میمی এর সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে গেল, তা কেন বৃদ্ধি করা হলো?

উত্তর: যেহেতু مصدر میمی এর ব্যবহার খুবই কম এজন্য এই সামান্য সাদৃশ্য রাখা হয়েছে, এতে কোনো সমস্যা নেই ।

بحث اسم آلہ

প্রশ্ন: اسم آلہ কাকে বলে? তার প্রকার ও গঠনপ্রণালী বর্ণনা করো?

সংজ্ঞা: যে اسم দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার যন্ত্র / মাধ্যম / হাতিয়ার / উপকরণ বুঝায় এবং তা فعل থেকে বের হয় তাকে اسم آلہ বলে । যেমন: مِضْرَبٌ প্রহার করার একটি যন্ত্র ।

গঠনপ্রণালী: اسم آلہ গঠন করতে হয় فعل مضارع থেকে । اسم آلہ তিন প্রকার:

آلہ صُغریٰ - এর গঠন পদ্ধতি:

১. فعل مضارع থেকে علامت مضارع বিলুপ্ত করে দিতে হবে ।

২. শুরুতে একটি যের যুক্ত মীম "مِ" যুক্ত করতে হবে ।

৩. عین کلمہ এর মধ্যে যবর না থাকলে যবর দিতে হবে ।

৪. لام کلمہ এর মধ্যে تنوین দিতে হবে ।

তাহলেই اسم آلہ صُغریٰ গঠিত হয়ে যাবে । যেমন: يَفْعَلُ থেকে مِفْعَلٌ. তার সিগা মোট ৩ টি ।

اسم آلہ وُسطیٰ. এর গঠন পদ্ধতি:

১. اسم آلہ صُغریٰ এর لام کلمہ এর মধ্যে যবর দিতে হবে ।

২. তার শেষে একটি تنوین যুক্ত "ةٌ" বৃদ্ধি করতে হবে । তাহলেই اسم آلہ وُسطیٰ গঠিত হয়ে যাবে । যেমন: مِفْعَلٌ থেকে مِفْعَلَةٌ. তার সিগা ৩ টি ।

اسم آلہ کبریٰ এর গঠন পদ্ধতি: اسم آلہ صُغریٰ এর عین کلمہ ও لام کلمہ এর মধ্যে একটি الف বৃদ্ধি করলেই اسم آلہ کبریٰ গঠিত হয়ে যাবে । যেমন: مِفْعَلٌ থেকে مِفْعَالٌ. তার সিগাও ৩ টি ।

উল্লেখ্য যে: اسم آلہ এর সিগা মোট ৯ টি ।

বাংলায় اسم آلہ চিনার আলামত হলো: শব্দের মধ্যে "যন্ত্র" “মাধ্যম” জাতীয় কোন অর্থ পাওয়া যাওয়া। যেমন: প্রহার করার যন্ত্র বা মাধ্যম, বের করার যন্ত্র বা মাধ্যম ইত্যাদি।

প্রশ্ন: غیر ثلاثی مجرد এর باب সমূহ থেকে اسم آلہ বানানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর: তার পদ্ধতি হলো: الف لام যুক্ত مصدر এর শুরুতে ما به শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم آلہ গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: مَا بِهِ الْاِجْتِنَابُ، ما به الْاِسْتِنْصَارُ ইত্যাদি। তার গরদান এমন হবে, যথা:

مَا بِهِ الْاِجْتِنَابُ، مَا بِهِمَا الْاِجْتِنَابُ، مَا بِهِم الْاِجْتِنَابُ، مَا بِهَا الْاِجْتِنَابُ، مَا بِهِمَا الْاِجْتِنَابُ، مَا بِهِنَّ الْاِجْتِنَابُ،

বি.দ্র. اسم آلہ কখনো কখনো فَعَّالٌ এর ওজনেও আসে। যেমন: نَظَّارَةٌ চশমা। ثَلَّاجٌ ফ্রিজ। سَيَّارَةٌ গাড়ি ইত্যাদি।

بحث اسم آلہ

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান	
কাজ করার একটি ছোট যন্ত্র বা মাধ্যম	واحد	مِفْعَلٌ	اسم آلہ صغریٰ
কাজ করার দুইটি ছোট যন্ত্র বা মাধ্যম	تثنیہ	مِفْعَلَانِ	
কাজ করার সকল ছোট যন্ত্র বা মাধ্যম	جمع	مَفَاعِلُ	
কাজ করার একটি মধ্যম যন্ত্র বা মাধ্যম	واحد	مِفْعَلَةٌ	اسم آلہ وسطیٰ
কাজ করার দুইটি মধ্যম যন্ত্র বা মাধ্যম	تثنیہ	مِفْعَلَتَانِ	
কাজ করার সকল মধ্যম যন্ত্র বা মাধ্যম	جمع	مَفَاعِلُ	
কাজ করার একটি বড় যন্ত্র বা মাধ্যম	واحد	مِفْعَالٌ	اسم آلہ کبریٰ
কাজ করার দুইটি বড় যন্ত্র বা মাধ্যম	تثنیہ	مِفْعَالَانِ	
কাজ করার সকল বড় যন্ত্র বা মাধ্যম	جمع	مَفَاعِيْلُ	

আল্লামা তাফতাযানী রহ. বলেন, اسم آلہ কেবল ঐ সমস্ত فعل متعدِی থেকেই গঠিত হয় যার প্রভাব مفعول পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

প্রশ্ন: اسم آلہ এর শুরুতে যের বিশিষ্ট میم কেন বৃদ্ধি করা হলো?

উত্তর: এজন্য যে, میم এর মধ্যে যবর দিলে اسم ظرف এর সঙ্গে আর পেশ দিলে বাবে افعال এর اسم مفعول এর সঙ্গে মিলে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।

প্রশ্ন: ظرف এর মধ্যে میم কে যের এবং آلہ এর মধ্যে میم কে যবরও তো দেওয়া যেত! এমনটা কেন করা হলো না?

উত্তর: آلہ এর তুলনায় ظرف আরবি ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। আর যবর হলো সহজ হরকত, যের হলো কঠিন হরকত। এজন্য সহজ হরকতকে (کثیر الاستعمال) যা বেশি ব্যবহার হয় তাকে দেওয়া হয়েছে। আর কঠিন হরকতকে (قلیل الاستعمال) যা কম ব্যবহৃত হয় তাকে দেওয়া হয়েছে। যাতে ভারসাম্য রক্ষা হয়।

প্রশ্ন: مَفَاعِیْلُ এর মধ্যে یاء কোথা থেকে আসল?

উত্তর: مِفْعَالٌ এই واحد এর সিগাকে جمع বানানোর সময় عین কালিমাকে যের দেওয়া হয়েছে। তারপর الف এর পূর্বে যের হওয়ার কারণে الف কে یاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

بحث اسم تفضیل

প্রশ্ন: اسم تفضیل কাকে বলে? তার প্রকার ও গঠনপ্রণালী বর্ণনা করো?

উত্তর: সংজ্ঞা: যে اسم দ্বারা সমগুণবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্য হতে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য বুঝায় এবং তা فعل থেকে বের হয় তাকে اسم تفضیل বলে।

গঠনপ্রণালী: اسم تفضیل গঠিত হয় فعل مضارع থেকে। اسم تفضیل দুই প্রকার। مذکّر ও مؤنث। এই مذکّر ও مؤنث গঠনের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন।

১। اسم تفضیل مذکّر গঠন করতে হলে ৩ টি কাজ করতে হবে:

১. علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. علامت مضارع এর স্থানে একটি যবরযুক্ত হামজা "اَ" বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. عین کلمہ এর মধ্যে যবর না থাকলে যবর দিতে হবে। তাহলেই اسم تفضیل مذکّر গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يَفْعَلُ থেকে أَفْعَلُ.

২। اسم تفضیل مؤنث গঠন করতে হলে ৫ টি কাজ করতে হবে:

১. علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. فاکلمہ এর মধ্যে পেশ দিতে হবে।

৩. عین کلمہ এর মধ্যে ساکن দিতে হবে।

৪. لام کلمہ এর মধ্যে যবর দিতে হবে।

৫. শেষে একটি الف مَقْصُوْرہ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই اسم تفضیل مؤنث গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يَفْعَلُ থেকে فُعْلٰى

উল্লেখ্য যে اسم تفضیل এর সিগা মোট ৮ টি। مذکّر এর ৪ টি। এবং مؤنث এর চারটি।

বাংলায় اسم تفضیل চিনার আলামত হলো: বাক্যের মধ্যে তুলনামূলক অধিক এর অর্থ পাওয়া যাওয়া। যেমন: তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী, তুলনামূলক বেশি প্রহারকারী ইত্যাদি।

প্রশ্ন: غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم تفضیل বানানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর: যদি فعل টি তিনের অধিক হরফ বিশিষ্ট হয় অথবা রং বা দোষের অর্থ জ্ঞাপক হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে اسم تفضیل বানানোর পদ্ধতি হলো: ثلاثی مجرد থেকে اَفعل এর ওজনে একটি শব্দ গঠন করা যা প্রাবল্য, কাঠিন্য ও আধিক্যের অর্থ বুঝায়। এবং তার পরে ঐ ফে'ল এর একটি মাসদার تَمْيِيْزْ হিসেবে منصوب আকারে উল্লেখ করতে হবে। যেমন: هُوَ أَشَدُّ اِسْتِخْرَاجًا، هُوَ أَقْوٰى حُمْرَةً، هُوَ أَقْبَحُ عِوَجًا.

بحث اسم تفضیل

অর্থ	সিগার নাম	সিগার গরদান
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী একজন পুরুষ	واحد مذكّر	أَفْعَلُ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী দুইজন পুরুষ	تثنيه مذكّر	أَفْعَلَانِ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী সকল পুরুষ	جمع مذكر	أَفْعَلُوْنَ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী সকল পুরুষ	جمع مذكر	أَفَاعِلُ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী একজন মহিলা	واحد مؤنث	فُعْلَى
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী দুইজন মহিলা	تثنيه مؤنث	فُعْلَيَانِ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী সকল মহিলা	جمع مؤنث	فُعْلَيَاتٌ
তুলনামূলক অধিক কাজ সম্পাদনকারী সকল মহিলা	جمع مؤنث	فُعَلٌ

প্রশ্ন: اسم تفضيل এর পূর্বে বৃদ্ধি করার জন্য হামজাকেই কেন নির্ধারণ করা হলো? অন্য কোন হরফকেও তো নির্ধারণ করা যেত!

উত্তর: শব্দের মধ্যে হরফ বৃদ্ধির জন্য حرف علت ই হলো উত্তম। আর এখানে হরফে علّت বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং همزه যা শক্তিশালী হরফ এবং الف এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে তাকে বৃদ্ধি করা হলো।

প্রশ্ন: همزه কে শব্দের শুরুতে কেন বৃদ্ধি করা হলো?

উত্তর: যাতে শব্দের শুরুতেই বুঝা যায় যে, এটি হলো اسم تفضيل.

প্রশ্ন: مؤنث এর শুরুতে পেশ দিতে হয় কেন?

উত্তর: কেননা علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর فاء কালিমা সাকিন থেকে যায়। আর مؤنّث এর মর্যাদা যেহেতু مذكّر এর মর্যাদা থেকে কম সেজন্য তার শুরুতে কোন হরফ বৃদ্ধি করাকে উপযোগী মনে হয়নি। এজন্য فاء এর ওপর হরকত দেওয়াকেই

প্রাধান্য দেওয়া হলো । আর পেশ হলো শক্তিশালী হরকত, বাক্যের শুরু তাকে বহন করার উপযোগী । এজন্য পেশই দেওয়া হলো ।

প্রশ্ন: عين কালিমাকে কেন সাকিন দেওয়া হলো?

উত্তর: এজন্য যে, فاء কালিমায় পেশ দেওয়ার কারণে কঠিন হয়েছে । সুতরাং عين কালিমাকে সাকিন (যা সহজ) দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হলো ।

প্রশ্ন: الف مقصوره যা مؤنّث এর আলামত তা কোনটি?

উত্তর: ঐ الف যার পরে হামজা হয় না ।

প্রশ্ন: اسم فاعل ও اسم تفضيل এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: اسم فاعل ও اسم تفضيل এর মধ্যে দুই ধরণের পার্থক্য আছে। ১. শব্দগত পার্থক্য। ২. অর্থগত পার্থক্য।
শব্দগত পার্থক্য হলো:

১. اسم فاعل এটা منصرف হয়। আর اسم تفضيل এটা غير منصرف হয়।

২. اسم تفضيل বাক্যে ব্যবহার হওয়ার জন্য তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতি শর্ত করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ১. الف لام ২. من ৩. الإضافة। আর اسم فاعل এর জন্য কোনো শর্ত নেই।

অর্থগত পার্থক্য:

اسم فاعل সাধারণভাবে কাজ সম্পাদনকারী সত্তাকে বুঝায়। আর اسم تفضيل অন্যের তুলনায় অধিক কাজ সম্পাদনকারী সত্তাকে বুঝায়।

প্রশ্ন: পুরো মিজান এর মধ্যে কতগুলো فصل রয়েছে?

উত্তর: পুরো মিজানে সর্বামোট ১৫ টি فصل রয়েছে।

প্রশ্ন; পুরো মিজানে কতগুলো বহস ও সিগা রয়েছে তার একটি বিবরণ দাও!
উত্তর: পুরো মিজানের বহস ও সিগার বিবরণ: মাজি এর বহস ২৪ টি সিগা ৩৩৬ টি। মুজারে' এর বহস ১২ টি সিগা ১৫৬ টি। আমরের বহস ১২ টি সিগা ৭২ টি। নাহি এর বহস ১২ টি সিগা ৭২ টি। ইসমে মুশতাক এর বহস ৫ টি সিগা ৩২ টি। মোট বহস ৬৫ টি ও মোট সিগা ৬৬৮ টি।
প্রশ্ন: পুরো মিজানের মধ্যে মৌলিক বহস কতগুলো?

উত্তর: পুরো মিজানের মধ্যে মৌলিক পাঁচটি বহস রয়েছে। ১. ماضی ২. مضارع ৩. امر ৪. نہی ৫. أسماء مشتقه .

প্রশ্ন: ছাত্রদের মিজান পড়ার উদ্দেশ্য কখন অর্জিত হবে?

উত্তর: যখন ماضی থেকে শুরু করে اسم تفضیل পর্যন্ত প্রত্যেকটি বহস যে কোন মাসদার থেকে গরদান দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং সকল সিগার অর্থ বর্ণনা করার যোগ্যতা অর্জন করবে তখনই সে মিজান পড়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে মিজান শেষ হয়েছে। সামনের পৃষ্ঠা থেকে মুনশায়িব শুরু হবে ইনশাআল্লাহ

منشعب

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. بداں أَسْعَدَكَ اللهُ تَعَالٰى فِيْ الدَّارَيْنِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক । এবং শোভ পরিণাম পরহেজগার বান্দাদের জন্য । দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার রসুল মাহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তার পরিবার-পরিজনের ওপর এবং তার সকল সাহাবিদের ওপর । তুমি জেনে রাখো! আল্লাহ পাক তোমাকে উভয় জগতে সৌভাগ্যশীল করুন । সকল اسماء متمکنہ ও افعال متصرفہ মূল হরফের গঠনের দিক থেকে দুই প্রকার................। ১. ثلاثی ২. رباعی

ثلاثی বলা হয়: যে শব্দের মধ্যে মূল হরফ তিনটি হয়, যেমন: نَصَرَ، ضَرَبَ

رباعی বলা হয়: যে শব্দের মধ্যে মূল হরফ চারটি হয় যেমন: بَعْثَرَ، عَقْرَبَ

এবং যে اسم এর মূল হরফ ৫ টি হয় তাকে خماسی বলে। তবে فعل কখনো خماسی হয় না ।

তারপর ثلاثی আবার দুই প্রকার: ১. مجرّد যে শব্দের ماضی এর মধ্যে শুধু মূল হরফই (حروف اصلی) থাকে, অন্য কোনো অতিরিক্ত হরফ (حروف زائدۃ) থাকে না তাকে مجرّد বলে অর্থাৎ শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দকে مجرّد বলে। যেমন: نَصَرَ، ضَرَبَ

২. مزید فیہ . যার ماضی এর মধ্যে মূল হরফের সঙ্গে অতিরিক্ত হরফ থাকে। যেমন: اِجْتَنَبَ، اِنْفَطَرَ

অতপর مجرّد আবার দুই প্রকার, ১. مُطَّرِدٌ যার ওজন বেশি আসে। ২. شَاذٌّ যার ওজন কম আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

منشعب এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

منشعب শব্দটি اسم فاعل এর واحد مذکر এর সিগা। যার অর্থ হলো: শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত।

পারিভাষায়: فعل গুলো বিভিন্ন ওজন ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যে বিন্যাস তৈরি হয় তাকেই منشعب বলে। তাকে আবার ابواب الصرف ও বলা হয়।

প্রশ্ন: منشعب কে কেন منشعب বলে নামকরণ করা হলো?

উত্তর: منشعب অর্থ হলো: শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যেতেহু منشعب কিতাবের মধ্যে বাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর বাবগুলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত তাই منشعب কে منشعب বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. بدان বলেছেন بشنوں কেন বলেননি?

উত্তর: بدان এর অর্থ হলো তুমি জেনে রাখো। আর بشنوں এর অর্থ হলো তুমি শোন। জানার সম্পর্ক হয় অন্তরের সঙ্গে আর শোনার সম্পর্ক হয় কানের সঙ্গে। আর অন্তরের কাজ কানের কাজ থেকে মজবুত ও শক্তিশালী হয়। এজন্যই তিনি بدان বলেছেন।

প্রশ্ন: তাহলে মুসান্নিফ রহ. بشناس কেন বলেননি?

উত্তর: بشناس এটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। আর بدان এটি সামগ্রিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। লেখক এখানে সামগ্রিক বিষয় বুঝাতে চেয়েছেন। এজন্যই তিনি بشناس বলেননি।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. اِعْلَمْ কেন বলেননি? তার অর্থও তো “তুমি জেনে রাখ”

উত্তর: ১. যেহেতু اِعْلَمْ এটি আরবি শব্দ আর প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য ফারসির তুলনায় আরবি কঠিন হয়ে থাকে। এজন্য মুসান্নিফ রহ. اِعْلَمْ বলেননি। (এটা পূর্বেকার দিনের কথা। কেননা বর্তমানে ছাত্রদের জন্য আরবির তুলনায় ফারসিই বেশি কঠিন হয়ে থাকে)

২. মুসান্নিফ রহ. بدان ফারসি বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই কিতাবে আরবি ভাষার কায়দা-কানুনসমূহ ফারসি ভাষায় বর্ণনা করা হবে।

প্রশ্ন: أَسْعَدَ এটি ماضی এর সিগা। এটিকে এখানে مستقبل এর অর্থের জন্য কেন গ্রহণ করা হলো?

উত্তর: কয়েকটি জায়গা এমন আছে যেখানে মাজি مستقبل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবি বলেন:

آمده ماضی بمعنے مضارع چند جا * عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا

بعد موصول وندا ولفظ حیث کلما * در جزا وشرط عطف وہر دو باشد در دعا.

অর্থ:

প্রশ্ন: এখানে মাজির সিগার দ্বারা উদ্দেশ্য যখন مستقبل তখন فعل مستقبل কেন আনা হলো না?

উত্তর: تفائل (শুভ লক্ষণ) এর জন্য فعل ماضی নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ যাতে অবস্থা দৃশ্য ইঙ্গিত করে, এই দোয়া কবুল হয়ে গেছে। এবং ماضی বা অতীতকালের মতো নিশ্চিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: اسماء متمکنہ কাকে বলে?

উত্তর: ঐ ইসমে মু'রাবকে বলে যার মধ্যে عامل এর পরিবর্তনের কারণে اعراب এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন: اسم এটি خماسی ও হয়। তাহলে اِسْم مُتَمَكِّن কে বিভক্ত করতে গিয়ে ثُلَاثِی ও رُبَاعِی এই দুই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হলো কেন?

উত্তর: আমরা পূর্বেই জেনে এসেছি যে, ইসম তিন প্রকারে বিভক্ত আর ১. خُماسی এটি اسم جَامِدْ এর সঙ্গে খাস। اسم مُشْتَق ও اسم مَصْدَر এগুলো কখনো خماسی হয় না। তাহলে اسم مُتَمَكِّن সাধারণভাবে خُماسی এর দিকে কীভাবে বিভক্ত হবে?

২. اسم ও فعل এর সমষ্টি ثُلَاثِی ও رُبَاعِیْ হয়। যদিও اسم পৃথকভাবে خُماسِیْ হয়।

প্রশ্ন: مُجَرَّدٌ শব্দটি কোন সিগা ও তার অর্থ কী?

উত্তর: এটি বাবে تفعیل থেকে اسم مفعول এর واحد مذکّر এর সিগা। অর্থ, অনাবৃত বা উন্মুক্ত করা।

প্রশ্ন: হরফ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: হরফ দুই প্রকার। ১. حروف المعانی ২. حروف المبانی

حروف المعانی বলা হয় অর্থ প্রদানকারী হরফকে। যেমন: فی মধ্যে, علی উপরে ইত্যাদি।

আর حروف المبانی বলা হয় যে সকল হরফ দ্বারা শব্দ গঠন করা হয়। যেমন: ا،ب،ت ইত্যাদি।

আর حروف المبانی আবার দুই প্রকার الحروف الأصلية এবং الحروف الزائدة ।

প্রশ্ন: الحروف الأصلية ও الحروف الزائدة কাকে বলে?

উত্তর: কোন শব্দ থেকে যেসকল হরফের কোন একটিকেও বাদ দিলে সেই শব্দের মূল কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে সে সকল হরফকে الحروف الأصلية. বা মূল হরফ বলে।

আর কোন শব্দ থেকে যে সকল হরফকে বাদ দিলে শব্দের মূল কাঠামোর মধ্যে কোনো ধরণের পরিবর্তন হয় না সে সকল হরফকে الحروف الزائدة. বা অতিরিক্ত হরফ বলে।

প্রশ্ন: আরবি ভাষায় অতিরিক্ত হরফগুলো কী কী?

উত্তর: অতিরিক্ত হরফগুলো হলো: اليوم تنساه এর সমষ্টি ।

প্রশ্ন: مَزِيْدٌ শব্দটি কোন সিগা? এবং مَزِيْدٌ শব্দটির তা'লিল করো?

উত্তর: مَزِيْد এটি اسم مفعول এর সিগা । যা মূলত مَزْيُوْدٌ ছিল । ياء এর পেশকে পরিবর্তন করে যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে । এবং واو সাকিন তার পূর্বে যের থাকায় তাকে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে । তারপর ياء এর মধ্যে كَسْرَة কে কঠিন মনে করে তার হরকতকে নকল করে তার পূর্বের হরফে দিয়ে দেওয়া হয়েছে । দুই ياء এর মধ্যে اِجْتِمَاعِ سَاكِنَيْن হয়েছে । তাই একটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে । مَزِيْد হয়ে গেছে ।

প্রশ্ন: باب কাকে বলে?

উত্তর: باب এর আভিধানিক অর্থ হলো: দরজা, ফটক, অধ্যায়, শ্রেণি ইত্যাদি

পারিভাষিক অর্থ হলো: باب বলে যার দ্বারা মাসদার থেকে فعل তৈরি করার বিভিন্ন নিয়ম-কানূন এবং فعل এর বিভিন্নরূপ ও অর্থের পার্থক্য জানা যায়।

প্রশ্ন: مضارع এর অপর নাম কী? তাকে এই নামে নামকরণের কারণ কী?

উত্তর: مضارع এর অপর নাম হলো غَابِرٌ. তার অর্থ হলো: অবশিষ্ট। مضارع কে غَابِرٌ এজন্য বলা হয় যে, যখন ماضی (অতীতকাল) অতিবাহিত হয়ে গেল তখন শুধু مضارع-ই অবশিষ্ট থাকল। এজন্যই তাকে غابر বলে।

প্রশ্ন: مُطَّرِدٌ শব্দটি কোন সিগা ও তার অর্থ কী?

উত্তর: এটি বাবে افتعال থেকে اسم فاعل এর واحد مذكّر এর সিগা। তার অর্থ হলো, একজনের পিছনে আরেকজন আসা, বহুলপ্রচলিত হওয়া।

প্রশ্ন: تَصْرِيْفٌ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: تَصْرِيْفٌ এর আভিধানিক অর্থ হলো: কোন জিনিসকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

তার পারিভাষিক অর্থ হলো: একটি কালিমাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। যাতে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি হয় এবং বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: مَوْزُوْنٌ ও مِيْزَانٌ এর পরিচয় দাও?

উত্তর: শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ নির্ধারণের জন্য তৈরিকৃত শব্দ-মাপকে مِيْزَانٌ বলা হয়। একে আবার مَوْزُوْنٌ به ও বলে। এবং مِيْزَانٌ এর দ্বারা পরিমাপকৃত শব্দকে مَوْزُوْنٌ বলে।

مِيْزَانٌ এর মূল হরফ হলো তিনটি ف – ع – ل তবে অধিকাংশ সময় তার সঙ্গে আরও অতিরিক্ত কিছু হরফ যুক্ত হয়। مَوْزُوْنٌ এর যে হরফগুলো ف – ع – ل এর বরাবরে হবে সেগুলো হলো কোন শব্দের মূল হরফ। আর এর বাইরে যেগুলো হবে সেগুলো হলো অতিরিক্ত হরফ। مِيْزَانٌ বা مَوْزُوْنٌ به এর বরাবর مَوْزُوْنٌ এর হরফগুলোকে যথাক্রমে প্রথমটিকে فاء كلمه. দ্বিতীয়টিকে عين كلمه ও তৃতীয়টিকে لام كلمه. বলে এবং رُباعی এর মধ্যে দুটি لام كلمه ও خُماسی এর মধ্যে তিনটি لام كلمه হয়ে থাকে।

সহজ করে বললে যে কালিমাকে অন্য কালিমার সঙ্গে মিলানো হয় তাকে موزون বলে আর যার সঙ্গে মিলানো হয় তাকে موزون به বলে। যেমন: ضَرَبَ হলো موزون আর فَعَلَ হলো موزون به.

বি.দ্র. এভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে অনুশীলনী করতে হবে ।

প্রশ্ন: আরবি ২৯ টি হরফের মধ্য থেকে ف – ع – ل এই তিনটি হরফকেই কেন নির্ধারণ করা হলো?

উত্তর: আরবি হরফগুলোর মাখরাজ মূলত তিন প্রকার বা তিন জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে । ১. ঠোঁট, ২. হলক, ৩. মুখের অগ্রভাগ। আর فعل শব্দে প্রত্যেক প্রকার মাখরাজের হরফ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা فاء ঠোঁট থেকে عين হলক থেকে ও لام মুখের অগ্রভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। এজন্যই ف – ع – ل কে বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: এই তিন প্রকার মাখরাজ থেকে তো আরও হরফ রয়েছে। তাহলে এই তিনটিকেই কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো? তাছাড়া فعل বিন্যাসকেই কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো?

উত্তর: فعل অর্থ কাজ করা। যা দুনিয়ার সকল فعل এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা প্রত্যেক فعل এর মধ্যেই কাজ করার অর্থ পাওয়া যায়। আর ওজন করার জন্য এমন একটি শব্দের প্রয়োজন যা সকল فعل এর অর্থকে শামিল রাখে। সুতরাং অর্থের এই ব্যাপকতার কারণেই তিন প্রকার মাখরাজ থেকে এই তিনটি হরফকে এবং এগুলোর এই বিন্যাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা অন্যান্য হরফ বা বিন্যাসে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: گردان/تصریف/سلسلة / রূপান্তর কাকে বলে?

উত্তর: ১৪ টি সিগাকে সমষ্টিগত ভাবে گردان/تصریف/سلسلة / রূপান্তর বলে।

প্রশ্ন: صرف صغير ও صرف كبير কাকে বলে?

উত্তর: صرف صغير হলো সংক্ষিপ্ত গরদান। প্রত্যেক বহস থেকে একটি বা দু'টি সিগা নিয়ে রূপান্তর করাকে صرف صغير বলে। অর্থাৎ فَعَلَ থেকে নিয়ে فُعْلَيَاتٌ পর্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত গরদান রয়েছে যা আমরা কিছুক্ষণ পরেই পড়বো তাকে বলা হয় صرف صغير

আর صرف کبیر হলো বিস্তারিত গরদান। প্রত্যেক বহসের সবগুলো সিগা রূপান্তর করাকে صرف کبیر বলে। অর্থাৎ ماضی থেকে নিয়ে اسم تفضیل পর্যন্ত যে সকল গরদান আমরা এতদিন পড়ে এসেছি সেগুলোই হলো صرف کبیر

مُطَّرِد এর বাব ৫ টি

১ম বাব: তা فَعَلَ يَفْعُلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيْ الْمَاضِيْ وَضَمِّهَا فِيْ الْغَابِرِ অর্থাৎ: ماضی এর عَيْن কালিমায় যবর হবে ও مُضَارِعٌ এর عَيْن কালিমায় পেশ হবে। যেমন: اَلنَّصْرُ وَالنُّصْرَةُ সাহায্য করা।

باب اول بروزن فَعَلَ يَفْعُلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْماضى وَضمها فِيْ الْغَابِرِ **چوں** النَّصْرُ وَ النُّصْرَةُ **یاری کردن**، تَصْرِيفُهُ : نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا و نُصْرَةً فَهُوَ نَاصِرٌ وَنُصِرَ يُنْصَرُ نَصْرًا و نُصْرَةً فَهُوَ مَنْصُورٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اُنْصُرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَنْصُرْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَنْصَرٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِنْصَرٌ وَمِنْصَرَةٌ وَمِنْصَارُ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَنْصَرَانِ وَمِنْصَرَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَنَاصِرُ وَمَنَاصِيرُ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ اَنْصَرُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ نُصْرىٰ وَتَثْنِيَتُهُمَا اَنْصَرَانِ وَنُصْرَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَنْصَرُوْنَ وَأَنَاصِرُ وَنُصَرٌ وَنُصْرَيَاتٌ.

এই বাবের আরও কিছু মাসদার: اَلطَّلَبُ তালাশ করা। اَلدُّخُوْلُ প্রবেশ করা। اَلْقَتْلُ হত্যা করা। اَلْفَتْلُ পাকানো, মোড়ানো।

ছক আকারে بحث، صیغہ ও অর্থসহ صرف صغیر লেখার পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

صرف صغیر	صیغہ	بحث	অর্থ
نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا و نُصْرَةً فَهُوَ نَاصِرٌ	واحد مذکّر غائب واحد مذکّر غائب مصدر	اثبات فعل ماضی مطلق معروف اثبات فعل مضارع معروف *	সে একজন পুরুষ সাহায্য করল সে একজন পুরুষ সাহায্য করছে বা করবে সাহায্য করা সাহায্যকারী একজন পুরুষ

	معروف واحد مذكّر	اسم فاعل	
وَنُصِرَ يُنْصَرُ نَصْرًا و نُصْرَةً فَهُوَ مَنْصُورٌ	واحد مذكّر غائب واحد مذكّر غائب مصدر مجهول واحد مذكّر	اثبات فعل ماضی مطلق مجهول اثبات فعل مضارع مجهول * اسم مفعول	সে একজন পুরুষ সাহায্য কৃত হলো সে একজন পুরুষ সাহায্যকৃত হচ্ছে বা হবে সাহায্যকৃত হওয়া সাহায্যকৃত একজন পুরুষ
الْأَمْرُ مِنْهُ اُنْصُرْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْصُرْ	واحد مذكّر حاضر واحد مذكّر حاضر	اَمر حاضر معروف نہی حاضر معروف	তুমি একজন পুরুষ সাহায্য করো তুমি একজন পুরুষ সাহায্য করো না
الظَّرْفُ مِنْهُ مَنْصَرٌ	واحد	اسم ظرف	সাহায্য করার একটি স্থান বা কাল
وَالْآلَةُ مِنْهُ مِنْصَرٌ وَمِنْصَرَةٌ وَمِنْصَارُ	واحد واحد واحد	اسم آلہ صغری اسم آلہ وسطی اسم آلہ کبری	সাহায্য করার একটি ছোট যন্ত্র সাহায্য করার একটি মধ্যম যন্ত্র সাহায্য করার একটি বড় যন্ত্র
وَتَثْنِيَتُهُمَا مَنْصَرَانِ وَمِنْصَرَانِ	تثنية تثنية	اسم ظرف اسم آلہ صغری	সাহায্য করার দুটি স্থান বা কাল সাহায্য করার দুটি ছোট যন্ত্র

وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَنَاصِرُ وَمَنَاصِيْرُ	جمع جمع	اسم ظرف اسم آلہ صغری اسم آلہ وسطی اسم آلہ کبری	সাহায্য করার সকল স্থান বা কাল সাহায্য করার সকল ছোট যন্ত্র সাহায্য করার সকল মধ্যম যন্ত্র সাহায্য করার সকল বড় যন্ত্র
اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ اَنْصَرُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ نُصْرىٰ وَتَثْنِيَتُهُمَا اَنْصَرَانِ وَنُصْرَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَنْصَرُوْنَ، وَأَنَاصِرُ وَنُصَرٌ، وَنُصْرَيَاتٌ.	واحد مذکّر واحد مؤنث تثنیہ مذکّر تثنیہ مؤنث جمع مذکّر جمع مؤنث	اسم تفضیل مذکّر اسم تفضیل مؤنث اسم تفضیل مذکّر اسم تفضیل مؤنث اسم تفضیل مذکّر اسم تفضیل مؤنث	তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী একজন পুরুষ তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী একজন মহিলা তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী দুইজন পুরুষ তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী দুইজন মহিলা তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী সকল পুরুষ তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী সকল মহিলা

প্রশ্ন: صرف صغير এর মধ্যে একই মাসদার نَصْرًا، نَصْرًا কে দুইবার আনা হলো কেন?

উত্তর: صرف صغير এর মধ্যে একই মাসদারের প্রথমটি معروف এর জন্য আর দ্বিতীয়টি مجهول এর জন্য। এজন্য দেখতে একই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মাসদারকে দুবার আনা হয়েছে।

প্রশ্ন: مصدر معروف ও مصدر مجهول এর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

উত্তর: শব্দগত ভাবে দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে অর্থগত ভাবে একটু পার্থক্য আছে। তা হলো, معروف এর অর্থ হলো, সাহায্য করা। আর مجهول এর অর্থ হলো সাহায্য কৃত হওয়া।

প্রশ্ন: تَثْنِيَتُهُمَا ও اَلْجَمْعُ مِنْهُمَا এই দুই শব্দে ضَمِير কোন দিকে ফিরেছে?

উত্তর: اسم ظرف এবং اسم آلہ এর দিকে ফিরেছে। আর বাকি দুই জায়গায় اسم تفضیل مذکّر ও مؤنث এর দিকে ফিরেছে।

প্রশ্ন: اسم تفضیل কে صرف صغیر এর মধ্যে أفعل التفضیل কেন বলা হলো? অতচ তা মূলত اسم আর فعل তো হলো اسم এর বিপরীত একটি বিষয়!

উত্তর: صرف صغیر এর মধ্যে أفعل দ্বারা فعل উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হলো اسم تفضیل এর أفعل এর ওজন। এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسم تفضیل مذکر কেননা আরবি ভাষায় أفعل এর ওজনে তিনটি সিগা ব্যবহৃত হয়। যথা: فعل مضارع متکلم،اسم تفضیل مذکّر،صفۃ مشبہ । আর এখানে أفعل التفضيل বলে اسم تفضیل এর أفعل ওজনকে উদ্দেশ্য নিয়ে مضارع متکلم ও صفۃ مشبہ এর أفعل ওজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২য় বাব: তা فَعَلَ يَفْعِلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيْ الْمَاضِيْ وَكَسْرِهَا فِيْ الْغَابِرِ অর্থাৎ: ماضی এর عین কালিমায় যবর হবে ও مضارع এর عین কালিমায় যের হবে। যেমন: اَلضَّرْبُ وَالضَّرْبَةُ প্রহার করা, জমিনের ওপর চলা, উদাহরণ পেশ করা।

باب دوم بروزن فَعَلَ يَفْعِلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيْ الْماضى وَكَسْرِهَا فِي الْغَابِرِ **چوں** الضَّرْبُ وَ الضَّرْبَةُ : **زدن ورفتن بروے زمین وپدید کردن مثل** تَصْرِيفُهُ : ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا فَهُوَ ضَارِبٌ وَضُرِبَ يُضْرَبُ ضَرْبًا فَهُوَ مَضْرُوبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِضْرِبْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَضْرِبْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَضْرِبْ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِضْرَبٌ وَمِضْرَبَةٌ وَمِضْرَابٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَضْرَبَانِ وَمِضْرَبَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَضَارِبُ وَمَضَارِيبُ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ اَضْرَبُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ ضُرْبىٰ وَتَثْنِيَتُهُمَا اَضْرَبَانِ وَضُرْبَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَضْرَبُونَ وَأَضَارِبُ وَضُرَبٌ وَضُرْبَيَاتٌ.

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْغَسْلُ ধৌত করা। اَلْغَلْبُ বিজয়ী হওয়া, পরাজিত করা। اَلظُّلْمُ জুলুম করা, অত্যাচার করা। اَلْفَصْلُ পৃথক করা।

৩য় বাব: فَعِلَ يَفْعَلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيْ الْماضى وَفَتْحِهَا فِيْ الْغَابِرِ অর্থাৎ ماضى এর عين কালিমায় যের হবে ও مضارع এর عين কালিমায় যবর হবে। যেমন: اَلسَّمْعُ وَالسِّمَاعُ শোনা, কান পেতে শ্রবণ করা।

باب سوم بروزن فَعِلَ يَفْعَلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيْ الْماضى وفتحها فِي الْغَابِرِ چوں السَّمْعُ و السِّمَاعُ **شنیدن و گوش فرادشتن-** تَصْرِيفُهُ : سَمِعَ يَسْمَعُ سَمْعًا فَهُوَ سَامِعٌ وَسُمِعَ يُسْمَعُ سَمْعًا فَهُوَ مَسْمُوْعٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِسْمَعْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَسْمَعْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَسْمَعٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِسْمَعٌ وَمِسْمَعَةٌ وَمِسْمَاعٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَسْمَعَانِ وَمِسْمَعَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَسَامِعُ وَمَسَامِيعُ افْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ اَسْمَعُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ سُمْعٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا اَسْمَعَانِ وَسُمْعَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَسْمَعُونَ وَاَسَامِعُ وَسُمَعٌ وَسُمْعَيَاتٌ

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْعِلْمُ জানা। اَلْفَهْمُ বুঝা। اَلْحِفْظُ সংরক্ষণ করা, হেফাজত করা। اَلشَّهَادَةُ সাক্ষ্য দেওয়া। اَلْحَمْدُ প্রশংসা করা। اَلْجَهْلُ অজ্ঞ হওয়া, মুর্খ হওয়া।

প্রশ্ন: যখন মুসান্নিফ রহ. مطّرد এর বাবসমূহ থেকে যার ماضى এর عين কালিমায় যবর হয় এমন দুটি বাব উল্লেখ করেছেন তখন উচিত ছিল তারপরে فتح يفتح এর মত কোন একটি বাব উল্লেখ করা যার ماضى এর عين কালিমায় যবর হয়, কিন্তু মুসান্নিফ রহ. এমনটি কেন করলেন না?

উত্তর: ثلاثى مجرّد এর বাবসমূহ দুই প্রকার। ১. أُصُوْلٌ (মূল) ২. فُرُوْعٌ (শাখা) أُصُوْلٌ বলে যার ماضى এর عين কালিমার হরকত مضارع এর عين কালিমার হরকত থেকে ভিন্ন হয়। যাতে শব্দের ভিন্নতার ওপর প্রমান বহন করে। এমন বাব তিনটি, نَصَرَ يَنْصُرُ. ضَرَبَ يَضْرِبُ و سَمِعَ يَسْمَعُ. আর فُرُوْعٌ বলে যার ماضى এর عين কালিমার হরকত مضارع এর عين কালিমার হরকত থেকে ভিন্ন হয় না। এমন বাবও তিনটি, فَتَحَ يَفْتَحُ. كَرُمَ يَكْرُمُ. حَسِبَ يَحْسِبُ. আর أُصُوْلٌ যেহেতু فُرُوْعٌ এর থেকে মর্যাদার দিক থেকে অগ্রগামী হয় তাই أُصُوْلٌ এর বাবসমূহকে আগে আনা হয়েছে যাতে তিনি أُصُوْلٌ বা মৌলিক বাবসমূহ থেকে অবসর হয়ে فُرُوْعٌ এর বাবগুলো শুরু করতে পারেন।

প্রশ্ন: এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় كَادَ يَكَادُ ও باب فَضِلَ يَفْضُلُ এ দুটিও أُصُوْلٌ এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও হলো এমন বাব যার ماضى এর عين কালিমার হরকত مضارع এর عين কালিমার হরকত থেকে ভিন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবে তো এগুলোকে মৌলিক বাব হিসেবে গণ্য করা হয় না?

উত্তর: মুহাক্কিক সরফবিদদের নিকটে ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ এর মোট বাব হলো ৬ টি। আর এদুটি باب যেগুলোর কথা মাত্র বলা হলো এগুলোকে পূর্বের বাবসমূহ হতে নেওয়া করা হয়েছে। এগুলো পৃথক কোনো বাব নয়। এজন্যই নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে ৬ টি বাবের কথাই বর্ণিত আছে। বাকি দুই বাবের আলোচনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: عِلْم ও فَهْم এর মধ্যে কী কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর: এদুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি আরেকটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, عِلْم এটি متعدى بدو مفعول হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণি فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, আর فَهْم এটি متعدى بيك مفعول হয়। আর কুরআনের মধ্যে যে এসেছে فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ এটি مجرد নয় বরং مزيد فيه এর অন্তর্ভুক্ত। (মিজান পৃ ৩১ হাশিয়া ১) (সংশোধন যোগ্য)

মুসান্নিফ রহ. যখন ابواب اصول বা মৌলিক বাব সমূহ বর্ণনা থেকে অবসর হয়েছেন তখন ابواب فروع তথা শাখাগত বাবসমূহের আলোচনা শুরু করেছেন। আর باب فتح يفتح এর ماضى ও مضارع এর عين কালিমায় যবর হওয়ার কারণে সহজ তাই তাকে বাবে كَرُمَ ও حَسِبَ এর আগে এনেছেন। দ্বিতীয়ত তার ব্যবহার অধিক, এজন্য তাকে আগে এনেছেন।

৪র্থ বাব: তা فَعَلَ يَفْعَلُ এর ওজনে আসবে। এই বাবের আলামত হলো: بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيهِمَا **অর্থাৎ** ماضى ও مضارع উভয়টির عين কালিমায় যবর হবে। এবং عين কালিমা অথবা لام কালিমায় হরফে হলকি এর হরফ সমূহ থেকে কোন একটি হবে। হরফে হলকি ৬ টি। ء ه ع ح غ خ। যেমন: اَلْفَتْحُ খোলা, উন্মুক্ত করা।

باب چہارم بروزن فَعَلَ يَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيهِمَا **چوں** الْفَتْحُ **كشادن** – تَصْرِيفُهُ : فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا فَهُوَ فَاتِحٌ وَفُتِحَ يُفْتَحُ فَتْحًا فَهُوَ مَفْتُوْحٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِفْتَحْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَفْتَحْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَفْتَحٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِفْتَحٌ وَمِفْتَحَةٌ وَمِفْتَاحٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَفْتَحَانِ وَمِفْتَحَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَفَاتِحُ وَمَفَاتِيحُ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ اَفْتَحُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ فُتُحٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا اَفْتَحَانِ وَفُتُحَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَفْتَحُونَ وَاَفَاتِحُ وَفُتَحٌ وَفُتُحَيَاتٌ.

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْمَنْعَ বাধা প্রদান করা, নিষেধ করা। اَلصِّبْغُ রং করা। اَلرِّهْنُ বন্ধক রাখা। اَلسَّلْخُ চামড়া খসানো।

জেনে রাখো, প্রত্যেক ঐ **فعل** যা فتح يفتح থেকে হবে তার জন্য শর্ত হলো তার عين কালিমা অথবা لام কালিমার মধ্যে حرق حلقى এর হরফসমূহ থেকে কোন একটি হরফ হতে হবে। তবে رَكَنَ يَرْكَنُ و أَبٰى يَأْبٰى এগুলো হলো شَاذٌّ.

উক্ত ইবারতটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্নটি হলো:

প্রশ্ন: পূর্বে বলেছে, যে **فعل** বাবে فتح يفتح থেকে হবে তার عين কালিমা অথবা لام কালিমার মধ্যে حرف حلقى এর হরফসমূহ থেকে কোন একটি হরফ হবে। কিন্তু رَكَنَ يَرْكَنُ و أَبٰى يَأْبٰى এগুলোর মধ্যে তো কোন হরফে হলকি হলো না? তারপরেও তো এগুলো বাবে فتح يفتح এর অন্তর্ভূক্ত !

উত্তর: এগুলো হলো شَاذٌّ. বা এমন মাসদার যেগুলো খুবই কম ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: أَبٰى يَأْبٰى কে شَاذٌّ বলা যাবে না কারণ তা কুরআন শরিফে এসেছে। যেমন, أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ. যদি এটি নিয়ম বহির্ভূত হত তাহলে তা কুরআন শরিফে আসত না। কেননা কুরআনুল কারিম হলো صحيح. তা شَاذٌّ নয়।

উত্তর: شَاذٌّ তিন প্রকার। ১. مخالف قياس واستعمال ২. مخالف قياس وموافق استعمال ৩. مخالف قياس موافق استعمال. প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যাখ্যাত আর তৃতীয় প্রকার গ্রহণযোগ্য। এখানে أَبٰى يَأْبٰى তৃতীয় প্রকার থেকে হয়েছে।

প্রশ্ন: صحيح কাকে বলে?

উত্তর: যে فعل এর মূল হরফে حرف علت، ہمزہ ও এক জাতীয় দুই হরফ না হয় তাকে صحیح বলে। যেমন: نَصَرَ، ضَرَبَ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: دَخَلَ يَدْخُلُ، سَمِعَ يَسْمَعُ و وَعَدَ يَعِدُ এগুলোর মধ্যেও তো حرف حلقى আছে। তারপরেও এগুলো কেন বাবে فتح থেকে হলো না?

উত্তর: বাবে فتح يفتح হওয়ার জন্য حرف حلقى শর্ত। সুতরাং যার মধ্যে حرف حلقى হবে না তা এই বাব থেকে হবে না। এটা শর্ত নয় যে, যে فعل এর মধ্যেই حرف حلقى হবে তা-ই এই বাব থেকে হবে। যেমন, অজু নামাজের জন্য শর্ত। সুতরাং যখন অজু থাকবে না তখন নামাজও হবে না। তার অর্থ এটা নয় যে, যখন অজু হবে তখন নামাজও হতে হবে।

প্রশ্ন: মুসান্নিফ রহ. অন্য কোন বাবের خاصيّت (বৈশিষ্ট্য) বর্ণনা করেননি, শুধুমাত্র এই বাবের خَاصِيّت বর্ণনা করার কারণ কী?

উত্তর: এই বাবের মধ্যে যে خَاصِيّت টি বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো خَاصِيّت لَفْظِيَّة বা শাব্দিক বৈশিষ্ট্য। خَاصِيّت مَعْنَوِيَّة বা অর্থগত বৈশিষ্ট্য নয়। আর خَاصِيّت لَفْظِيَّة কেবল এই বাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্যান্য বাবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই।

জেনে রাখো: ء ও ه উচ্চারিত হয় হলকের শেষ থেকে। অর্থাৎ তার মাখরাজ হলো হলকের শেষ প্রান্ত। ع ও ح এর মাখরাজ হলো হলকের মধ্যখানে। غ ও خ এর মাখরাজ হলো হলকের শুরু। কবি বলেন:

حرف حلقى شش بود اے نور عين * ہمزہ ہا و حا و خا و عين و غين

অর্থ:

৫ম বাব: তা فَعُلَ يَفْعُلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: ضَمِّ الْعَيْنِ فِيهِمَا **অর্থাৎ** ماضى এবং مضارع উভয়টির عين কালিমায় পেশ হবে। যেমন: اَلْكَرْمُ وَالْكَرَامَةُ সম্মানিত হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া।

باب پنجم بروزن فَعُلَ يَفْعُلُ بِضَمِّ الْعَيْنِ فِيهِمَا **بدانکہ این باب لازم است و بیشتر اسم فاعل ایں باب بروزن** فَعِيلٌ **می آید چون** الْكَرْمُ وَ الْكَرَامَةُ **بزرگ شدن** تَصْرِيفُهُ : كَرُمَ يَكْرُمُ كَرْمًا وَكَرَامَةً فَهُوَ كَرِيمٌ الْأَمْرُ مِنْهُ

أُكْرُمْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَكْرُمْ وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَكْرَمٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِكْرَمٌ وَمِكْرَمَةٌ وَمِكْرَامٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَكْرَمَانِ وَمِكْرَمَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَكَارِمُ وَمَكَارِيمُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ أَكْرَمُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ كُرْمٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا أَكْرَمَانِ وَكُرْمَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَكْرَمُونَ وَأَكَارِمُ وَكُرَم وَكُرْمَيَاتٌ.

জেনে রাখো যে, এই বাবটি লাযেম (অকর্মক ক্রিয়া)। এই বাবের ***اسم فاعل*** অধিকাংশ সময় فعيل এর ওজনে আসে।

এই বাবের কিছু মাসদার: اَللَّطَفُ وَاللَّطَافَةُ পবিত্র হওয়া, কোমল হওয়া। اَلْقُرْبُ নিকটবর্তী হওয়া। اَلْبُعْدُ দূরবর্তী হওয়া। اَلْكَثْرَةُ অধিক হওয়া।

প্রশ্ন: *لَازِم* কাকে বলে? এটা কার প্রকার?

উত্তর: *لَازِم* হলো ***فعل*** এর প্রকার। ***فعل*** দুই প্রকার। ১. *لَازِم*. ২. *مُتَعَدِّى*.

সংজ্ঞা: লাযেম বলা হয়, যে ***فعل*** শুধু ***فاعل*** এর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, *مفعول* এর কোনো প্রয়োজন হয় না। আর *مُتَعَدِّى* বলে যা ***فاعل*** এর দ্বারা পূর্ণ হয় না বরং *مفعول* এর প্রয়োজন হয়।

শায (شَاذٌّ) এর বাব ৩ টি

১ম বাব: তা فَعِلَ يَفْعِلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا **অর্থাৎ** *مَاضِى* এবং *مضارع* উভয়টির *عين* কালিমায় যের হবে। যেমন: اَلْحَسْبُ وَالْحُسْبَانُ ধারণা করা, উপলব্ধি করা।

باب اول بروزن فَعِلَ يَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا ***چوں*** الْحَسْبُ وَالْحِسْبَانُ ***پنداشتن*** تَصْرِيفُهُ : حَسِبَ يَحْسِبُ حَسْبًا وَحِسْبَانًا فَهُوَ حَاسِبٌ وَحُسِبَ يُحْسَبُ حَسْبًا وَحِسْبَانًا فَهُوَ مَحْسُوبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِحْسِبْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَحْسِبْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَحْسِبٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِحْسَبٌ وَمِحْسَبَةٌ وَمِحْسَابٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَحْسَبَانِ وَمِحْسَبَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَحَاسِبُ وَمَحَاسِيبُ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ أَحْسَبُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ حُسْبٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا أَحْسَبَانِ وَحُسْبَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَحْسَبُونَ وَأَحَاسِبُ وَ حُسَبٌ وَحُسْبَيَاتٌ.

এই বাবের আরও কিছু মাসদার: اَلنَّعْمُ وَالنَّعْمَةُ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করা , সুখী হওয়া।

** এটি হলো شَاذٌّ এর বাবসমূহ থেকে প্রথম বাব এবং فُرُوْعٌ (শাখা) বাবসমূহের তৃতীয় বাব । আর فَضِلَ يَفْضُلُ و كَادَ يَكَادُ এগুলো না أُصُوْل (মৌলিক) বাবের অন্তর্ভুক্ত আর না فُرُوْعٌ (শাখাগত) বাবের অন্তর্ভুক্ত । বরং এগুলো স্বতন্ত্র কোন বাবই না ।

প্রশ্ন: صَحِيْحٌ কাকে বলে?

উত্তর: সরফবিদদের নিকট সহিহ (صَحِيْحٌ) বলে, যার حروف اصلی বা মূল হরফের মধ্যে হরফে ইল্লত, হামজা এবং এক জাতীয় দুই হরফ না হয় ।

প্রশ্ন: النَّعْمَةُ এর نون এর মধ্যে কোন হরকত দিতে হবে?

উত্তর: যবর দিতে হবে । কেননা نون এর মধ্যে পেশ দিয়ে পড়লে তার অর্থ হবে, চোখ আলোকিত করা । আর যের দিয়ে পড়লে এটি اسم مصدر. তার অর্থ হলো, নেয়ামত, অনুগ্রহ, সম্পদ, প্রাচুর্য ।

২য় বাব: তা فَعِلَ يَفْعُلُ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো: بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي عَيْن এর مُضَارِعٌ ও الْمَاضِيْ وَضمها فِي الْغَابِرِ **অর্থাৎ** ماضى এর عَيْن কালিমায় যের হবে ও مضارع এর عين কালিমায় পেশ হবে । যেমন: اَلْفَضْلُ বেশি হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া । প্রাধান্য পাওয়া ।

باب دوم بروزن فَعِلَ يَفْعُلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِيْ وَضمها فِي الْغَابِرِ، **بدانکہ صحیح ازیں باب جز** فَضِلَ يَفْضُلُ ديگر نيامده است و بعضے حَضِرَ يَحْضُرُ وَنَعِمَ يَنْعُمُ **رانیز ازیں باب گویند چوں** الْفَضْلُ **افزوں شدن و غلبہ کردن**، تَصْرِيفُهُ : فَضِلَ يَفْضُلُ فَضْلًا فَهُوَ فَاضِلٌ وَفُضِلَ يُفْضَلُ فَضْلًا فَهُوَ مَفْضُوْلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ افْضُلْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَفْضُلْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَفْضَلٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِفْضَلٌ و مِفْضَلَةٌ وَمِفْضَالٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَفْضَلَانِ وَمِفْضَلَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَفَاضِلُ وَمَفَاضِيلُ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ أَفْضَلُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ فُضْلَى وَتَثْنِيَتُهُمَا اَفْضَلَانِ وَفُضْلَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا افْضَلُوْنَ وَاَفَاضِلُ وَفُضَلٌ وَ فُضْلَيَاتٌ .

এই বাবের মাসদার: اَلْحُضُوْرُ উপস্থিত হওয়া ।

জানা উচিত যে, এই বাব فَضِلَ يَفْضُلُ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে আসে না। কতক সরফবিদ বলেছেন, حَضِرَ يَحْضُرُ و نَعِمَ يَنْعُمُ ও এই বাবের অন্তর্ভুক্ত।

** সরফবিদ ও ভাষাবিদ সকলেই একমত যে, এই বাবটি تَدَاخُل এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই বাবের ماضی বাবে سَمِعَ থেকে এবং مضارع বাবে نَصَرَ থেকে এসে উভয়টিকে এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে। এজন্য প্রকৃতপক্ষে এটি পৃথক কোন বাবই না। তাই অভিধানে এটিকে বাবে نصر থেকে লিখা আছে। শাফিয়া ও রজি নামক কিতাবেও এদুটি বাবকে تداخل এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

تَدَاخُل বলা হয়, এক বাববে আরেক বাবের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া।

৩য় বাব: তা فَعُلَ يَفْعَلُ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: بِضَمِّ الْعَيْنِ فِي الْماضى وَفتحها فِي الْغَابِرِ **অর্থাৎ ماضى** এর عَيْن কালিমায় পেশ হবে ও مُضَارِعٌ এর عَيْن কালিমায় যবর হবে। যেমন: اَلْكَوْدُ وَالْكَيْدُوْدَةُ চাওয়া, নিকটবর্তী হওয়া।

باب سوم بروزن فَعُلَ يَفْعَلُ بِضَمِّ الْعَيْنِ فِي الْماضى وَفتحها فِي الْغَابِرِ بدانكه هرماضى كه مضموم العين بود مستقبل او نيز مضموم العين آيد مگر در صرف واحد از معتل عين واوى مانند كُدْتَّ، تَكَادُ چون الْكَوْدُ وَالكَيْدُوْدَةُ خواستن و نزديك شدن. تَصْرِيْفُهُ : كَادَ يَكَادُ كَوْدًا وَكَيْدُوْدَةً فَهُوَ كَائِدٌ وَكِيدَ يُكَادُ كَوْدًا وَكَيْدُوْدَةً فَهُوَ مَكُوْدٌ الْأَمْرُ مِنْهُ كَدْ وَالنّهى عَنْهُ لَا تَكَدْ الظَّرْفُ مِنْهُ مَكَادٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِكْوَدٌ وَمِكْوَدَةٌ وَمِكْوَادٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَكَادَانِ وَمِكْوَدَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَكَاوِدُ وَمَكَاوِيدُ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْهُ اَكْوَدُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ كُوْدٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا أَكْوَدَانِ وَكُودَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَكْوَدُوْنَ وَأَكَاوِدُ وَ كُوَدٌ وَ كُودَيَاتٌ.

বি. দ্র. এই বাবের শুধুমাত্র একটি গরদানই হয়।

মুসান্নিফ রহ. এই বাবটিকে معتل عين واوى থেকে নিয়ে এসেছেন। যে শব্দের عين কালিমায় حرف علت হয় তাকে معتل عين ও اجوف বলে। যদি واو হয় তাহলে معتل واوى আর ياء হলে معتل يائى বলা হয়।

যে সকল বাবের মাজি مضموم العين হবে তার مضارع এর عين কালিমায়েও ضمه হয়। কিন্তু বাবে كَادَ يَكَادُ তার ব্যতিক্রম।

كدت এটাকে দু'ভাবে পড়া জায়েজ আছে। كاف এর মধ্যে كسرة দিয়েও পড়া যাবে আবার ضمه দিয়েও পড়া যাবে। উভয় অবস্থায় তা واوى ও হতে পারে আবার يائى ও হতে পারে। তবে তাহকিকপূর্ণ কথা হলো: অধিকাংশ আহলে ইলমের নিকট এটি واوى বাবে سمع থেকে كاف এর মধ্যে كسره দিয়ে। এটিই প্রসিদ্ধ। আর كاف এর মধ্যে পেশ দিয়ে কতক আলেমের নিকট تداخل আর কতকের নিকট شاذٌ.

তা'লিল- كَادَ মূলত كَوِدَ ছিল। واو متحرك তার পূর্বে مفتوح হওয়ার কারণে واو কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। كَادَ হয়ে গেছে। কেননা কায়দা হলো, যে واو ও ياء হরকত বিশিষ্ট হয় এবং তার পূর্বে مفتوح হয় সেই واو و ياء কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে হয়। يَكَادُ এটি (مضارع معروف) এর সিগা। যা মূলত يَكْوَدُ ছিল। واو متحرك তার পূর্বে حرف صحيح সাকিন হয়েছে। তাই واو এর حركت কে নকল/ স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর واو মূলত متحرك ছিল এখন তার পূর্বের হরফে فتحه আছে সেজন্য واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। يَكَادُ হয়ে গেছে। يُكَادُ যা مضارع مجهول এর সিগা ও مَكَاد যা اسم ظرف এর সিগা সেগুলোতে একইভাবে তা'লিল করো।

তা'লিল- كَيْدُوْدَةٌ (মাসদার) মূলত كَيْوَدُوْدَةٌ ছিল। ياء ও واو একত্রিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে প্রথমটি সাকিন। এজন্য واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। তারপর تخفيف বা সহজতার জন্য একটি ياء কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। كَيْدُوْدَةٌ হয়ে গেছে।

তা'লিল كَائِدٌ (ইসমে ফায়েল) মূলত كَاوِدٌ ছিল। واو টি الف زائد এর পরে শব্দের এক পার্শে এসেছে সেজন্য واو কে همزه দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। كائد হয়ে গেছে। كِيْدَ (মাজি মাজহুল) মূলত كُوِدَ ছিল। واو এর মধ্যে كسره পড়া কঠিন বিধায় واو এর হরকতকে তার পূর্বের হরফের হরকত পেশকে দূর করার পর নকল/ স্থানান্তর

করে তার পূর্বের হরফকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে كِيْدَ হয়ে গেছে। কেননা কায়দা হলো- যে واو সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে كسره হয় সে واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে হয়। مَكُوْدٌ (ইসমে মাফউল) মূলত مَكْوُوْدٌ ছিল। واو এর ওপর পেশকে কঠিন মনে করে তার পূর্বের হরফে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে একটিকে ফেলে দেওয়া হয়। مَكُوْدٌ হয়ে গেছে।

তা'লিল كَدْ যা (أمر حاضر معروف এর সিগা) মূলত إِكْوَدْ ছিল। واو হরকত বিশিষ্ট তার পূর্বে حرف صحيح সাকিন। واو এর হরকতকে তার পূর্বের হরফে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাপর تَكَادُ এর কায়দা অনুযায়ী واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। তারপর الف টি اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এবং শুরুতে همزه وصل এর প্রয়োজন না থাকার কারণে সেটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। كَدْ হয়ে গেছে।

তা'লিল- مِكْوَادٌ এটা (اسم آلہ) এর সিগা। তার মধ্যে يَكَادُ এর কায়দা পাওয়া যায়। তবুও সেখানে تعليل হয়নি, কারণ উক্ত কায়দার জন্য শর্ত হলো اسم تفضيل ও اسم آلہ এর সিগা না হওয়া।

ثلاثی مجرد এর বাবসমূহের আলোচনা এখানে শেষ হলো।

ثُلَاثِی مَزِید فیہ এর বাবসমূহ

ثُلَاثِی مَزِید فیہ যার ماضی এর মধ্যে حرف زائد বা অতিরিক্ত হরফ হয় তা ২ প্রকার। ১. مُلْحَق بِرُبَاعِی. ২. غَیْر ملحق برباعی. আর غَیْر ملحق برباعی এটি আবার দুই প্রকার। ১. যার মধ্যে همزة وصل আসে, তাকে باهمزة وصل বলে। ২. যার মধ্যে همزة وصل আসে না, তাকে بے همزة وصل বলে। باهمزة وصل এর ৯ টি বাব রয়েছে।

এখানে الحاق বা ملحق এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কেননা মুসান্নিফ রহ. নিজেই কিতাবের শেষে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রশ্ন: ثلاثی مزید فیہ কে কেন منشعب ثلاثی বলে উল্লেখ করা হলো?

উত্তর: কেননা منشعب শব্দের অর্থ হলো: শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। যেহেতু ثلاثی مزید فیہ থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয় সেজন্য তাকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

জেনে রাখো যে: যে ہمزۃ শব্দের শুরুতে আসে তা ২ প্রকার। ১. اَصلی যা সকল গরদানের فا،عین،لام কালিমায় আসে। যেমন: أَمَرَ و أَخَذَ ইত্যাদি। ২. زَائِد যা সকল গরদানের فاء و عين و لام কালিমায় আসে না। তা আবার ২ প্রকার, ১. وَصلی ২. قَطعی।

হামজায়ে وَصلی ঐ হামজাকে বলে, যে হামজাকে পূর্বের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সময় পড়ে যায় বা উচ্চারণে আসে না। যেমন اِجْتَنَبَ ও اِنْفَطَرَ ইত্যাদি শব্দের হামজা।

আর হামজায়ে قَطْعِيْ হলো যা উচ্চারনের সময় তার পূর্বের শব্দকে পরের শব্দ থেকে পৃথক করে। যেমন: أَكْرَمَ এর হামজা।

প্রশ্ন: ہمزۃ وصلی ও ہمزۃ قطعی এর ব্যবহাররের জায়গাগুলো কী কী?

উত্তর: ہمزۃ وصلی ও ہمزۃ قطعی এর ব্যবহাররের জায়গাগুলো নিম্নরূপ:

ہمزۃ وصلی এর ব্যবহারের স্থানসমূহ

১. ثلاثی مجرد এর সকল বাবের امر حاضر معروف এর হামজা। যেমন: اِفْتَحْ، أُكْرُمْ

২. ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق برباعی باہمزۃ وصل এর নয় বাবের امر حاضر ও مصدر ، ماضی এর হামজা। যেমন: اِجْتَنِبْ، اِجْتَنَبَ، اَلْإِجْتِنَابُ

৩. رباعی مزید فیہ باہمزۃ وصل এর দুই বাবের مصدر ، ماضی ও امر حاضر معروف এর হামজা। যেমন: اِبْرَنْشِقْ، اِبْرَنْشَقَ، اَلْاِبْرِنْشَاقُ

৪. بِاِحْرَنْجَمَ / ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ باہمزۃ وصل এর দুই বাবের ماضی،مصدر ও امر حاضر معروف এর হামজা। যেমন: اِقْعَنْسَسَ، اِقْعَنْسِسْ، اَلْاِقْعِنْسَاسُ

৫. الف‌ولام এর হামজা। যেমন: اَلْكِتَابُ، اَلْقَلَمُ

৬. নির্দিষ্ট কিছু اسم এর হামজা। যেমন: اِبْنٌ، اِمْرَأَةٌ

ہمزۂ قطعی এর ব্যবহারের স্থানসমূহ

১. مضارع এর واحد متکلم এর হামজা। যেমন: أَضْرِبُ، أَنْصُرُ

২. اسم تفضیل এর হামজা। যেমন: أَنْصَرُ

৩. باب افعال এর ماضی،مصدر ও امر حاضر معروف এর হামজা। যেমন: أَكْرِمْ، أَكْرَمَ، اِكْرَامٌ

৪. أَفْعَلُ এর ওজনে صفت مشبہ এর হামজা। যেমন: أَحْمَرُ

প্রশ্ন: ہمزۂ وصلی ও ہمزۂ قطعی এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. ہمزۂ وصلی পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সময় উচ্চারিত হয় না। আর ہمزۂ قطعی পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সময় উচ্চারিত হয়।

২. ہمزۂ وصلی অধিকাংশ ক্ষেত্রে مضموم ও مکسور হয়। আর ہمزۂ قطعی অধিকাংশ ক্ষেত্রে مفتوح হয়।

ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق برباعی باہمزۂ وصل এর বাবসমূহ

এমন ثلاثی مزید فیہ কে বলে যার মধ্যে হরফ বৃদ্ধি করে رباعی এর ওজনের সঙ্গে মিলানো হয় না। এবং তার মধ্যে ہمزۂ وصل আসে। যেমন: اِجْتَنَبَ

১ম বাব: তা اِفْتِعَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: ف কালিমার পূর্বে ہمزۂ وصل হবে এবং ف ও عین কালিমার মাঝখানে একটি ت অতিরিক্ত হবে। যেমন: اَلْاِجْتِنَابُ বিরত থাকা, এড়িয়ে চলা, পরিহার করা, সরিয়ে রাখা।

باب اول بر وزن اِفْتِعَالٌ اما آنکه درو الف وصل در آید آن را نہ باب است چوں الاجْتِنَابُ **پرہیز کردن**

تَصْرِيفُهُ : اِجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ اِجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنِبٌ وَ اُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ اِجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنَبٌ اَلْاَمْرُ مِنْهُ اِجْتَنِبْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَجْتَنِبْ، والظرف منه مُجْتَنَبٌ والآلة منه مَا بِهِ الإِجْتِنَابُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِجْتِنَابًا،

বি.দ্র. এই বাব لَازِم ও مُتَعَدِّىْ উভয়টি থেকেই ব্যবহৃত হয়।

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِقْتِبَاسُ অর্জন করা, আলো গ্রহণ করা। اَلْاِقْتِنَاصُ শিকার করা। اَلْاِلْتِمَاسُ অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা। اَلْاِعْتِزَالُ একাকী হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া। اَلْاِحْتِمَالُ সহ্য করা, বহন করা। اَلْاِخْتِطَافُ ছিনিয়ে নেওয়া, হঠাৎ নিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন: الف তো সর্বদা সাকিন হয় আর হামজা مُتَحَرِّكْ হয়। তাহলে এখানে হামজাকে الف বলে ব্যক্ত করার কারণ কী?

উত্তর: همزه কেও কখনো কখনো রূপকার্থে الف বলা হয়। কখনো কখনো যে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয় সেটা বুঝানোর জন্যই মুসান্নিফ রহ. এমনটা করেছেন।

প্রশ্ন: হামজায়ে وصلى কে তার পূর্বের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া ও همزه قطعى এর মধ্যে পৃথক করে পড়ার কারণ কী?

উত্তর: এটা আরবদের ব্যবহারের কারণে। এখানে قياس বা অনুমানের কোনো দখল নেই।

প্রত্যেক বাবের অতিরিক্ত হরফ তার ماضى এর প্রতি লক্ষ্য করে নির্ধারণ করা হয়।

أُجْتُنِبَ যা (ماضى مجهول) এর সিগা তাতে همزه ও تاء এর মধ্যে ضمه দেওয়া হয়েছে। কেননা فاء কালিমাকে ضمه দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে همزه বেকার হয়ে পড়বে। আর همزه এর যে পেশটি রয়েছে তা দূর হয়ে যাওয়ার উপক্রম। (পূর্বের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সময়েই পড়ে যাবে) সুতরাং তা যথেষ্ট নয়। তাই ت এর মধ্যেও পেশ দেওয়া হয়েছে। এই কায়দা أُسْتُنْصِرَ এর মধ্যেও প্রজোয্য হবে।

প্রশ্ন: افتعال এর ওজনে যে মাসদারে همزة الوصل এর পর ن অতঃপর ت রয়েছে, যেমন: اِنْتِقَالٌ এর বাব কী হবে?

উত্তর: افتعال এর ওজনে যে সকল মাসদারের همزة الوصل এর পর ن অতঃপর ت রয়েছে সেগুলো বাবে افتعال থেকেই হবে। অন্য কোনো বাব থেকে হবে না।

২য় বাব: তা اِسْتِفْعَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزة وصل হওয়া এবং فاء কালিমার পূর্বে سين ও تاء হওয়া । যেমন: اَلْاِسْتِنْصَارُ সাহায্য চাওয়া।

باب دوم بروزن اِسْتِفْعَالٌ **چوں** اَلْاِسْتِنْصَارُ **طلب یاری کردن** تَصْرِيفُهُ : اِسْتَنْصَرَ يَسْتَنْصِرُ اسْتِنْصَارًا فَهُوَ مُسْتَنْصِرٌ وَاُسْتُنْصِرَ يُسْتَنْصَرُ اِسْتِنْصَارًا فَهُوَ مُسْتَنْصَرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِسْتَنْصِرْ وَالنّهى عَنْهُ لَا تَسْتَنْصِرْ والظرف منه مُسْتَنْصَرٌ والآلة منه مَا بِهِ الإِسْتِنْصَارُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِسْتِنْصَارًا،

বি.দ্র. এই বাব لَازِمْ ও مُتَعَدِّيْ উভয়টি থেকেই ব্যবহৃত হয়।

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِسْتِغْفَارُ ক্ষমা প্রার্থনা করা। اَلْاِسْتِفْسَارُ জিজ্ঞাসা করা। اَلْاِسْتِخْلَافُ উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি বানানো। اَلْاِسْتِمْتَاعُ উপভোগ করা, উপকার অর্জন করা।

এই বাবের মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত হরফ রয়েছে। فاء কালিমার পূর্বে الف ও سين ও تاء । আর অতিরিক্ত হরফ থেকে মূল হরফ চিনার পদ্ধতি এই ماضى ই।

৩য় বাব اِنْفِعَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزة وصل হওয়া এবং فاء কালিমার পূর্বে نون হওয়া। যেমন: اَلْاِنْفِطَارُ ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া।

باب سوم بروزن اِنْفِعَالُ **چوں** اَلْاِنْفِطَارُ **شگافتہ شدن بدانکہ فعلیکہ بریں وزن آید لازم باشد** –
تَصْرِيفُه : اِنْفَطَرَ يَنْفَطِرُ اِنْفِطَارًا فَهُوَ مُنْفَطِرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِنْفَطِرْ وَالنّهى عَنْهُ لَا تَنْفَطِرْ، والظرف منه مُنْفَطَرٌ والآلة منه مَا بِهِ الاِنْفِطَارُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِنْفِطَارًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْاِنْصِرَافُ ফিরে যাওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। اَلْاِنْقِلَابُ উল্টে যাওয়া। পরিবর্তিত হওয়া। اَلْاِنْخِفَافُ হালকা হওয়া। اَلْاِنْشِعَابُ শাখা-প্রশাখা হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি লাযেম।

যেহেতু এই বাবটি লাযেম সেজন্য তার থেকে مجهول ও اسم مفعول আসবে না। কিন্তু যদি باء এর মাধ্যমে متعدى করে مجهول বানানো হয় তাহলে তার مجهول টি এমন হবে

যে, همزہ وفاء কে ضمہ দিতে হবে এবং শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرہ দিতে হবে। যেমন: أُنْفُطِرَ بہ

৪র্থ বাব اِفْعِلَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে ہمزۂ وصل হওয়া এবং لام কালিমা তাশদীদ যুক্ত হওয়া। যেমন: اَلْاِحْمِرَارُ লাল হওয়া।

باب چہارم بروزن اِفْعِلَالٌ بدانکہ ایں باب نیز لازم ست۔ چوں اَلْاِحْمِرَارُ سرخ شدن تَصْرِيفُهُ : اِحْمَرَّ يَحْمَرُّ اِحْمِرَارًا فَهُوَ مُحْمَرٌّ الْأَمْرُ مِنْهُ اِحْمَرَّ اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ وَالنَّهى عَنْهُ لَا تَحْمَرَّ لَا تَحْمَرِّ لَا تَحْمَرِرْ . والظرف منه مُحْمَرٌّ والآلة منه مَا بِهِ الْاِحْمِرَارُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِحْمِرَارًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْاِخْضِرَارُ সবুজ হওয়া। اَلْاِصْفِرَارُ হলুদ হওয়া। اَلْاِغْبِرَارُ ধুলোমিশ্রিত হওয়া। اَلْاِبْلِقَاقُ ঘোড়া সাদা-কালো মিশ্রিত রংয়ের হওয়া।

এই বাবের মধ্যে الف ও দ্বিতীয় لام টি অতিরিক্ত।

এখানে اِحْمَرَّ (মাজির সিগা) যা মূলত اِحْمَرَرَ ছিল। يَحْمَرُّ (মুজারে' এর সিগা) যা মূলত يَحْمَرِرُ ছিল। مُحْمَرٌّ (ইসমে ফায়েলের সিগা) যা মূলত مُحْمَرِرٌ ছিল। দুটো এক জাতীয় সহিহ হরফ এক জায়গায় জমা হওয়ায় একটিকে সাকিন করে আরেকটির মধ্যে ادغام করে দেওয়া হয়েছে।

আর اِحْمَرَّ اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ যেগুলো امر এর সিগা এবং لَا تَحْمَرَّ، لَا تَحْمَرِّ، لَا تَحْمَرِرْ যেগুলো نہی এর সিগা। উভয়টির প্রথম দুই সিগার মধ্যেই আগের নিয়মে ادغام করে প্রথম সিগার শেষে فتحہ দেওয়া হয়েছে কেননা এটি হলো أَخَفُّ الْحَرَكَات বা সবচেয়ে সহজ হরকত। দ্বিতীয় সিগার শেষে کسرہ দেওয়া হয়েছে কেননা সাকিনকে যখন কোন হরকত দিতে হয় তখন তাকে کسرہ দিতে হয়। আর শেষের সিগাদ্বয়কে তাদের আসল অবস্থার ওপর বাকি রাখা হয়েছে। এভাবে امر ও نہی এর সিগা মোট তিনটি হয়েছে।

প্রশ্ন: صراح، قاموس، صحاح এর মধ্যে اَلْإِبْلِقَاقُ এর অর্থ করা হয়েছে ঘোড়া দিয়ে আর تاج المصادر এর মধ্যে ঘোড়ার বিষযটিকে ধরা হয়নি কেন?

উত্তর: تاج المصادر এর মধ্যে ঘোড়ার বিষযটিকে গণ্য করা হয়নি এটা করা হয়েছে الإبلقاق এর মাদ্দার প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা তার মাদ্দাহ হলো, بلق وبلقة তার অর্থ হলো, সাদা কালো রং মিশ্রিত হওয়া। আর অন্যান্য কিতাবে ঘোড়ার বিষয়টি ধরা হয়েছে তার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করে। ব্যবহারের মধ্যে অধিকাংশ সময় بلق و ابلقاق ঘোড়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। যদিও আভিধানিক অর্থে ঘোড়া শব্দটি নেই।

প্রশ্ন: কোন কোন বাবের ماضى ও مضارع এর কোন কোন সিগাতে ইদগাম হবে?

উত্তর: باب افعلال، باب افعيلال ও باب افعلّال এবং এ ধরণের যে সকল فعل এর لام كلمه তাশদীদ যুক্ত হয় এর ক্ষেত্রে ماضى এর প্রথম ৫ সিগাতে ইদগাম হবে। বাকি ৯ টি সিগাতে ইদগাম হবে না। এমনিভাবে مضارع এর দুই সিগা তথা جمع مؤنث غائب ও جمع مؤنث حاضر ব্যতীত বাকি ১২ সিগাতে ইদগাম করতে হবে।

৫ম বাব اِفْعِيْلَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزة وصل হওয়া। عين কালিমা ও لام কালিমার মাঝখানে الف অতিরিক্ত হওয়া। যা মাসদারের মধ্যে ياء হয়ে যায়। এবং لام কালিমা তাশদীদ যুক্ত হওয়া। যেমন: اَلْاِدْهِيْمَامُ খুব কালো হওয়া।

باب پنجم بروزن اِفْعِيْلَالٌ چوں اَلْاِدْهِيْمَامُ سخت سیاه شدن تَصْرِيفُهُ : ادْهَامَّ يَدْهَامُّ اِدْهِيْمَامًا فَهُوَ مُدْهَامٌّ الْأَمْرُ مِنْهُ اِدْهَامَّ اِدْهَامِّ اِدْهَامِمْ وَالنّهى عَنْهُ لَا تَدْهَامَّ لَا تَدْهَامِّ لَا تَدْهَامِمْ. والظرف منه مُدْهَامٌّ والآلة منه مَا بِهِ الْإِدْهِيْمَامُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِدْهِيْمَامًا،

এই বাবের মাসদার: اَلْاِسْمِيْرَارُ বাদামি রঙ বা ধূসর রঙ হওয়া। اَلْاِكْمِيْتَاتُ ঘোড়া লাল-কালো রঙ্গে মিশ্রিত হওয়া বা শ্যাম বর্ণের হওয়া। اَلْاِشْهِيْبَابُ ঘোড়া সাদা রঙের হওয়া। اَلْاِصْفِيْرَارُ ঘাস শুকিয়ে যাওয়া। اَلْاِسْحِرَارُ অপরের গোপন কথা জানা, অন্তরঙ্গ হওয়া বা বন্ধু হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি لازم.

اَلْاِدْهِيْمَامُ শব্দের অর্থ হলো, খুবই কালো হওয়া। কিন্তু নির্ভরযোগ্য অভিধানসমূহে খুবই অর্থটি পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই অর্থটি মুসান্নিফ রহ. এই বাবের খাসিয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে করেছেন।

প্রশ্ন: তাহলে তো মুসান্নিফের উচিৎ ছিল, পূর্বে অিতবাহিত হওয়া সকল বাব এবং এই বাবের অন্যান্য মাসদারসমূহের অর্থও মুবালাগার প্রতি লক্ষ্য করে করা। কিন্তু মুসান্নিফ এমনটা করেননি কেন?

উত্তর: নির্ভরযোগ্য অিভধানের কিতাবসমূহে باب افعلال و باب افعيلال এর কতক মাসদারসমূহে মুবালাগা জানা যায়, অিধকাংশ মাসদারসমূহে এমনটা পাওয়া যায় না।

৬ষ্ট বাব اِفْعِيْعَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزۂ وصل হওয়া। عين কালিমা দুটো হবে। এবং দুই عين কালিমার মধ্যে একটি واو অতিরিক্ত হওয়া যা মাসদারের মধ্যে ياء হয়ে যায়। যেমন: اَلْإِخْشِيْشَانُ কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া।

باب ششم بروزن اِفْعِيْعَالٌ چوں الْإِخْشِيْشَانُ سخت درشت شدن تَصْرِيْفُهُ : اِخْشَوْشَنَ يَخْشَوْشِنُ اخْشِيْشَانًا فَهُوَ مُخْشَوْشِنٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِخْشَوْشِنْ وَالنَهي عَنْهُ لَا تَخْشَوْشِنْ ، والظرف منه مُخْشَوْشَنٌ والآلة منه مَا بِهِ الْإِخْشِيْشَانُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِخْشِيْشَانًا،

এই বাবের মাসদার: اَلْاِخْلِيْلَاقُ কাপড় পুরোনো হয়ে যাওয়া। اَلْاِمْلِيْلَاحُ পানি লোনা হওয়া। اَلْاِحْدِيْدَابُ পিঠ কুঁজো হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটিও لازم.

এখানে اَلْإِخْشِيْشَانُ মূলত اَلْإِخْشِوْشَانُ ছিল। واو কে شين এর کسرہ এর কারণে ياء এর দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। اَلْإِخْشِيْشَانُ হয়ে গেছে।

৭ম বাব اِفْعِوَّالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزۂ وصل হওয়া। এবং عين কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে একটি তাশদীদ যুক্ত واو অতিরিক্ত হবে। যেমন: اَلْاِجْلِوَّاذُ ঘোড়া বা উট দৌড়ে চলা।

باب ہفتم بروزن اِفْعِوَّالٌ چوں اَلْاِجْلِوَّاذُ شتافتن شتر – تَصْرِيفُه : اِجْلَوَّذَ يَجْلَوِّذُ اِجْلِوَّاذًا فَهُوَ مُجْلَوِّذٌ اَلْاَمْرُ مِنْهُ اِجْلَوِّذْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَجْلَوِّذْ. والظرف منه مُجْلَوَّذٌ والآلة منه مَا بِهِ الْاِجْلِوَّاذُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِجْلِوَّاذًا،

এই বাবের মাসদার: اَلْاِخْرِوَّاطُ কাঠ চিড়া। اَلْاِعْلِوَّاطُ উটের গলায় মালা পরানো বা রশি বাঁধা।

বি.দ্র. এই বাবটিও لازم. এবং কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

اِعْلَوَّطَ الْبَعِيْرَ إِذَا تعلّقَ بِعُنُقِه قِلَادَةً এর দ্বারা উদ্দেশ্য:

এই বাবটি لازم এর অন্তর্ভুক্ত। তাই তাকে কিতাবে لازم বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন সময় এই বাবটি متعدى হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। একথা বুঝানোর জন্যই মুসান্নিফ রহ. উল্লেখ করেছেন: اعلوّط البعير (সে উটের গলায় মালা পড়াল) এই কথাটি আরবিতে তখন বলা হয় إذا تعلق بعنقه قلادة যখন কেউ উটের গলায় মালা পড়ায়।

৮ম বাব اِفَّاعُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে ہمزۂ وصل হওয়া। فاء কালিমা তাশদীদ যুক্ত হবে এবং فاء কালিমা ওবং عين কালিমার মাঝখানে একটি الف অতিরিক্ত হবে। যেমন اَلْاِثَّاقُلُ ভারী হওয়া ও নিজেকে ভারী করা।

باب ہشتم بروزن اِفَّاعُلٌ چوں اَلْاِثَّاقُلُ گراں بارشدن وخودرا گراں بار ساختن. تَصْرِيفُهُ : إِثَّاقَلَ يَثَّاقَلُ إِثَّاقُلًا فَهُوَ مُثَّاقِلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِثَّاقَلْ وَالنَهي عَنْهُ لَا تَثَّاقَلْ. والظرف منه مُثَّاقَلٌ والآلة منه مَا بِهِ الْاِثَّاقُلُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِثَّاقُلًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْاِسَّاقُطُ গাছ থেকে ফল ফেলে দেওয়া বা নিক্ষেপ করা। اَلْاِشَّابُهُ সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। اَلْاِصَّالُحُ পরস্পর সন্ধি করা।

যদি مضارع معروف টি ثلاثی مزید فیہ অথবা رباعی থেকে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে বাবের কারণে হামজায়ে وصل হয় তাহলে علامت مضارع এর মধ্যে فتحہ ও শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرہ হবে। আর যদি হামজায়ে وصل এর পর ادغام হয়, সাকিন দেওয়া

অসম্ভব হয় তাহলে مضارع এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে فتحہ হবে। يَثَّاقَلُ و يَطَّهَّرُ এর মধ্যে তেমনটিই হয়েছে।

প্রশ্ন: বাবে اِفَّاعُل ও বাবে اِفَّعُّل মূলত تَفَاعُل و تَفَعُّل ছিল একথা বলা ঠিক নয়। কেননা সরফবিদদের নিকট فاء،عين ও لام কালিমাকে নির্ধারণ করা হয়েছে কালিমার ওজন নির্ধারণের জন্য। যেন حرف اصلى বা মূল হরফ حرف زائد থেকে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং এক কালিমার মধ্যে فاء،عين ও لام মূল হবে আবার অন্য কালিমায় গিয়ে এগুলোই فرع বা শাখা হয়ে পড়া এবং تاء কে فاء দ্বারা পরিবর্তন করা এবং فاء কে فاء এর মধ্যে ادغام করার অর্থ কী?

উত্তর: اِفَّاعُل ও اِفَّعُّل এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই কালিমাগুলোর اصل বা মূল যা এই বাব থেকে এসেছে ঐ কালিমাগুলোই যেগুলো বাবে تَفَاعُل و تَفَعُّل থেকে এসেছে। এমনটা উদ্দেশ্য নয় যে, اِفَّاعُل ও اِفَّعُّل হলো فرع বা শাখা আর বাবে تَفَاعُل و تَفَعُّل হলো اصل বা মূল।

আর تاء কে فاء দ্বারা পরিবর্তন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تاء এর جنس কে فاء এর جنس দ্বারা পরিবর্তন করা। এবং فاء جنس কে فاء জন্য এর মধ্যে ادغام করা।

বি.দ্র. অনেক সরফবিদদের মতে বাবে اِفَّاعُل ও اِفَّعُّل স্বতন্ত্র কোন বাবই না। বরং تَفَاعُل و تَفَعُّل কে তা'লিল করে اِفَّاعُل ও اِفَّعُّل বানানো হয়েছে।

৯ম বাব اِفَّعُّلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: শুরুতে همزة وصل হওয়া। এবং فاء কালিমা ও عين কালিমা উভয়টি তাশদীদ যুক্ত হওয়া। যেমন: اَلاِطَّهُّرُ পবিত্র হওয়া।

باب نهم بروزن اِفَّعُّلٌ **چوں** اَلاِطَّهُّرُ **پاک شدن** – تَصْرِيفُهُ : اِطَّهَّرَ يَطَّهَّرُ اطَّهُّرًا فَهُوَ مُطَّهِّرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اِطَّهَّرْ وَالنّهي عَنْهُ لَا تَطَّهَّرْ . . والظرف منه مُطَّهَّرٌ والآلة منه مَا بِهِ الْاِطَّهُّرُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِطَّهُّرًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْاِزَّمُّلُ মাথায় চাদর দেওয়া। চাদর মুড়ি দেওয়া। اَلْاِضَّرُّعُ কান্নাকাটি করা। اَلْاِجَّنُّبُ দূরবর্তী হওয়া। اَلْاِذَّكُّرُ উপদেশ গ্রহণ করা। স্বরণ করা।

ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق برباعی بے ہمزہ وصل

সংজ্ঞা: তা এমন ثلاثی مزید فیہ কে বলে যার মধ্যে হরফ বৃদ্ধি করে رباعی এর ওজনের সঙ্গে মিলানো হয় না। এবং তার মধ্যে ہمزہ وصل আসে না। যেমন: أَكْرَمَ

এর বাব ৫ টি: **১ম বাব** যা اِفْعَالٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, শুরুতে ہمزہ قطعی হওয়া। এবং علامت مضارع এর মধ্যে পেশ হওয়া। যেমন: اَلْإِكْرَامُ সম্মান করা।

باب اول بروزن اِفْعَالٌ چوں اَلْاِكْرَامُ گرامی کردن – تَصْرِيفُهُ : أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكْرَامًا فهو مُكْرِمٌ وَ أُكْرِمَ يُكْرَمُ اِكْرَامًا فهو مُكْرَمٌ الامر منه أَكْرِمْ و النهى عنه لَا تُكْرِمْ ، والظرف منه مُكْرَمٌ والآلة منه مَا بِهِ الْاِكْرَامُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِكْرَامًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلْإِسْلَامُ মুসলমান হওয়া, আনুগত্য করা। اَلْإِذْهَاب নিয়ে যাওয়া। اَلْإِعْلَانُ ঘোষণা করা। اَلْإِكْمَالُ পূর্ণ করা।

কায়দা: ঐ সকল বাব যেগুলোর ماضی চার হরফ বিশিষ্ট হয় সেগুলোর علامت مضارع এর মধ্যে সর্বদা ضمہ (পেশ) হয়। তখন مضارع مجہول ও مضارع معروف এর মধ্যে পার্থক্য এই হয় যে, مضارع معروف এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرۃ (যের) হয়। আর مضارع مجہول এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে فتحۃ (যবর) হয়।

আর যদি ماضی চার হরফ বিশিষ্ট না হয় সেগুলোর علامت مضارع এর মধ্যে সর্বদা فتحۃ (যবর) দিতে হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ

যে সকল বাবের ماضی এর فاء کلمہ এর পূর্বে শুধু ت অতিরিক্ত হয় সেগুলো مضارع معروف এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে যবরবিশিষ্ট হবে। যেমন: تَقَبَّلَ ، يَتَقَبَّلُ

ماضی এর فاء کلمہ এর পূর্বে ت অতিরিক্ত না হলে مضارع معروف এর শেষ হরফের পূর্বের হরফে যেরবিশিষ্ট হবে। যেমন: اِنْفَطَرَ، يَنْفَطِرُ

বি.দ্র. এই বাবের اَمر এর মধ্যে যে ہمزة টি রয়েছে সেটি ہمزۃ وصلی নয় বরং এটি ہمزۃ قطعی. যাকে তার مضارع থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ تُكْرِمُ যা মূলত تُأَكْرِمُ ছিল। أُكْرِمُ এর সঙ্গে মিল রাখার জন্য ہمزۃ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর أُكْرِمُ এটি মূলত أُأَكْرِمُ ছিল। দুই হামজা একত্রিত হওয়ার কারণে দ্বিতীয় হামজাটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। أُكْرِمُ হয়ে গেছে। তারপর أُكْرِمُ এর সঙ্গে মিল রাখার জন্য مضارع এর বাকি সিগাগুলো থেকেও হামজাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেন একই বাবের সিগাগুলো ভিন্ন ভিন্ন না হয়ে যায়। তারপর اسم فاعل ও اسم مفعول যেহেতু مضارع থেকে গঠিত হয় সেজন্য সেখান থেকেও হামজাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: اَمر حاضر এর সঙ্গে ہمزۃ قطعی কে নির্দিষ্ট করার কারণ কী?

উত্তর: পূর্বের সকল বাবসমূহের اَمر এর মধ্যে علامت مضارع ফেলে দেওয়ার পর যদি ساكن হতো তাহলে সেখানে ہمزۃ وصلی আনতে হতো। সে হিসাবে এখানেও এই সন্দেহ হতে পারে যে, এটিও মনে হয় ہمزۃ وصلی. এই সন্দেহটিকে দূর করার জন্য اَمر حاضر কে ہمزۃ قطعی এর সঙ্গে খাস করেছেন।

প্রশ্ন: এখানে اَمر حاضر বলেছে। যা عام (ব্যাপক) একটি শব্দ। যা اَمر حاضر معروف ও مجہول উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতচ ہمزۃ قطعی কেবল معروف এর মধ্যেই হয়। এখানে তো اَمر حاضر معروف বলা উচিত ছিল। এমনটি বলা হল না কেন?

উত্তর: তার কারণ হলো: এখানে আলোচনাই হচ্ছে ঐ اَمر নিয়ে যার علامت مضارع বিলুপ্ত করার পর ہمزۃ وصلی আসে। আর এটা কেবল اَمر حاضر معروف এর মধ্যেই হয়। অন্য কোনোটাতে তো ہمزۃ وصلی আসেই না।

কায়েদায়ে কুল্লিয়া: ঐ সকল বাব যেগুলোর ماضی চার হরফ বিশিষ্ট হয় সেগুলোর مضارع এর علامت এর মধ্যে ضمہ হয়। এখানে مضارع معروف ও مجہول এর মধ্যে পার্থক্য

এতটুকু যে, **معروف** এর মধ্যে শেষ হরফের পূর্বের হরফে کسرہ হয় আর مجهول এর মধ্যে فتحہ হয়।

২য় বাব যা تَفْعِيْلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো: عين কালিমা তাকরার হওয়া ও علامت مضارع পেশযুক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّصْرِيْف রূপান্তর করা, পরিবর্তন করা।

باب دوم بروزن تَفْعِيْلٌ **چوں** اَلتَّصْرِيْفُ **گردانيدن** – تَصْرِيفُه : صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيفًا فَهُوَ مُصَرِّفٌ وصُرِّفَ يُصَرَّفُ تَصْرِيْفًا فَهُوَ مُصَرَّفٌ الامر منه صَرِّفْ والنهي عنه لا تُصَرِّفْ، والظرف منه مُصَرَّفٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّصْرِيْفُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَصْرِيْفًا،

এই বাবের কিছু মাসদার: اَلتَّكْذِيْبُ وَالْكِذَّابُ কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। اَلتَّقْدِيْمُ অগ্রবর্তী হওয়া, অগ্রবর্তী করা। اَلتَّمْكِيْنُ জায়গা দেওয়া। اَلتَّعْظِيْمُ সম্মান প্রদর্শন করা। اَلتَّعْجِيْلُ তাড়াহুড়া করা।

৩য় বাব تَفَعُّلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে **ت** হওয়া ও عين কালিমা তাকরার হওয়া। যেমন: اَلتَّقَبُّلُ কবুল করা, গ্রহণ করা।

باب سوم بروزن تَفَعُّلٌ **چوں** التَّقَبُّلُ **پزيرفتن** – تَصْرِيْفُهُ : تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا فهو مُتَقَبِّلٌ وَتُقُبِّلَ يُتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا فهو مُتَقَبَّلٌ الامر منه تَقَبَّلْ والنهى عنه لَا تَتَقَبَّلْ، والظرف منه مُتَقَبَّلٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّقَبُّلُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَقَبُّلًا،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّفَكُّهُ ফল খাওয়া। اَلتَّلَبُّثُ বিলম্ব করা, অবস্থান করা। اَلتَّعَجُّلُ তাড়াহুড়া করা, আগে আগে করা। اَلتَّبَسُّمُ মুচকি হাসা।

বি.দ্র. تَفَعُّلٌ. وتَفَاعُلٌ و تَفَعْلُلٌ এবং ملحق بتفعلل বা ملحق بتدحرج (মোট ১১ টি বাবের) যেখানে কালিমার শুরুতে দুই **ت** একত্রিত হবে সেখানে এক **ت** কে বিলুপ্ত করে দেওয়া জায়েজ আছে।

তবে এই কায়দাটি কেবল **مضارع و نهى معروف** এর মধ্যে প্রজোয্য হবে। কেননা مجهول এর মধ্যে যদি প্রথম تاء কে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে **معروف** এর সঙ্গে মিলিত

হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে । আর যদি দ্বিতীয় ت কে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে বাবে تفعیل এর مضارع مجہول এর সঙ্গে تفعل এর এবং مفاعلہ এর مضارع مجہول এর সঙ্গে تفاعل এর সাদৃশ্য হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে ।

প্রশ্ন: একটি ت কে ফেলে দেওয়া জায়েজ কেন?

উত্তর: একটি ت কে ফেলে দেওয়া জায়েজ আছে । কেননা আরবি ভাষায় একই হরকত বিশিষ্ট দুই ت এক জায়গায় একত্রিত হওয়া কঠিন ।

প্রশ্ন: দুই ت থেকে কোন ت কে বিলুপ্ত করতে হবে?

উত্তর: দুই ت থেকে কোন ت কে বিলুপ্ত করতে হবে এই নিয়ে সরফিদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কতক সরফবিদদের মতে প্রথম ت কে বিলুপ্ত করতে হবে আর কতক সরফবিদদের মতে দ্বিতীয় ت কে বিলুপ্ত করতে হবে।

৪র্থ বাব مُفَاعَلَةٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পর الف হওয়া এবং مضارع এর عین কালিমায় পেশ হওয়া । যেমন: اَلْمُقَاتَلَةُ وَالْقِتَالُ পরস্পর লড়াই করা ।

باب چہارم بروزن مُفَاعَلَةٌ چوں اَلْمُقَاتَلَةُ وَالْقِتَالُ **بایکدیگر کارزار کردن** – تَصْرِيفُهُ : قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا فهو مُقَاتِلٌ وَقُوْتِلَ يُقَاتَلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا فهو مُقَاتَلٌ الامرمنه قَاتِلْ والنهى عنه لا تُقَاتِلْ، والظرف منه مُقَاتَلٌ والآلة منه مَا بِهِ الْمُقَاتَلَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ مُقَاتَلَةً،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْمُعَاقَبَةُ وَالْعِقَابُ পরস্পর শাস্তি দেওয়া । اَلْمُخَادَعَةُ وَالْخِدَاعُ পরস্পর ধোঁকা দেওয়া । اَلْمُلَازَمَةُ وَاللِّزَامُ পরস্পর লেগে থাকা । اَلْمُبَارَكَةُ আল্লাহর থেকে বরকত নেওয়া / কারও মাধ্যমে / কোন জিনিসের মাধ্যমে ।

এখানে اَلْمُبَارَكَةُ এর উল্লেখিত অর্থের বিচারে উচিত হলো بارك এর فاعل দুইজন হওয়া । অথচ আরবদের ব্যবহারে بارك এর فاعل হলেন আল্লাহ তা'আলা । সুতরাং তার অর্থ হলো কল্যাণ করা, বরকত দেওয়া । এমনটিই تاج المصادر এর মধ্যে উল্লেখিত আছে ।

বি.দ্র.বাবে مُفَاعَلَةٌ এর ওজন সাধারণত مُفَاعَلَةٌ و فِعَالٌ এর ওজনে আসে। তবে কখনো কখনো فِيْعَالٌ যেমন قِيْتَالٌ এর ওজনেও আসে।

প্রশ্ন: باب تَفَاعُلٌ ও تفعّل এর مضارع معروف এর শেষ হরফের পূর্বের হরফ كسره বিশিষ্ট হয়। তাই باب تفعّل এর পরে বাবে تَفَاعُلٌ উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এখানে باب مُفَاعَلَة কে কেন উল্লেখ করা হলো?

উত্তর: باب تَفَاعُلٌ ও باب مُفَاعَلَة এর মধ্যে خاصيت এর দিক থেকে পরস্পরে মিল রয়েছে। আর باب مُفَاعَلَة মধ্যে مشاركت টা পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কেননা তাতে; فاعل ও مفعول উভয়টি فاعليت ও مفعوليت এর মধ্যে পরস্পরে অংশীদার। অর্থাৎ فاعل টা مفعوليت এর মধ্যে مفعول এর অংশীদার এবং مفعول টা فاعليت হিসেবে فاعل এর অংশীদার। কিন্তু باب تَفَاعُلٌ টা তার ব্যতিক্রম। কেননা তাতে শুধু فاعليت এর মধ্যে অংশীদারিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ তাতে উভয়টিই فاعل. সুতরাং باب تفاعل এর مشاركت টা অসম্পূর্ণ হলো। আর একথা সকলেরই জানা যে, পূর্ণ বিষয় সর্বদা অপরিপূর্ণ বিষয়ের আগে আসে।

এখানে قُوْتِلَ মাজি مجهول এর সিগা। এখানে الف কে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা কায়দা হলো: যে الف সাকিন হয় এবং তার পূর্বে পেশ হয় সে الف কে واو দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

বাবে مُفَاعَلَة যদিও পরস্পরে অংশীদার করার জন্য আসে কিন্তু সর্বদা এমন হয় না। বরং এটা এক দিক থেকেও হতে পারে। যেমন: عَاقَبْتُ اللِّصَّ তার অর্থ হলো, আমি চোরকে শাস্তি দিলাম। এখানে শাস্তিটা এক দিক থেকেই হয়েছে। পরস্পরে হয়নি।

অন্তরের মধ্যে যাকিছু রয়েছে মুখে তার বিপরীত প্রকাশ করাকেই الخِدَاعُ বলা হয়।

৫ম বাব تَفَاعُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت হওয়া এবং فا কালিমা ও عين কালিমার মাঝখানে একটি অতিরিক্ত الف হওয়া। যেমন: اَلتَّقَابُلُ পরস্পর মুখোমুখি হওয়া।

باب پنجم بروزن تَفَاعُلٌ **چوں** اَلتَّقَبُلُ **بایکدیگر روبروشدن**– تَصْرِيفُهُ : تَقَابَلَ يَتَقَابَلُ تَقَابُلًا فهو مُتَقَابِلٌ وَتُقُوبِلَ يُتَقَابَلُ تَقَابُلًا فهو مُتَقَابَلٌ الامر منه تَقَابَلْ والنهى عنه لَا تَقَابَلْ . والظرف منه مُتَقَابَلٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّقَابُلُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَقَابُلًا،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّخَافُتُ পরস্পর গোপনে কথা বলা। اَلتَّعَارُفُ পরস্পর পরিচিত হওয়া। اَلتَّفَاخُرُ পরস্পরে গর্ব করা।

এই বাবের মধ্যে দুটো অতিরিক্ত হরফ রয়েছে। فاء কালিমার পূর্বে تاء এবং فاء ও عين কালিমার মধ্যে الف.

رُباعی এর আলোচনা

তার সংজ্ঞা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এজন্য এখানে আর নতুন করে বলা হলো না। এখানে প্রথমেই তার প্রকার বর্ণনা করা শুরু করা হলো। رُباعی দুই প্রকার। ১. مُجَرَّدٌ যার ماضى এর মধ্যে কোন অতিরিক্ত হরফ হয় না। ২. مُنْشَعِبٌ যার ماضى এর মধ্যে অতিরিক্ত হরফ হয়।

مُجَرَّدٌ এর একটি বাব রয়েছে। যা فَعْلَلَةٌ এর ওজনে আসবে। এই বাবের আলামত হলো, ماضى এর মূল হরফ ৪ টি হবে ও علامت مضارع এর মধ্যে পেশ হবে। পেশ হওয়ার কারণ বাবে افعال এর মধ্যে বলা হয়েছে। যেমন: اَلْبَعْثَرَةُ ছড়িয়ে দেওয়া, বিক্ষিপ্ত করা, ওলটপালট করা।

باب اول بروزن فَعْلَلَةٌ **چوں** الْبَعْثَرَةُ **برانگیختن** – تَصْرِيفُهُ : بَعْثَرَ يُبَعْثِرُ بَعْثَرَةً فهو مُبَعْثِرٌ وَبُعْثِرَ يُبَعثَرُ بَعْثَرَةً فهو مُبَعْثَرٌ الامر منه بَعْثِرْ والنهي عنه لَا تُبَعْثِرْ، والظرف منه مُبَعْثَرٌ والآلة منه مَا بِهِ الْبَعْثَرَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ بَعْثَرَةً،

এই বাবের কিছু মাছসার, اَلدَّحْرَجَةُ বেশি পরিমানে ঘুরাফেরা করা। আবর্তিত করা। اَلْعَسْكَرَةُ সৈন্যদল প্রস্তুত করা। اَلْقَنْطَرَةُ ব্রিজ তৈরি করা। اَلزَّعْفَرَةُ জাফরানি রং করা।

এই বাবটি مُتَعَدِّیْ ও لَازِمٌ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: رُبَاعِی مُجَرَّد এর বাব মাত্র একটি হওয়ার কারণ কী?

উত্তর: যেহেতু رُبَاعِی مُجَرَّد এর মধ্যে ثلاثی مجرد এর তুলনায় বেশি হরফ আছে, যা কঠিনত্বের একটি কারণ। এজন্যই সব হরফের মধ্যে যবর দেওয়া হয়েছে। কেননা যবর হলো সবচেয়ে সহজ হরকত। কিন্তু যখন লাগাতার চারটি হরকত আরবি ভাষায় কঠিন হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ, এজন্য তাকে দূর করে দ্বিতীয় হরফের মধ্যে সাকিন দেওয়া হয়েছে। আর বাকিগুলোতে যবরই বাকি রাখা হয়েছে। আর এই হিসাবে رُبَاعِی এর মাত্র একটি ওজনই হয়।

এবং رُبَاعِی مُنْشَعِب ও ২ প্রকার। ১. باہمزۂ وصل যার মধ্যে ہمزۂ وصل হবে। ২. بےہمزۂ وصل যার মধ্যে ہمزۂ وصل হবে না।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ بےہمزۂ وصل এর একটি বাব আছে। যা تَفَعْلُلٌ এর ওজনে হবে।

এই বাবের আলামত হলো, ف কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّسَرْبُلُ পায়জামা পরিধান করা।

باب اول بروزن تَفَعْلُلٌ چوں التَّسَرْبُلُ پیراهن پوشیدن – تَصْرِیفُهُ : تَسَرْبَلَ يَتَسَرْبَلُ تَسَرْبُلًا فهو مُتَسَرْبِلٌ الامر منه تَسَرْبَلْ والنهي عنه لَا تَسَرْبَلْ. والظرف منه مُتَسَرْبَلٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّسَرْبُلُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَسَرْبُلًا،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّبَرْقُعُ বোরকা পরিধান করা। اَلتَّمَقْهُرُ অভিশপ্ত হওয়া। اَلتَّزَنْدُقُ নাস্তিক হওয়া, অবিশ্বাসী হওয়া। اَلتَّبَخْتُرُ গর্ব / অহংকার করে চলা।

এখানে التمقهر এটি دَحْرَجَ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বাবসমূহ থেকে হওয়া উচিত। تَدَحْرَجَ থেকে নয়। কেননা رباعی مزید فیہ এর মধ্যে শুধু ت অতিরিক্ত হয়। কিন্তু এখানে میم ও অতিরিক্ত হয়েছে। তার মাদ্দাহ হলো قهر

زِنْدِيْقٌ হলো: অগ্নিপূজকদের একটি দল। যারা দুই প্রভুতে বিশ্বাস করে থাকে। এক হলো; ইয়াজদা, দ্বিতীয় হলো; আহারমান।

অথবা তারা আলো ও অন্ধকারে বিশ্বাসী । আলো হলো, সকল কল্যাণের উৎস আর অন্ধকার হলো, সকল অকল্যাণের উৎস । অথবা তারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে না । অথবা তারা প্রকাশ্যে মুমিন কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাফের ।

باہمزۂ وصل এর দুটি বাব রয়েছে, এই দুইটি বাবই لَازِم.

১ম বাব, যা اِفْعِنْلَالٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, শুরুতে ہمزۂ وصل হওয়া এবং عین কালিমা ও প্রথম لام কালিমার মাঝখানে একটি نون হওয়া । যেমন: اَلْاِبْرِنْشَاقُ খুশি হওয়া ।

باب اول بروزن اِفْعِنْلَالٌ : **چوں** اَلْإِبْرِنْشَاقُ **شادشدن** – تَصْرِيفُه : ابْرَ نْشَقَ يَبْرَ نْشِقُ ابْرِنْشَاقًا فهو مُبْرَنْشِقٌ الامر منه اِبْرَنْشِقْ والنهي عنه لَا تَبْرَنْشِقْ. والظرف منه مُبْرَنْشَقٌ والآلة منه مَا بِهِ الْإِبْرِنْشَاقُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِبْرِنْشَاقًا،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِحْرِنْجَامُ একত্রিত হওয়া । اَلْاِبْلِنْدَاحُ জায়গা প্রশস্ত হওয়া । اَلْاِسْلِنْطَاحُ চিত হয়ে শোয়া । اَلْاِعْرِنْكَاسُ চুল কালো হওয়া ।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি ।

২য় বাব, যা اِفْعِلَّالٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, শুরুতে ہمزۂ وصل হওয়া এবং দ্বিতীয় لام কালিমা তাকরার হওয়া । যেমন: اَلْاِقْشِعْرَارُ কাঁপা, শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া ।

باب دوم بروزن اِفْعِلَّالٌ **چوں** اَلْاِقْشِعْرَارُ **موے برتن خواستن** تَصْرِيفُهُ : اقْشَعَرَّ يَقْشَعِرُّ اقْشِعْرَارًا فهو مُقْشَعِرٌّ الامر منه اقْشَعِرَّ اقْشَعِرِّ اقْشَعْرِرْ والنهى عنه لَا تَقْشَعِرَّ لَا تَقْشَعِرِّ لَا تَقْشَعْرِرْ. والظرف منه مُقْشَعَرٌّ والآلة منه مَا بِهِ الْاِقْشِعْرَارُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِقْشِعْرَارًا،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِقْمِطْرَارُ খুবই অসন্তুষ্ট হওয়া । اَلْاِشْفِتْرَارُ এলোমেলো হওয়া । اَلْاِزْمِهْرَارُ চোখ লাল হওয়া । اَلْاِسْمِهْرَارُ ঘাস শক্ত হওয়া, কঠিন হওয়া । اَلْاِشْمِخْرَارُ উঁচু হওয়া ।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

এখানে اِقْشَعَرَّ মূলত اِقْشَعْرَرَ ছিল। এক জাতীয় দুটো حرف صحیح এক কালিমায় জমা হয়েছে। প্রথমটির হরকতকে পূর্বের হরফে দিয়ে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। يَقْشَعِرُّ، مُقْشَعِرٌّ، اُقْشَعِرَّ এর মধ্যে একই কায়দা প্রজোয্য হবে।

বি.দ্র. باب افعلال এর امر এর মধ্যে তিনভাবে পড়ার যে পদ্ধতি ও কায়দা বলা হয়েছে এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে।

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی

(এটি মূলত তিন হরফ বিশিষ্ট فعل. তার মধ্যে হরফ বাড়িয়ে رباعی এর সঙ্গে মিলানো হয়েছে)

তা ২ প্রকার: ১. ملحق برباعی مجرّد ২. ملحق برباعی مزید فیہ.

১ম টি অর্থাৎ ملحق برباعی مجرّد এর ৭ টি বাব রয়েছে। যথা:

১ম বাব যা فَعْلَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, لام কালিমা তাকরার হওয়া। যেমন: اَلْجَلْبَبَةُ চাদর পরিধান করানো।

باب اول بروزن فَعْلَلَةٌ بِتَكْرَارِ اللَّامِ **چوں** اَلْجَلْبَبَةُ **چادر پوشیدن** تَصْرِيفُهُ : جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ جَلْبَبَةً فهو مُجَلْبِبٌ وَجُلْبِبَ يُجَلْبَبُ جَلْبَبَةً فهو مُجَلْبَبٌ الامر منه جَلْبِبْ والنهي عنه لا تُجَلْبِبْ والظرف منه مُجَلْبَبٌ والآلة منه مَا بِهِ اَلْجَلْبَبَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ جَلْبَبَةً،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلشَّمْلَلَةُ তাড়াহুড়া করা, দৌড়ানো।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

اَلْجَلْبَبَةُ অর্থ চাদর পরিধান করা। অধিকাংশ নুসখার মধ্যে এমনটিই লেখা আছে কিন্তু এটি সঠিক নয়। সঠিক হলো এটি متعدی তার অর্থ হলো চাদর পরিধান করানো।

বাবে فعللة এর মাসদারের ওজন অধিকাংশ সময় فعللة এর ওজনেই হয়। কিন্তু আরও কিছু ওজনেও আসে। যেমন:

فِعْلَالٌ مثل زِلْزَالٌ، فَعْلَلَى مثل قَهْقَرَى، فَعْلَالٌ مثل خَلْخَالٌ، فُعْلُلَاءُ مثل قُرْفُصَاءُ، فُعْلَالٌ مثل بُرْهَانٌ،

সুতরাং বাবে فعللة এর ওজন মোট ছয়টি হলো।

প্রশ্ন: جَلْبَبَ ও تَجَلْبَبَ এর মধ্যে এক জাতীয় দুই হরফ হওয়া সত্যেও কেন ইদগাম হলো না?

উত্তর: ইদগামের জন্য শর্ত হলো الحاق না হওয়া। আর جَلْبَبَ ও تَجَلْبَبَ যেহেতু ملحق তাই এগুলোতে ইদগাম হয়নি।

প্রশ্ন: رباعى এর فعللة ও ثلاثى এর فعللة এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. فعللة যেমন بعثرة হলো رباعى مجرد এর বাব। যার মূল হরফ চারটি। আর فعللة যেমন جلببة হলো ثلاثى مزيد فيه এর বাব যার মূল হরফ তিনটি।

২. فعللة যেমন بعثرة এর উভয় لام كلمه মূল হরফ। আর فعللة যেমন جلببة এর দুই لام كلمه এর একটি আসল অপরটি অতিরিক্ত।

৩. ১. فعللة যেমন بعثرة বাবটি কুরআনুল করিমে ব্যবহৃত হয়েছে। আর فعللة যেমন جلببة বাবটি কুরআনুল করিমে ব্যবহৃত হয়নি।

২য় বাব: যা فَعْنَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, عين কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে نون অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلْقَلْنَسَةُ টুপি পরিধান করানো।

باب دوم بروزن فَعْنَلَةٌ بِزِيَادَةِ النُّونِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ **چوں** الْقَلْنَسَةُ **كلاه پوشيدن** – تَصْرِيفُهُ : قَلْنَسَ يُقَلْنِسُ قَلْنَسَةً فهو مُقَلْنِسٌ وَقُلْنِسَ يُقَلْنَسُ قَلْنَسَةً فهو مُقَلْنَسٌ الامر منه قَلْنِسْ وَالنهى عنه لا تُقَلْنِسْ. والظرف منه مُقَلْنَسٌ والآلة منه مَا بِهِ الْقَلْنَسَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ قَلْنَسَةً،

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৩য় বাব: যা فَوْعَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমা ও عين কালিমার মধ্যে واو অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلْجَوْرَبَةُ মোজা পরিধান করানো।

باب سوم بروزن فَوْعَلَةٌ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ **چوں** اَلْجَوْرَبَةُ **پاتابه پوشيدن** – تَصْرِيْفُه : جَوْرَبَ يُجَوْرِبُ جَوْرَبَةً فهو مُجَوْرِبٌ وَجُورِبَ يُجَورَبُ جَوْرَبَةً فهو مُجَورَبٌ الامر منه جَوْرِبْ والن٥ى عنه لا تُجَوْرِبْ. والظرف منه مُجَورَبٌ والآلة منه مَا بِهِ الْجَوْرَبَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ جَوْرَبَةً،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْحَوْقَلَةُ অতিবৃদ্ধ হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৪র্থ বাব: যা فَعْوَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, عين কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে واو অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلسَّرْوَلَةُ পায়জামা পরিধান করানো।

باب چہارم بروزن فَعْوَلَةٌ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ **چوں** السَّرْوَلَةُ **ازار پوشیدن** تَصْرِيفُهُ : سَرْوَلَ يُسَرْوِلُ سَرْوَلَةً فهو مُسَرْوِلٌ وَسُرْوِلَ يُسَرْوَلُ سَرْوَلَةً فهو مُسَرْوَلٌ الامر منه سَرْوِلُ والنهى عنه لا تُسَرْوِلْ. والظرف منه مُسَرْوَلٌ والآلة منه مَا بِهِ السَّرْوَلَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ سَرْوَلَةً ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْجَهْوَرَةُ আওয়াজ উঁচু করা।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৫ম বাব: যা فَيْعَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, **فاء** কালিমা ও **عين** কালিমার মাঝে ياء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلْخَيْعَلَةُ হাতা ছাড়া জামা পরিধান করানো।

باب پنجم بروزن فَيْعَلَةٌ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ **چوں** الْخَيْعَلَةُ **پیراہن بے آستین پوشیدن** – تَصْرِيفُهُ : خَيْعَلَ يُخَيْعِلُ خَيْعَلَةً فهو مُخَيْعِلٌ وَخُوعِلَ يُخَيْعَلُ خَيْعَلَةً فهو مُخَيْعَلٌ الامر منه خَيْعِل وَالنهى عنه لا تُخَيْعِلْ. والظرف منه مُخَيْعَلٌ والآلة منه مَا بِهِ الْخَيْعَلَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ خَيْعَلَةً ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْهَيْمَنَةُ সাক্ষী হওয়া। নিরাপত্তা প্রদান করা। কেউ কেউ বলেন: এর ہاء টি ہمزہ থেকে পরিবর্তিত। اَلصَّيْطَرَةُ শাসক হওয়া, প্রভাবশালী হওয়া।

এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. আপনি তাদের শাসক নন।

اَلْخَيْعَلَةُ এর অর্থ লেখা আছে আস্তিন ছাড়া জামা পরিধান করা (لازم) কিন্তু সঠিক হলো এটি متعدی পরিধান করানো হবে।

তা'লিল: خُوْعِلَ মূলত خُيْعِلَ ছিল। ياء সাকিন তার পূর্বে পেশ হয়েছে তাই তাকে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা কায়দা হলো: যে ياء সাকিন তার পূর্বের হরফে ضمہ হয় তাকে واو দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

এখানে اَلْهَيْمَنَةُ এর هاء টি হামজা থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। এটি মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদের মতামত। তবে এটি মুসান্নিফের নিকট পছন্দসই মত নয়। এজন্যই তিনি এটিকে يُقَالُ মাজহুলের সিগা দ্বারা ব্যক্ত করে এই মতের দুর্বলতার প্রতি ইশারা করেছেন। মুসান্নিফের নিকট এই هاء টি হলো اصلی বা মূল هاء. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. তাফসিরে জালালাইনে المؤمن المهيمن এই আয়াতের তাফসিরে এমনটি লিখেন, কিন্তু তাফসিরে বাইজাবির মধ্যে লিখেন এই هاء টি মূল নয় বরং الف থেকে পরিবর্তিত।

৬ষ্ট বাব: যা فَعْيَلَةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, عين কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে ياء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلشَّرْيَفَةُ আগাছা পরিষ্কার করা।

باب ششم بروزن فَعْيَلَةٌ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ چوں الشَّرْيَفَةُ **افزونی برگہائے کشت بریدن** تَصْرِيفُهُ : شَرْيَفَ يُشَرْيِفُ شَرْيَفَةً فهو مُشَرْيِفٌ وَشُرْيِفَ يُشَرْيَفُ شَرْيَفَةً فهو مُشَرْيَفٌ الامر منه شَرْيِفْ والنهى عنه لا تُشَرْيِفْ . والظرف منه مُشَرْيَفٌ والآلة منه مَا بِهِ الشَّرْيَفَةُ والتفضيل منه أَشَدُّ شَرْيَفَةً ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْجَزْيَلَةُ স্বর্ণ খচিত করা।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৭ম বাব: যা فَعْلَاةٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, لام কালিমার পরে ياء হতে পরিবর্তিত الف অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلْقَلْسَاةُ টুপি পরিধান করানো।

باب ہفتم بروزن فَعْلَاةٌ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ الْيَاءِ بَعْدَ اللَّامِ **چوں** اَلْقَلْسَاةُ **کلاہ پوشیدن** اَصْلُهُ قَلْسَيَةٌ فَانْقُلِبَتِ الْيَاءُ اَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا تَصْرِيفُهُ: قَلْسٰى يُقَلْسِيْ قلسَاةً فهو مُقَلْسٍ

وَقُلْسِيَ يُقَلْسٰى قَلْسَاةً فهو مُقَلْسًى الامر منه قَلْسِ والنهى عنه لَا تُقَلْسِ. . والظرف منه مُقَلْسًى والآلة منه مَا بِهِ الْقَلْسَاةُ والتفضيل منه أَشَدُّ قَلْسَاةً ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْجَعْبَاةُ ফেলে দেওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

বি.দ্র. قَلْسٰى এর তা'লিলকৃত গরদান رَمَى এর গরদানের মতো। وَقُلْسِيَ এর তা'লিলকৃত গরদান رُمِيَ এর গরদানের মতো। আর يُقَلْسِيْ ও يُقَلْسٰى এর তা'লিলকৃত গরদান يَرْمِيْ ও يُرْمَى এর গরদানের মতো হবে।

تعليلات وقواعد

এখানে الف টি ياء থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে এটি زائد বা অতিরিক্ত।

এখানে القلساة অর্থ টুপি পরিধান করা লিখা আছে কিন্তু সঠিক অর্থ হবে টুপি পরিধান করানো।

তা'লিল: قلساة মূলত قلسية ছিল। ياء হরকত বিশিষ্ট তার পূর্বের হরফে فتح হওয়ায় ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা কায়দা হলো: যেই ياء হরকত বিশিষ্ট হয় এবং তার পূর্বের হরফে فتح হয় সেই ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

১। قَلْسٰى يُقَلْسٰى قَلْسَاةً = মূলে যথাক্রমে قَلْسَيَ يُقَلْسَيُ قَلْسَيَةٌ ছিল। ياء মুতাহাররাক তার পূর্বাক্ষরে মাফতুহ তাই ياء টি الف হয়ে গেছে।

২। يُقَلْسِيْ মূলত يُقَلْسِيُ ছিল। যের এর পর ياء এর ওপর পেশ পড়া কঠিন বিধায় সাকিন করা হয়েছে। ফলে يُقَلْسِيْ হয়েছে।

৩। مُقَلْسٍ মূলত مُقَلْسِيٌ ছিল। যের এর পর ياء এর ওপর পেশ পড়া কঠিন বিধায় ياء কে সাকিন করা হয়েছে مُقَلْسِيْنْ হয়েছে। এরপর ياء ও تنوين এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় ياء কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে مُقَلْسٍ হয়েছে।

৪ । مُقَلْسًى মূলত مُقَلْسَيٌ ছিল । ياء এর পূর্বে যবর হওয়ায় ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে । ফলে مُقَلْسَانْ হয়েছে । এরপর الف ও نون এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় الف কে ফেলে দেওয়া হয়েছে । ফলে مُقَلْسًى হয়েছে।

৫ । তা'লিল: قَلْسِ মূলত قَلْسِيْ ছিল । জযমের আলামতের কারণে ياء পড়ে গেছে । قَلْسِ হয়ে গেছে ।

তা'লিল: لَا تُقَلْسِ মূলত لَا تُقَلْسِيْ ছিল । এখানেও জযমের আলামতের কারণে ياء পড়ে গেছে । لَا تُقَلْسِ হয়ে গেছে ।

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ بتدحرج / بے ہمزہ وصل

২য়টি অর্থাৎ ملحق برباعی مزید فیہ আবার দুই প্রকার:

১. ملحق برباعی مزید فیہ بتدحرج / بے ہمزہ وصل

২. ملحق برباعی مزید فیہ باحرنجم / باہمزہ وصل

(এটি মূলত তিন হরফ বিশিষ্ট فعل. তার মধ্যে হরফ বাড়িয়ে رباعی مزید فیہ باہمزہ وصل এর সঙ্গে মিলানো হয়েছে)
এর বাব মোট ৮ টি যথা,

১ম বাব: যা تَفَعْلُلٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া । এবং لام কালিমা তাকরার হওয়া । যেমন: اَلتَّجَلْبُبُ চাদর পরিধান করা ।

باب اول بروزن تَفَعْلُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَتَكْرَارِ اللَّامِ **چوں** اَلتَّجَلْبُبُ **چادر پوشیدن** – تَصْرِيفُهُ : تَجَلْبَبَ يَتَجَلْبَبُ تَجَلْبُبًا فهو مُتَجَلْبِبٌ الامر منه تَجَلْبَبْ والنهى عنه لا تَجَلْبَبْ. والظرف منه مُتَجَلْبَبٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّجَلْبُبُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَجَلْبُبًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّغَبْرُرُ ধুলো মলিন হওয়া ।

প্রশ্ন: رباعی এর تَفَعْلُلٌ ও ثلاثی এর تَفَعْلُلٌ এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. تَفَعْلُلٌ যেমন تَسَرْبُلٌ হলো رباعی مزید فیہ এর বাব। যাতে মূল হরফ চারটি। আর تَفَعْلُلٌ যেমন تَجَلْبُبٌ হলো ثلاثی مزید فیہ এর বাব যার মূল হরফ তিনটি।

২. تَفَعْلُلٌ যেমন تَسَرْبُلٌ এর মধ্যে শুধু ت অতিরিক্ত । এবং উভয় لام کلمہ মূল হরফ। আর تَفَعْلُلٌ যেমন تَجَلْبُبٌ এর মধ্যে ت এবং দুই لام کلمہ এর একটি অতিরিক্ত।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

২য় বাব: যা تَفَعْنُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। এবং عین কালিমা ও لام কালিমার মাঝখানে نون অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّقَلْنُسُ টুপি পরিধান করা।

باب دوم بر وزن تفعنل تَفَعْنُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالنُّونِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ ***چوں*** التَّقَلْنُسُ ***کلاہ پوشیدن*** – تصريفه : تَقَلْنَسَ يَتَقَلْنَسُ تَقَلْنُسًا فهو مُتَقَلْنِسٌ الامر منه تَقَلْنَسْ والنهى عنه لا تَقَلْنَسْ. والظرف منه مُتَقَلْنَسٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّقَلْنُسُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَقَلْنُسًا ،

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৩য় বাব: যা تَمَفْعُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে تاء ও میم অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّمَسْكُنُ মিসকিন হওয়া।

باب سوم بر وزن تَمَفْعُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ وَالْمِيمِ قَبْلَ الْفَاءِ ***چوں*** التَّمَسْكُنُ ***حالت خواری پیدا کردن*** – تَصْرِيفُهُ : تَمَسْكَنَ يَتَمَسْكَنُ تَمَسْكُنًا فَهُوَ مُتَمَسْكِنٌ الأمر منه تَمَسْكَنْ والنهى عنه لَا تَتَمَسْكَنْ. والظرف منه مُتَمَسْكَنٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّمَسْكُنُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَمَسْكُنًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَمَنْدُلُ: রুমাল দিয়ে হাত মোছা।

يُقَالُ تَمَنْدَلَ الرَّجُلُ إِذَا مَسَحَ بِيَدِهِ الْمِنْدِيْلَ এর ব্যাখ্যা,

যখন কোন ব্যক্তি রুমাল দ্বারা তার হাত মোছে তখন আরবরা বলে থাকে تَمَنْدَلَ الرَّجُلُ এই ব্যক্তি রুমাল দ্বারা তার হাত মুছেছে। এখানে اَلتَمَنْدُلُ শব্দের অর্থ হলো রুমাল দিয়ে হাত মুছা। এই কথাটিকে তিনি আরবি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

বি.দ্র. এই বাবটি شاذ এবং এটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

এখানে اَلتَّمَسْكُنُ অর্থ মিসকিন হওয়া। কতক অভিধানে, নিজের জায়গায় থাকা, কতক অভিধানে নিজ স্থানে স্থির থাকার অর্থে এসেছে। এই সবগুলো অর্থই ঠিক আছে। কেননা মিসকিন তো হলো, যার কাছে কোনো কিছু নেই অথবা যা আছে তা যথেষ্ট নয়। আর দারিদ্রের কারণে তাদেরকে তাদের জায়গা আটকে রাখে।

যখন কোন ব্যক্তি রুমাল দিয়ে নিজের হাত মুছে তখন বলা হয় تَمَنْدَلَ. আর مندیل অর্থ হলো রুমাল।

জানা উচিত যে, এই বাবটি شاذ. অর্থাৎ কম ব্যবহৃত হয়। আর میم কে যদি اَصل (মূল) ধরা হয় তাহলে তা ভুল হবে। কেননা এখানে میم হরফটি হলো অতিরিক্ত।

প্রশ্ন: এই বাবটি شاذ হওয়ার কারণ কী?

উত্তর: শব্দের শুরুতে الحاق হওয়ার কারণে এটি شاذ. কেননা الحاق শব্দের শেষে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: میم কে মূল হরফ মনে করার কারণ কী?

উত্তর: কেননা শব্দের শুরুতে সাধারণত الحاق হয় না।

৪র্থ বাব: যা تَفَعْلُتٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ও لام কালিমার পরে تاء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّعَفْرُتُ দুষ্টু হওয়া।

باب چہارم بروزن تَفَعْلُتٌ بزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَبَعْدَ اللَّامِ **چوں** التَّعَفُرُتُ **عفریت شدن** يُقَالُ تَعَفَرَتَ الرَّجُلُ إِذَا صَارَ عِفْرِيتًا أَي خَبِيثًا . تَصْرِيفُهُ : تَعَفَرَتَ يَتَعَفْرَتُ تَعَفْرُتًا فهو مُتَعَفْرِتٌ الامر منه تَعَفَرَتْ والنهي عنه لَا تَعَفْرَتْ. والظرف منه مُتَعَفْرَتٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّعَفُرُتُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَعَفْرُتًا ،

বি.দ্র. এই বাবটি شاذّ এবং কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

يُقَالُ تَعَفْرَتَ الرَّجُلُ إِذَا صَارَ عِفْرِيْتًا أَيْ خَبِيْثًا এর ব্যাখ্যা,

যখন কোন ব্যক্তি দুষ্টু প্রকৃতির হয় তখন আরবরা বলে থাকে تَعَفْرَتَ الرَّجُلُ লোকটি দুষ্টু হয়ে গেছে। এর দ্বারা মুসান্নিফ রহ. التَّعَفُرُتُ শব্দটি যে আরবদের নিকট দুষ্টুমির অর্থে ব্যবহৃত হয় তা বুঝিয়েছেন।

৫ম বাবঃ যা تَفَوْعُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। এবং فاء কালিমা ও عين কালিমার মাঝখানে واو অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّجَوْرُبُ মোজা পরিধান করা।

باب پنجم بروزن تَفَوْعُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ **چوں** التَّجَوْرُبُ **پائتابہ پوشیدن**– تَصْرِيْفُه : تَجَوْرَبَ يَتَجَورَبُ تَجَوْرُبًا فهو مُتَجَوْرِبٌ الامر منه تَجَورَبْ والنهى عنه لَا تَتَجَوْرَبْ. . والظرف منه مُتَجَوْرَبٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّجَوْرُبُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَجَوْرُبًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّكَوْثُرُ অধিক হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৬ষ্ট বাবঃ যা تَفَعْوُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। এবং عين কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে واو অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّسَرْوُلُ পায়জামা পরিধান করা।

بابِ ششم بروزن تَفَعْوُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ **چوں** التَّسَرْوُلُ **ازار پوشیدن** – تصريفه : تَسَرْوَلَ يَتَسَرْوَلُ تَسَرْوُلًا فهو مُتَسَرْوِلٌ الامر منه تَسَرْوَلْ وَالنهى عنه لَا تَتَسَرْوَلْ. والظرف منه مُتَسَرْوَلٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّسَرْوُلُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَسَرْوُلًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَدَهْوُرُ: রাত্রি যাপন করা।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৭ম বাবঃ যা تَفَيْعُلٌ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। এবং فاء কালিমা ও عين কালিমার মধ্যে ياء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّخَيْعُلُ হাতা ছাড়া জামা পরিধান করা।

باب ہفتم بروزن تَفَيْعُلٌ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالْيَاءِ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ **چوں** التَّخَيْعُلُ **پیراہن بے آستین پوشیدن** – – تَصْرِيْفُه : تَخَيْعَلَ يَتَخَيْعَلُ تَخَيْعُلًا فهو مُتَخَيْعِلٌ الامر منه تَخَيْعَلْ والنهى عنه لا تَتَخَيْعَلْ. والظرف منه مُتَخَيْعَلٌ والآلة منه مَا بِهِ التَّخَيْعُلُ والتفضيل منه أَشَدُّ تَخَيْعُلًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلتَّعَيْهُرُ সম্বলহীন হওয়া। اَلتَّشَيْطُنُ : অবাধ্য হওয়া।

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

৮ম বাব: যা تَفَعُّلٌ / تَفَعٍّ এর ওজনে হবে। এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত হওয়া। এবং لام কালিমার পরে ياء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: اَلتَّقَلْسِيْ টুপি পরিধান করা।

باب ہشتم بر وزن تَفَعْلٍ بِزِيَادَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالْيَاءِ بَعْدَ اللَّامِ که در اصل تَفَعْلُيٌ بوده است ضمہ لام را بکسرہ بدل کردند برائے موافقت یا پس ضمہ بر یا دشوار داشتہ ساکن کردند التقائے ساکنین شد میان یا و تنوین یا افتاد

تَفَعُلٍ شد چوں اَلتَّقَلْسِيْ کلاہ پوشیدن تَصْرِيْفُه : تَقَلْسٰى يَتَقَلْسٰى تَقَلْسِيًا فهو مُتَقَلْسٍ الامر منه تَقَلْسَ والنهي عنه لَا تَتَقَلْسَ. والظرف منه مُتَقَلْسىً والآلة منه مَا بِهِ اَلتَّقَلْسِيْ والتفضيل منه أَشَدُّ اَلتَّقَلْسِيًا ،

বি.দ্র. এই বাবটি কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি।

বি.দ্র. تَقَلْسٰى এর তা'লিলকৃত গরদান رَمٰى এর মতো। আর يَتَقَلْسٰى এর তা'লিলকৃত গরদান يَرْضٰى এর মতো হবে।

তা'লিল: ১। তা'লিল: تَفَعْلٍ মূলত تَفَعْلُيٌ ছিল। ياء এর অনুগামী করার জন্য لام এর পেশকে کسرہ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তারপর ياء এর ওপর পেশকে কঠিন মনে করে সাকিন করে দেওয়া হয়। দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় (تنوین ও ياء এর মধ্যে) ياء কে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে تَفَعْلٍ হয়ে গেল।

২। تَقَلْسٰى মূলত تَقَلْسَيُ ও يَتَقَلْسٰى মূলত تَقَلْسَيَ ছিল। ياء হরকতযুক্ত তার পূর্বের হরফে مفتوح হওয়ায় ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। تَقَلْسٰى হয়ে গেছে।

৩। مُقَلْسٍ মূলত مُقَلْسِيٌ ছিল। যের এর পরে ياء এর ওপর পেশ পড়া কঠিন বিধায় ياء কে সাকিন করা হয়েছে। ফলে مُقَلْسِيْنْ হয়েছে। তারপর ياء ও تنوین এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। مُقَلْسٍ হয়েছে।

তা'লিল: اَلتَّقَلْسِيْ এর মধ্য থেকে ياء কে ফেলে দেওয়া হয়নি। কেননা ياء কে ফেলে দেওয়ার কারণ ছিল দুই সাকিন একত্রিত হওয়া। যা এখানে পাওয়া যায়নি।

এজন্য যে, এখানে যদিও সাকিন আছে কিন্তু تنوين যা দ্বিতীয় সাকিন ছিল তা শুরুতে الف لام এর কারণে আসেনি। কোননা যে শব্দের মধ্যে الف لام تعريف হয় সে শব্দের মধ্যে تنوين হয় না।

তা’লিল: تَقَلْسِيًا এখান থেকেও ياء পড়েনি।
কেননা এখানে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়নি। কেননা এখানে ياء টি যবর বিশিষ্ট। তারপরে শুধু تنوين এর কারণে ياء টি কেন পড়বে?

জেনে রাখো, এই সকল বাবের শুরুতে تاء বৃদ্ধিটা الحاق এর জন্য নয়। কেননা شافيه এর মধ্যে আছে لَا يَكُوْنُ الْاِلْحَاقُ فِيْ أَوَّلِ الْكَلِمَةِ শব্দের শুরুতে কখনো اِلحاق হয় না। বরং তা مُطَاوَعَت এর জন্য।

প্রশ্ন: مطاوعت কাকে বলে?

উত্তর: مطاوعت এর আভিধানিক অর্থ হলো, আনুগত্য করা। অন্যের সঙ্গে একমত হওয়া।
পারিভাষিক অর্থ হলো: একটি فعل এর পর আরেকটি فعل আনা। একথা বুঝানোর জন্য যে, প্রথম فعل এর مفعول যা দ্বিতীয় فعل এর فاعل সে প্রথম فعل এর اثر গ্রহণ করেছে। যেমন قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ আমি লাকড়ি কাটলাম অতপর সে কেটে গেল। এখানে লাকড়ি হলো প্রথম فعل তথা قَطَعْتُ এর مفعول. আবার এই লাকড়িই দ্বিতীয় فعل তথা فَانْقَطَعَ এর فاعل, এর দ্বারা বুঝা যায় লাকড়ি সে কাটার কর্ম তথা فعل এর প্রভাব গ্রহন করেছে এবং কেটে গেছে। এটাকে ভালো করে মুখস্ত করবে।
তার আরেকটি উদাহরণ: جوربته فتجورب আমি জয়েদকে মোজা পরিধান করিয়েছি অতপর সে মোজা পরিধান করেছে। এখানে জায়েদ হলো প্রথম فعل তথা جورب এর مفعول যা দ্বিতীয় فعل তথা تجورب এর ফায়েল যা প্রথম ফেলের اثر কে গ্রহণ করেছে। এটাই হলো مطاوعت
২য় প্রকার তথা:

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ باحرنجم ابا ہمزہ وصل

(এটি মূলত তিন হরফ বিশিষ্ট فعل. তার মধ্যে হরফ বাড়িয়ে رباعی এর সঙ্গে মিলানো হয়েছে)
এর দুটো বাব রয়েছে,

১ম বাব: যা اِفْعِنْلَالٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ہمزہ وصل অতিরিক্ত হওয়া । এবং عین কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে نون অতিরিক্ত হওয়া । এবং لام কালিমা তাকরার হওয়া । যেমন: اَلْاِقْعِنْسَاسُ দ্রুত প্রত্যাবর্তন করা, অনেক পেছনে থাকা ।

باب اول بروزن افْعِنْلَالٌ بزِيَادَةِ همزة الْوَصْلِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالنُّونِ بَعْدَ الْعَيْنِ وَتَكْرَارِ اللَّامِ چوں اَلْاِقْعِنْسَاسُ سخت واپس شدن- تَصْرِيْفُه : اِقْعَنْسَسَ يَقْعَنْسِسُ اقْعِنْسَاسًا فهو مُقْعَنْسِسٌ الأمر منه اقْعَنْسِسْ وَالنهى عنه لَا تَقْعَنْسِسْ. والظرف منه مُقْعَنْسَسٌ والآلة منه مَا بِهِ اَلْاِقْعِنْسَاسُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِقْعِنْسَاسًا ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِعْرِنْكَاكُ চুল কালো হওয়া ।

প্রশ্ন: رباعی এর افْعِنْلَالٌ ও ثلاثی এর افْعِنْلَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ১. افْعِنْلَالٌ যেমন اِبْرِنْشَاقٌ হলো رباعی مزید فیہ এর বাব । যাতে মূল হরফ চারটি । আর افْعِنْلَالٌ যেমন اِقْعِنْسَاسُ হলো ثلاثی مزید فیہ এর বাব যার মূল হরফ তিনটি ।

২. افْعِنْلَالٌ যেমন اِبْرِنْشَاقٌ এর উভয় لام کلمہ মূল হরফ । আর افْعِنْلَالٌ যেমন اِقْعِنْسَاسُ এর দুই لام کلمہ এর একটি মূল অপরটি অতিরিক্ত ।

২য় বাব: যা اِفْعِنْلَاءٌ এর ওজনে হবে । এই বাবের আলামত হলো, فاء কালিমার পূর্বে ہمزہ وصل অতিরিক্ত হওয়া । এবং عین কালিমা ও لام কালিমার মধ্যে نون অতিরিক্ত হওয়া । এবং لام এর পর یاء অতিরিক্ত হওয়া । যেমন: اَلْاِسْلِنْقَاءُ চিত হয়ে শোয়া ।

باب دوم بروزن اِفْعِنْلَاءٌ بِزِيَادَةِ همزة الْوَصْلِ قَبْلَ الْفَاءِ وَالنُّونِ قَبْلَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ وَالْيَاءِ بَعْدَ اللَّامِ **چوں** اَلْإِسْلِنْقَاءُ ستان باز خفتن **بدانكه** اِسْلِنْقَاءٌ **در اصل** اِسْلِنْقَايٌ **بوده است يا بعد الف افتاد پس ہمزہ گشت** اِسْلِنْقَاءٌ **شد** – تَصْرِيْفُه : اِسْلَنْقٰى يَسْلَنْقِيْ اِسْلِنْقَاءً فهو مُسْلَنْقٍ الأمر منه اِسْلَنْقِ والنهى عنه لَا تَسْلَنْقِ. والظرف منه مُسْلَنْقًى والآلة منه مَا بِهِ اَلْاِسْلِنْقَاءُ والتفضيل منه أَشَدُّ اِسْلِنْقَاءً ،

এই বাবের কিছু মাসদার, اَلْاِسْرِنْدَاءُ খুব বেশি নিদ্রা আসা।

এখানে اِسْلَنْقٰى এর তা'লিলকৃত গরদান رَمٰى এর মতো। এবং يَسْلَنْقِيْ এর তা'লিলকৃত গরদান يَرْمِيْ এর মতো হবে।

বি.দ্র. اِسْلِنْقَاءٌ মূলত اِسْلِنْقَايٌ ছিল। ياء টি *الف زائده* এর পরে *طرف* এর মধ্যে আসার কারণে *ہمزہ* হয়ে গেছে।

তা'লিল: اِسْلَنْقٰى মাজির সিগা যা মূলত اِسْلَنْقَيَ ছিল। ياء হরকত বিশিষ্ট তার পূর্বের হরফে *فتحہ* হওয়ায় ياء কে *الف* দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। اِسْلَنْقٰى হয়ে গেছে।

তা'লিল: مُسْلَنْقٍ মূলত مُسْلَنْقِيٌ ছিল। ياء এর ওপর পেশকে কঠিন মনে করে তাকে সাকিন করে দেওয়া হয়। ياء ও *تنوين* এর মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় ياء কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। مُسْلَنْقٍ হয়ে গেছে।

এই বাবের অন্যন্য তা'লিলগুলো *باب تَقَلُّس* এর মতো হবে।

প্রশ্ন: *الحاق* কাকে বলে?

উত্তর: *اِلْحَاقٌ* এর আভিধানিক অর্থ হলো, পৌঁছা ও পৌঁছানো।

পারিভাষিক অর্থ হলো: কোন শব্দের মধ্যে হরফ বৃদ্ধি করা এজন্য যে, যাতে এই শব্দটি আরেকটি শব্দের ওজনের মতো হয়ে যায়। এজন্য যে, *ملحق بہ* এর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে *ملحق* এর সঙ্গেও সে আচরণ করা হবে। ইলহাকের জন্য একটি শর্ত আছে, তা হলো, *ملحق* ও *ملحق بہ* এর মাসদার *موافق* বা একই রকম হতে হবে, *مخالف* বা বিরোধী হতে পারবে না।

প্রশ্ন: ملحق ও ملحق به কাকে বলে?

উত্তর: ملحق শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, যাকে মিলানো হয়েছে। আর ملحق به এর আভিধানিক অর্থ হলো, যার সঙ্গে মিলানো হয়েছে।

পরিভাষায়: ملحق به ঐ বাবকে বলে, যার সঙ্গে ওজন মিলানোর জন্য অন্য কোন শব্দে হরফ/অক্ষর বৃদ্ধি করা হয়। আর যার ওজন মিলানোর জন্য হরফ বৃদ্ধি করা হয় তাকে ملحق বলে। যেমন: جَلْبَبَ যা মূলত جَلَبَ ছিল। অতঃপর **ب** বৃদ্ধি করে তাকে **بَعْثَرَ** এর ওজনের সঙ্গে মিলানো হয়েছে। সুতরাং এখানে جَلْبَبَ হলো ملحق আর بَعْثَرَ হলো ملحق به ।

اِلْحَاقٌ এর ফায়দা:

اِلْحَاقٌ করার দ্বারা ثُلَاثِىْ এর মধ্যে যে অর্থ ছিল সে অর্থই বাকি থাকে। অর্থে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটে না। নতুন কোনো অর্থও দেয় না। তবে একটি ফায়দা আছে তা হলো, আরবি গদ্য ও পদ্যের ওজন মিলানো। এটিই ইলহাকের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: از برائے آنکہ معاملہ کہ با ملحق بہ کردہ شود با ملحق نیز کردہ آید এই ইবারতের মধ্যে معاملہ এর অর্থ কী?

উত্তর: معاملہ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ملحق ও ملحق به উভয়ের صرف کبیر ও صرف صغیر একই ওজনে হবে।

বাব সম্পর্কিত জরুরি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: ৪৩ টি বাবের মধ্যে কতগুলো বাব لَازِمٌ ও কতগুলো বাব لَازِمٌ ও مُتَعَدِّىْ এবং কতগুলো বাব শুধু مُتَعَدِّىْ হয়?

উত্তর: لَازِمٌ হলো মোট ২১ টি । আর مُتَعَدِّىْ বাব হলো মোট ২২ টি। আর শুধু مُتَعَدِّىْ কোনো বাব নেই।

لَازِمٌ মোট ২১ টি হলো:

كرم، انفعال، افعلال، افعيلال، افعيعال، افعوّال، افّاعل، افّعّل، تفعلل، افعنلال، افعللال، تفعلل، تفعنل، تمفعل، تفعلت، تفوعل، تفعول،، تفيعل، تفعلٍ، افعنلال، افعنلاء،

মুতাআদ্দি বাব মোট ২২ টি হলো:

نصر، ضرب، سمع، فتح، حسب، فضل، كاد، افتعال، استفعال، افعال، تفعيل، تفعل، مفاعلة، تفاعل، فعللة، فعللة، فعنلة، فوعلة، فعولة، فيعلة، فعيلة، فعلاة،

বি.দ্র. তিনটি বাব সম্পর্কে মুসান্নিফ রহ. বলেছেন এগুলো لَازِمٌ ও مُتَعَدِّىْ উভয়টি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হলো: افتعال،استفعال وفعللة আর ৯ টি বাব সম্পর্কে বলেছেন এগুলো হলো لَازِمٌ যথা: كرم، انفعال، افعلال، افعيلال، افعيعال، افعوّال، تفعلل، افعنلال، افعللال অবশিষ্ট ৩১ টি বাব সম্পর্কে কোনো মতামত দেননি।

প্রশ্ন: ৪৩ টি বাবের মধ্যে কতগুলো বাব কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয় এবং কতগুলো কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয় না?

উত্তর: ২৩ টি বাব কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়। ২০ টি বাব কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয় না।

কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হওয়া ২৩ টি বাব হলো:

١. نَصَرَ يَنْصُرُ كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ ● بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ●

٢. ضَرَبَ يَضْرِبُ كما قال الله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ● فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ●

٣. سَمِعَ يَسْمَعُ كما قال الله تعالى: لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ●

٤. فَتَحَ يَفْتَحُ كما قال الله تعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ●

٥. كَرُمَ يَكْرُمُ كما قال الله تعالى: كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ●

٦. حَسِبَ يَحْسِبُ كما قال الله تعالى: يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ●

٧. فَضِلَ يَفْضُلُ كما قال الله تعالى:

٨. كَادَ يَكَادُ كما قال الله تعالى: يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ ●

٩. اِفْتِعَالٌ كما قال الله تعالى: وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ●

١٠. اِسْتِفْعَال كما قال الله تعالى: وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ

١١. اِنْفِعَال كما قال الله تعالى: إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ

١٢. اِفْعِلَالٌ كما قال الله تعالى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوه وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

١٣. اِفْعِيْلَالٌ كما قال الله تعالى: مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

١٤. اِفّاعُل كما قال الله تعالى: إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ

١٥. اِفَّعُّل كما قال الله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟

١٦. اِفْعَالٌ كما قال الله تعالى: فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ

١٧. تَفْعِيْلٌ كما قال الله تعالى: ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

١٨. تفعُّل كما قال الله تعالى: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

١٩. مُفَاعَلَة كما قال الله تعالى: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟

٢٠. تفاعُل كما قال الله تعالى: عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ

٢١. فَعْلَلَة كما قال الله تعالى: وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

٢٢. اِفْعِلَّالٌ كما قال الله تعالى: تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

٢٣. فيْعَلة كما قال الله تعالى: لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

কুরআন শরিফে ব্যবহৃত না হওয়া ২০ টি বাব হলো:

افعوّال، افعيعال، تفعلُل، افعنلال، فعللة، فعنلة، فوعلة، فعولة، فعيلة، فعلاة، تفعلُل، تفعنل، تمفعل، تفعلت، تفوعل، تفعول، تفيعل، تفعل، افعنلال، افعنلاء،

বি.দ্র. মুনশায়িব কিতাবে মুসান্নিফ রহ. এর রীতি হলো: যে সকল বাব কুরআনুল কারিমে ব্যবহৃত হয়নি, সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এই বাব কুরআন শরিফে ব্যবহৃত হয়নি। আর যে সকল বাব কুরআনুল করিমে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

প্রশ্ন: مُجَرَّد ও مَزِيْدٌ فِيْهِ এর বাব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: مُجَرَّد এর মোট বাব নয়টি: যথা:

نَصَرَ يَنْصُرُ، ضَرَبَ يَضْرِبُ، سَمِعَ يَسْمَعُ، فَتَحَ يَفْتَحُ، كَرُمَ يَكْرُمُ، حَسِبَ يَحْسِبُ، فَضِلَ يَفْضُلُ، كَادَ يَكَادُ، فَعْلَلَةٌ

مَزِيْدٌ فِيْهِ এর মোট বাব ৩৪ টি, যথা:

اِفْتِعَالٌ، اِسْتِفْعَال، اِنْفِعَال، اِفْعِلَالٌ، اِفْعِيْلَالٌ، اِفْعِيْعَال، افعِوّال، افّاعُل، افُّعُّل، اِفْعَالٌ، تَفْعِيْلٌ، تفعُّل، مُفَاعَلَة، تفاعُل، تَفَعْلُلٌ، اِفْعِنْلَال، اِفْعِلَّالٌ، فَعْلَلَة، فَعْنَلَة، فَوْعَلَة، فَعْوَلَةٌ، فَعْوَلَة، فيْعَلة، فَعْيَلَة، فَعْلَاةٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْنُلٌ، تَمَفْعُل، تَفَعْلُتٌ، تَفَوْعُل، تَفَعْوُل، تَفَيْعُل، تَفَعْلٍ، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِنْلَاء،

প্রশ্ন: ثلاثی مجرد ও رباعی مجرد এবং ثلاثی مزید فیہ ও رباعی مزید فیہ এর মোট বাব কয়টি ও কী কী?

ثلاثی مجرد এর মোট বাব আটটি, যথা:

نَصَرَ يَنْصُرُ، ضَرَبَ يَضْرِبُ، سَمِعَ يَسْمَعُ، فَتَحَ يَفْتَحُ، كَرُمَ يَكْرُمُ، حَسِبَ يَحْسِبُ، فَضِلَ يَفْضُلُ، كَادَ يَكَادُ،

رباعی مجرد এর মোট বাব একটি, যথা: فَعْلَلَةٌ

ثلاثی مزید فیہ এর মোট বাব ৩১ টি, যথা:

اِفْتِعَالٌ، اِسْتِفْعَال، اِنْفِعَال، اِفْعِلَالٌ، اِفْعِيْلَالٌ، اِفْعِيْعَال، افعِوّال، افّاعُل، افُّعُّل، اِفْعَالٌ، تَفْعِيْلٌ، تفعُّل، مُفَاعَلَة، تفاعُل، فَعْلَلَة، فَعْنَلَة، فَوْعَلَة، فَعْوَلَةٌ، فَعْوَلَة، فيْعَلة، فَعْيَلَة، فَعْلَاةٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْنُلٌ، تَمَفْعُل، تَفَعْلُتٌ، تَفَوْعُل، تَفَعْوُل، تَفَيْعُل، تَفَعْلٍ، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِنْلَاء،

رباعی مزید فیہ এর মোট বাব তিনটি, যথা:

تَفَعْلُلٌ، اِفْعِنْلَال، اِفْعِلَّالٌ،

প্রশ্ন: ملحق ও غیر ملحق এর বাব কয়টি ও কী কী?

ملحق এর বাব মোট ১৭ টি, যথা:

فَعْلَلَة، فَعْنَلَة، فَوْعَلَةٌ، فَعْوَلَة، فيْعَلة، فَعْيَلَة، فَعْلَاةٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْنُلٌ، تَمَفْعُل، تَفَعْلُتٌ، تَفَوْعُل، تَفَعْوُل، تَفَيْعُل، تَفَعْلٍ، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِنْلَاء،

غیر ملحق এর বাব মোট ১৪ টি। যথা:

اِفْتِعَالٌ، اِسْتِفْعَال، اِنْفِعَال، اِفْعِلَالٌ، اِفْعِيْلَالٌ، اِفْعِيْعَال، افعِوّال، اقّاعُل، اقَّعُّل، اِفْعَالٌ، تَفْعِيْلٌ، تفعُّل، مُفَاعَلَة، تفاعُل،

প্রশ্ন: কয়টি বাবের معروف ماضی مطلق ও امر حاضر معروف এর সিগা মুশতারাক হয়? বাবগুলো কী কী?

উত্তর: ১৬ টি বাবের معروف ماضی مطلق ও امر حاضر معروف এর সিগা মুশতারাক হয়। যথা:

كَادَ يَكَادُ، اِفْعِلَاُل، اِفْعِيْلَالٌ، اِقَّاعُلٌ، اِفَّعُّلٌ، تَفَعُّلٌ، تَفَاعُلٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْنُلٌ، تَمَفْعُلٌ، تَفَعْلُتٌ، تَفَوْعُلٌ، تَفَعْوُلٌ، تَفَيْعُلٌ، تَفَعْلٍ،

প্রশ্ন: معروف হওয়া সত্যেও কয়টি বাবের علامت مضارع পেশযুক্ত হয়? এবং কয়টি বাবের ماضی এর প্রথম সিগাটি চার হরফ বিশিষ্ট হয়? বাবগুলো কী কী?

উত্তর: معروف হওয়া সত্যেও ১১ টি বাবের علامت مضارع পেশযুক্ত হয় এবং ماضی এর প্রথম সিগাটি চার হরফ বিশিষ্ট হয়। যথা:

اِفْعَالٌ، تَفْعِيْلٌ، مُفَاعَلَةٌ، فَعْلَلَةٌ، فَعْلَلَة، فَعْنَلَة، فَوْعَلَةٌ، فَعْوَلَة، فيْعَلة، فَعْيَلَة، فَعْلَاةٌ،

প্রশ্ন: باہمزۂوصل এর বাব কয়টি ও কী কী? বা কয়টি বাবের ماضی এর শুরুতে ہمزۂ وصل হয়। সেগুলো কী কী?

উত্তর: باہمزۂوصل এর বাব মোট ১৩ টি। যথা:

اِفْتِعَالٌ، اِسْتِفْعَال، اِنْفِعَال، اِفْعِلَالٌ، اِفْعِيْلَالٌ، اِفْعِيْعَال، افعِوّال، اقّاعُل، اقَّعُّل، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِلَّالٌ، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِنْلَاء،

প্রশ্ন: باہمزۂ এর বাব কয়টি ও কী কী? বা কয়টি বাবের ماضی এর শুরুতে ہمزۂ হয়। সেগুলো কী কী?

উত্তর: باہمزۂ এর বাব মোট ১৪ টি। যথা:

اِفْتِعَالٌ، اِسْتِفْعَال، اِنْفِعَال، اِفْعِلَالٌ، اِفْعِيْلَالٌ، اِفْعِيْعَال، افعِوّال، اقّاعُل، اقَّعُّل، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِلَّالٌ، اِفْعِنْلَالٌ، اِفْعِنْلَاء، اِفْعَالٌ،

প্রশ্ন: بےہمزۂوصل এর বাব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: بے ہمزۂ وصل এর বাব মোট ১৪ টি। যথা:

اِفْعَالٌ، تَفْعِيْلٌ، تفعُّل، مُفَاعَلَة، تفاعُل، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْلُلٌ، تَفَعْنُلٌ، تَمَفْعُل، تَفَعْلُتٌ، تَفَوْعُل، تَفَعْوُل، تَفَيْعُل، تَفَعْلٍ،

প্রশ্ন: এক নাম বিশিষ্ট বাব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: এক নাম বিশিষ্ট বাব তিনটি। যথা- فَعْلَلَةٌ، تَفَعْلُلٌ، اِفْعِنْلَالٌ

شجرة منشعب مع موزون وموزون به

ثلاثی مجرد مطرد ۵ باب

فَعَلَ يَفْعُلُ = نَصَرَ يَنْصُرُ

فَعَلَ يَفْعِلُ = ضَرَبَ يَضْرِبُ

فَعِلَ يَفْعَلُ = سَمِعَ يَسْمَعُ

فَعَلَ يَفْعَلُ = فَتَحَ يَفْتَحُ

فَعُلَ يَفْعُلُ = كَرُمَ يَكْرُمُ

ثلاثی مجرد شاذ ۳ باب

فَعِلَ يَفْعِلُ = حَسِبَ يَحْسِبُ

فَعِلَ يَفْعِلُ = فَضِلَ يَفْضِلُ

فَعُلَ يَفْعَلُ = كَادَ يَكَادُ

ثلاثی مزید فیه غیر ملحق برباعی باہمزۂ وصل ۹ باب

اِفْتِعَالٌ = اِجْتِنَابٌ

اِسْتِفْعَالٌ = اِسْتِنْصَارٌ

اِنْفِعَالٌ = اِنْفِطَارٌ

اِفْعِلَالٌ = اِحْمِرَارٌ

اِفْعِيْلَالٌ = اِدْهِيْمَامٌ

اِفْعِيْعَالٌ = اِخْشِيْشَانٌ

اِفْعِوَّالٌ = اِجْلِوَّاذٌ

اِفَّاعُلٌ = اِثَّاقُلٌ

اِفَّعُّلٌ = اِطَّهُّرٌ

ثلاثی مزید فیه غیر ملحق برباعی بے ہمزۂ وصل ۵ باب

اِفْعَالٌ = اِكْرَامٌ

تَفْعِيْلٌ = تَصْرِيْفٌ

تَفَعُّلٌ = تَقَبُّلٌ

مُفَاعَلَةٌ = مُقَاتَلَةٌ

تَفَاعُلٌ = تَقَابُلٌ

رباعی مجرد ا باب

فَعْلَلَةٌ = بَعْثَرَةٌ

رباعی مزید فیه بے ہمزۂ وصل ا باب

تَفَعْلُلٌ = تَسَرْبُلٌ

رباعی مزید فیه باہمزۂ وصل ۲ باب

اِفْعِنْلَالٌ = اِبْرِنْشَاقٌ

اِفْعِلَّالٌ = اِقْشِعْرَارٌ

ثلاثی مزید فیه ملحق برباعی مجرد ۷ باب

فَعْلَلَةٌ = جَلْبَبَةٌ

فَعْنَلَةٌ = قَلْنَسَةٌ

فَوْعَلَةٌ = جَوْرَبَةٌ

فَعْوَلَةٌ = سَرْوَلَةٌ

فَيْعَلَةٌ = خَيْعَلَةٌ

فَعْيَلَةٌ = شَرْيَفَةٌ

فَعْلَاةٌ = قَلْسَاةٌ

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ ملحق بتدحرج

٨ باب

تَفَعْلُلٌ = تَجَلْبُبٌ

تَفَعْنُلٌ = تَقَلْنُسٌ

تَمَفْعُلٌ = تَمَسْكُنٌ

تَفَعْلُتٌ = تَعَفْرُتٌ

تَفَوْعُلٌ = تَجَوْرُبٌ

تَفَعْوُلٌ = تَسَرْوُلٌ

تَفَيْعُلٌ = تَخَيْعُلٌ

تَفَعْلٍ = تَقَلْسٍ

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ ملحق باحرنجم

٢ باب

اِفْعِنْلَالٌ = اِقْعِنْسَاسٌ

اِفْعِنْلَاءٌ = اِسْلِنْقَاءٌ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ولأساتذه ولمن له حق عليه، آمين يارب العالمين،

বৈশিষ্ট্যাবলী

- মূল কিতাব ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী প্রশ্নোত্তর আকারে সহজভাবে উপস্থাপন।
- ইলমুস সরফের প্রাথমিক বিষয় সমূহ, তার ইতিহাস ও উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি অধ্যায় সংযুক্তি।
- সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে অত্যন্ত সহজভাবে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রত্যেকটি বহসের গঠন পদ্ধতির আলোচনা।
- ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য বাবসমূহ থেকেও সিগা ও বহসের গঠন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা।
- সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে 'বাব সম্পর্কিত' প্রয়োজনীয় বিষয় সংযুক্তি।
- প্রত্যেকটি বাবের আলামতগুলো সুন্দর করে পৃথকভাবে বিন্যস্তকরণ।

- মিজান ও মুনশায়িব আয়ত্ত করানোর সুবিধার্থে মুহতারাম আসাতিজায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের জরুরি শিক্ষা পরামর্শ সংযুক্তি।
- আঞ্চলিক বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে প্রশ্নোত্তর আকারে পুরো কিতাবকে উপস্থাপন করা হয়েছে।